চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 262 Tuesday, 22 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৬২ সংখ্যা ✱ ৪ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নির্দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া ধর্ষিত নাবালিকার গর্ভপাত হতে চলেছে এসএসকেএম হাসপাতালে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর স্তরের চার ছাত্রী মুখে কাপড় বেঁধে প্রতিবাদে উপাসনা গৃহ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রতিবাদে সামিল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দেশের শীর্ষ আদালতের রোষের মুখে গুজরাত হাই কোর্ট। কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ায় সোমবার গুজরাত হাই কোর্টকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাসের আবহের মাঝেই স্পেনের অধিনায়ক পান হৃদয় ভাঙার খবর। ম্যাচের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তার বাবা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তদন্ত করবে ইডি, সিবিআই সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেল রাজ্য। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এ এস ভি রাজু বলেন, শিক্ষক দুর্নীতি মামলা ও পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলা- দুটি ক্ষেত্রেই একাধিক সাধারণ অভিযুক্ত রয়েছেন। এই সওয়ালকে মান্যতা দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। স্কুলে শিক্ষক ও পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলা কি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? আদৌ এই মামলার কে তদন্ত করবে? সিবিআই নাকি পুলিশ? সেই জটিলতা নিয়ে সওয়াল জবাব চলেছে কলকাতা হাইকোর্টে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশেই সমান্তরালভাবে তদন্ত করছে সিবিআই-ইডি। সেই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। সোমবারের শুনানিতে দেশে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এ এস ভি রাজু সওয়াল করেন, শিক্ষা দুর্নীতি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে অয়ন শীলের হদিশ পাওয়া যায়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে। এই নথি থেকেই পুরসভা দুর্নীতির কথা জানা গিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এখনও বাংলার একাধিক পুরসভায় ১৮০০ নিয়োগ হয়েছে। ১৬টা পুরসভায় দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। একই ব্যক্তি স্কুলে ও পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত। তেমনই একজন হলেন অয়ন শীল। তিনি সেখানে 'ইন্টারমেলিংয়ের' কাজ করেছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আরও সওয়াল করেন, দুটি ক্ষেত্রেই নিয়োগে দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বিধায়কের ভূমিকাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এই তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল দুটি যুক্তি খাঁড়া করেছেন। প্রথম যুক্তি, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও জোরাল তথ্য প্রমাণ নেই। সেখানে এই তদন্তের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই। দ্বিতীয় যুক্তি, কেন রাজ্য পুলিশকে এক্ষেত্রে যুক্ত করা হচ্ছে না? পুলিশকে এড়িয়ে কেন তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা? যদিও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, সিবিআই সুনির্দিষ্ট এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বলা 'তথ্য প্রমাণ নেই' সংক্রান্ত যুক্তি ধোপে টেঁকে না।

আপাতত লাভ হল না রাজ্যের

উপাচার্য নিয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত বহাল সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই সিদ্ধান্তকে 'একতরফা' বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে সবপক্ষকে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলায় রাজ্যপালকে 'পার্টি' করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যপাল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত। বরং দু'সপ্তাহ পরে যখন সুপ্রিম কোর্টে ফের মামলার শুনানি হবে, ততদিনের মধ্যে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে রাজভবন এবং নবান্ন কোনও সমাধানসূত্র বের করতে পারে কিনা, সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কোনও বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য স্থায়ী উপাচার্য থাকতে হবে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ না করে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় চালানো যায় না। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য রাজভবন এবং নবান্ন একসঙ্গে কাজ করতে পারবে কিনা, তাও জানতে চায় শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, কোনও উপাচার্য নিয়োগের দায়িত্ব কার, তা নিয়ে আপাতত বিচার করে দেখা হচ্ছে না। আপাতত কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না রাজ্যপালের সিদ্ধান্তেও। আপাতত তাঁর নিয়োগ করা অস্থায়ী উপাচার্যরা কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে একজন স্থায়ী ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। যদিও নবান্নের তরফে দাবি করা হয়। উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা না করেই একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়মের আওতায় সেটা করতে পারেন না রাজ্যপাল। আচার্যের নিয়োগ করা উপাচার্যদের বেতন বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারইমধ্যে রাজ্যপালের নিয়োগ করা উপাচার্যদের সরিয়ে দিতে তথা তাঁদের নিয়োগ বাতিল করতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে হাইকোর্ট। মাসকয়েক আগে হাইকোর্ট জানায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া উপাচার্য নিয়োগের জন্য ২৭ জনের নামের তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যা আলোচনার পক্ষে সহায়ক ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। সোমবার ব্রাত্যের তালিকার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সুপ্রিম কোর্টেও।

হঠাৎ নয়াদিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক এখনও অব্যাহত। এখানে আবার নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। এই নিয়ে রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। এমনকী বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়া বিধানসভায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আগামীকাল মঙ্গলবার প্রস্তাব আনা হবে বলে সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হঠাৎ করে নয়াদিল্লি সফরে যাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। রাজ্যপালের এই ঘন ঘন নয়াদিল্লি যাওয়া নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। ঝটিকা সফরে কেন রাজ্যপালকে নয়াদিল্লি যেতে হচ্ছে? তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে সুপ্রিম কোর্টে করা রাজ্য সরকারের মামলায় আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এই রায় শোনার পরই নয়াদিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবারও কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে

দেখা করবেন রাজ্যপাল? উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যপালের কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচির তালিকা তৈরি যায়নি। তবে তিনি যখনই নয়াদিল্লি যান তখনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এবারও শাহী সাক্ষাৎ হতে পারে। যা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে উপাচার্য নিয়োগ এবং রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্ন রাজভবন সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হওয়ায় রাজ্যপালকে ক্রমাগত আক্রমণ করেছেন। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছিলেন। সুতরাং রাজ্যপাল এই রাজ্যে এখন বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। কারণ বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও বিরোধী দল রাজ্যপালকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। এমনকী জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে কিনা এখন সেটাই দেখার। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়। সেটা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তার মধ্যেই আজ উপাচার্য নিয়োগ মামলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন। তার মধ্যেই রাজ্যপালের নয়াদিল্লি সফর বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ।

'কীভাবে ওরা মেরে ফেলল একটা ছাত্রকে'

যাদবপুর কাণ্ডে ফের বামেদের নিশানা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ ইমাম-মোয়াজ্জেম ও পুরোহিতদের ভাতা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জেম স্যোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-এর তরফে রাজ্যের ছোট বড় ইমাম সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে আয়োজন করে একটি সমাবেশের। সেই অনুষ্ঠান থেকেই ইমাম-মোয়াজ্জেম-পুরোহিতদের ৫০০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য। তার মধ্যেই আমি বলছি ইমামদের ৫০০ এবং মোয়াজ্জেমদের জন্যও ৫০০ টাকা বাড়ালাম। আর পুরোহিতদের জন্যও ৫০০ টাকা বাড়ানো হল। ইমাম-মোয়াজ্জেম ছাড়া যে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যদি লোন নিয়ে ব্যবসা করতে চান ৫ লক্ষ টাকা গ্যারেন্টার আপনাদের দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়া মেয়েরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন। ঘর আমরা আবার করে দেব।'' উল্লেখ্য, এর আগে মোয়াজ্জেমরা পেতেন ১০০০ টাকা এবং ইমামরা ২ হাজার ৫০০ টাকা ভাতা পেতেন। আরও ৫০০ টাকা বাড়ানোয় এবার থেকে মোয়াজ্জেমরা পাবেন ১ হাজার ৫০০ এবং ইমামরা পাবেন ৩০০০ হাজার টাকা। এ দিন রাজ্য সরকারের কাছে আগেই ভাতা বাড়ানোর দাবি করেছিলেন আইএসএফ নেতা আব্বাস সিদ্দিকি। অন্য রাজ্যের ভাতার পরিমাণ উল্লেখ করে আজ

সকালেই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন আব্বাস। সেখানে মোয়াজ্জেমদের জন্য আট হাজার ও ইমামদের জন্য ন্যূনতম দশ হাজার টাকা দাবি করেন তিনি। সঙ্গেও এও লেখেন, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দাম দিনের পর দিন বেড়েই এই অবস্থায় ২ হাজার ৫০০ টাকার ভাতায় ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য রাজ্যে যে পরিমাণ অর্থ সাম্মানিক হিসাবে দেওয়া হয় এ রাজ্যে তা ভিক্ষাদানে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দিল্লিতে ইমামদের সাম্মানিক ও বেতন ১৮ হাজার টাকা, হরিয়ানায় ১৬ হাজার, তেলাঙ্গানাতে ১২ হাজার ও গুজরাতে ১২ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সেখানে এ রাজ্যে ২ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়া মানে তাঁদের অপমান করা। এদিন যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে ফের মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের একবার মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় বামেরা। কয়েকদিন আগেও একটি সভা থেকে যাদবপুর ইস্যুতে বামেদের দিকে আঙুল তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। এখনও করি। কিন্তু আপনারা দেখলেন একটি ছাত্রকে কীভাবে সিপিএম-র ইউনিউয়ন এবং বামপন্থীরা কীভাবে মেরে ফেলল। কী পরিস্থিতি এখনও বদলায়নি। এতো ভুল করে বদলায়নি। এতো রক্ত নিয়েও বদলায়নি। এরা জীবনেও বদলাবে না মনে রাখবেন।'' যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে গত ১৪ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''যাদবপুরে মৃত ছেলেটির বাবা মা অনেক স্বপ্ন নিয়ে নামকরণ করেছিলেন। যাদবপুরের ছেলেটিকে অত্যাচার করতে করতে...। ওঁর বাবার সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলেছি। ওর বাবা বলেছে বিচার চায়। ওর বাবা ফোনে বলেছে ও খুব কাঁদত বলব খুব অত্যাচার হয়েছে। আমি যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমি এতো দূর।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ওরা আমার ছেলেকে অত্যাচার করে উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি এর বিচার পাই। এরা কারা? এরা মাক্সসবাদী। এখন বিজেপি, কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করছে। তৃণমূল ওদের এক নম্বর শত্রু। ওদের লজ্জা, আবেগ, বিবেক বলে কিছু নেই।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''সবাই খারাপ না। ওখানে কিছু আগমার্কা সিপিএম আছে। তারা মনে করে নতুন ছেলেমেয়েরা গ্রামবাংলা থেকে আসলেই তাদের উপর অত্যাচার চালানো একটা অধিকার। আজও লজ্জা নেই। এখনও সেই দানবিক ভূমিকায় রয়েছে এরা। কেউ সিপিএম, বিজেপি করবেন না। এরা দানবিক শক্তি। মানবিক শক্তি নয়।''

যাদবপুরের সঙ্গে 'মাওবাদী' যোগ তুলে মামলা হাইকোর্টে, বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু থেকে শুরু করে তাঁর উপস্থিতিতে স্লোগানিং। সব কিছুর মধ্যেই 'মাওবাদী যোগ' থাকতে পারে বলে আদালতে দাবি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ঘটনার তদন্ত করুক বলে আবেদনে জানানো হয় ওই নেতার তরফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এদিন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা তথা মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ীর তরফে যেমন এই ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তেমনই পৃথক একটি মামলার অনুমতি চেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। এদিন গোটা বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীরা। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। সোমবার আদালতে জানানো হয়, যে ভাবে বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে সেদিন 'হামলা' করা হয়েছিল, তাতে 'মাওবাদী যোগ' থাকতে পারে। 'মাদক যোগ' ও 'নাশকতার তত্ত্ব'ও এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি মামলাকারীর তরফে। আদালতের সামনে আইনজীবী দাবি করেছেন, শুভেন্দুর সামনেই নিজেদের 'মাওবাদী' বলে দাবি করেছেন যাদবপুরের বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। দাবি, 'আজাদি' স্লোগানও দিতে শোনা গিয়েছিল তাঁদের। এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র মাধ্যমে এই তদন্ত হওয়া উচিত বলে আদালতে জানিয়েছেন বিজেপি নেতার আইনজীবী।

যাদবপুরের দ্বিতীয় রিপোর্টেও সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি! ফের ব্যাখ্যা তলব করবে তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবারই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে দ্বিতীয় রিপোর্ট পাঠিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি। ফের যাদবপুরের কাছে রিপোর্ট চাইতে পারে তারা। এদিন ইউজিসির চেয়ারম্যান এম জগদীশ কুমার বলেন, ''র‍্যাগিং খুব গুরুতর অভিযোগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া জন্য ইউজিসি বিধিমালা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''ইউজিসি শিগগির যাদবপুরের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি চাইবে।'' যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগ, এই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিং যুক্ত রয়েছে। ইউজিসির গাইডলাইন মানা হয়নি বলেও অভিযোগ। ঘটনার পরপরই ইউজিসি যাদবপুরের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। গত ৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের ছাত্রের। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১৩ আগস্ট রিপোর্ট চেয়েছিল ইউজিসি। ১৪ তারিখ সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা জানায়, ওই রিপোর্টে 'সন্তুষ্ট' হয়েছে ইউজিসি। তাই বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের যে প্রতিনিধি দলের আসার কথা ছিল, তা আসছে না। কিন্তু বৃহস্পতিবার ফের ইউজিসি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট চায়। সেখানে ১২টি প্রশ্ন উল্লেখ করে দিয়েছিল ইউজিসি। বলা হয়েছিল, তথ্য প্রমাণ সহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। ইউজিসির নির্দেশ মতো শুক্রবারই সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। কিন্তু সেই রিপোর্টেও সন্তুষ্ট হতে পারল না ইউজিসি। সোমবার নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন বুদ্ধদেব সাহু। সোমবার কাজে যোগ দিয়েই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক ডাকেন তিনি। সেই বৈঠকেই ইউজিসির রিপোর্ট নিয়ে কথা বলা হয় বলে জানান, যাদবপুরের নতুন উপাচার্য।

পোশাকেই রাজনৈতিক বার্তা

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন তৃণমূল সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ সোমবার (২১ আগস্ট), রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বাংলার নবনির্বাচিত তৃণমূল সাংসদরা। গত ১৭ জুলাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, সামিরুল ইসলাম এবং প্রকাশ চিক বরাইক। একটি আসনের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সাকেত গোখলে। এদিন তাঁদের প্রত্যেককে দেখা গেল পুরোদস্তুর বাঙালি পোশাকে রাজ্যসভায় এসে শপথ গ্রহণ করতে। ডেরেক-দোলাদের পরনে ছিল যথাক্রমে ধুতি-পাঞ্জাবি-শাড়ি। তৃণমূল সাংসদরা জানিয়েছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই বাঙালি পোশাক পরে শপথ গ্রহণ করলেন তৃণমূল সাংসদরা। সূত্রের খবর, কয়েক বছর আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের বাঙালি পোশাকে, বাংলা ভাষায় শপথ গ্রহণ করতে হবে। রবিবার রাতে ফের একবার নেত্রীর সেই নির্দেশ আসে। এরপরই দিল্লিতে পাঞ্জাবি কিনতে বের হন সুখেন্দুশেখর রায়। দিল্লির

গোল মার্কেট এলাকা থেকে তসরের একটি পাঞ্জাবি এবং সুতির পায়জামা কেনেন। দিল্লিতে নতুন পাঞ্জাবি কেনেন ডেরেক ও'ব্রায়েনও। আসলে এই বাঙালি পোশাকের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বার্তাও। শপথ গ্রহণের পর সুখেন্দু শেখর রায় বলেছেন, ''বাংলায় অন্য দল থেকে যাঁরা সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছেন, তাঁদের মুখে বাংলা ভাষা শুনে মনে হচ্ছে যেন অপশব্দ বলছেন। ওঁরা যেভাবে বাংলা বলছেন, শুনে ভয় তৈরি হচ্ছে। বাংলার ৮ কোটি বাঙালির প্রতিনিধি হয়ে আমরা সংসদে এসেছি। মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যাশিত পথেই আমরা হাঁটছি।'' প্রসঙ্গত সম্প্রতি, বাংলার সকল স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজ্যের নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী, ইংরাজী বা বাংলা যে মাধ্যমেরই স্কুল হোক না কেন, প্রথম ভাষা হিসেবে শিক্ষার্থীদের বাংলা নিতেই হবে। স্পষ্টতই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চর উপর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার এবং দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস যে বাড়তি জোর দিচ্ছে। এর পিছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের 'আইডেন্টিটি পলিটিক্স' বা 'পরিচয়ের রাজনীতি'র কৌশল রয়েছে বলে, মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে, ফের সেই বাংলা জাতি পরিচয়ের প্রমাণিত রাজনৈতিক কৌশলেই ফিরতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এদিন রাজ্যসভার সাংসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাঙালি পোশাক এবং বিজেপি সাংসদদের বাংলা বলা নিয়ে সুখেন্দুশেখর রায়ের কটাক্ষে, সেই ইঙ্গিতই রয়েছে।

'সিনিয়ররা নতুনদের ভালবাসতে শিখলেই র‍্যাগিং রোখা যাবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ কোনও প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে কখনওই র‍্যাগিং রোখা সম্ভব নয়, মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। তিনি বলেন, একমাত্র সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্কের মসৃণতাই পারে এই প্রবণতা দূরে ঠেলতে। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ব্রাত্য বসু বলেন, ''সারা ভারতবর্ষের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই র‍্যাগিং হয়। কিন্তু সেটা যদি এরকম নৃশংস ও ফিজিকাল হয়, কোনও মায়ের কোল খালি হয়, মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক জায়গায় চলে যায়, তাহলে তো মানুষ এর প্রতিবাদ করবেই। কোনও কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র এটা আটকাতে পারবে না। একমাত্র সিনিয়ররা যখন নতুনদের ভালবাসতে শিখবে তখনই তা রোখা যাবে।''

'ইন্ডিয়া'তে পাকছে ঘোঁট, কেজরিওয়ালের পর এবার নীতীশকে নিয়েও সমস্যা জোটে

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ নীতীশ কুমার নীরব। সরব তাঁর দল। গত সপ্তাহে দু'দিন দিল্লিতে কাটালেও বিরোধী দলের কোনও নেতা-নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেননি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। অথচ পাটনায় ২৩ জুলাইয়ের বৈঠকের আগে তিনিই নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিকে একজোট করেছেন। কিন্তু বহুদিন হল জোট নিয়ে রা কাড়ছেন না বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত গত মাসে বেঙ্গালুরুতে ২৬টি বিরোধী দল মিলে ইন্ডিয়া জোট গড়ে তোলার পর থেকেই নীতীশ নীরব। প্রথমে শোনা গিয়েছিল জোটের ইন্ডিয়া নাম তাঁর পছন্দ নয়। তবে প্রকাশ্যে তা নিয়ে মুখ খোলেননি। কিন্তু তাঁর দল ঘন ঘন মুখ খুলছে। তাঁরা দাবি তুলেছে ইন্ডিয়া জোটের মুখ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা কিংবা জোটের চেয়ারপারসন করা হোক জনতা দল ইউনাইটেডের এই নেতাকে। ওদিকে, আপের দাবি মেনে কংগ্রেস সংসদে দিল্লি অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করলেও কেজরিওয়ালের দল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগড় এবং তেলেঙ্গানায় হাত চিহ্নের যাত্রা ভঙ্গ করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই চার রাজ্যের সব ক'টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে আপ। স্বয়ং কেজরিওয়াল ছত্তীসগড়ে গিয়ে জনমোহিনী প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করেছেন। আপের ঘোষণার পরই কংগ্রেসের ঘুম উবে গিয়েছে। বিগত ১০ বছরে দেখা গিয়েছে, আপ ময়দানে থাকলে তারা বিজেপি নয়, কংগ্রেসের ভোটে থাবা বসায়। এমনকী বিজেপি শাসক দল হলেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটের তুলনায় কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছেন আম আদমি পার্টির প্রার্থীরা। গুজরাতে ২৭ বছর ক্ষমতাসীন বিজেপি কংগ্রেস ও আপের মোকাবিলা করে রেকর্ড

সংখ্যক আসনে জিতে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। সেখানে আপ ১২ শতাংশ ভোট ও ১২টি আসন জিতেছে। আপ প্রার্থীরা জিতেছেন কংগ্রেসের আসনে। চার রাজ্যের মধ্যে দু'টিতে কংগ্রেস ক্ষমতায়। এরমধ্যে দিল্লি লাগোয়া রাজস্থানে আপের প্রভাব বেশি। সেখানে দু'শো আসনের প্রার্থী দিন কয়েকের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের আপ আহ্বায়ক। মধ্যপ্রদেশে বিজেপিকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে কংগ্রেস। কিন্তু আপের এন্ট্রির পর সব অঙ্ক ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, আপের উপস্থিতি কংগ্রেসের যাত্রা ভঙ্গ করে বিজেপির জয় নিশ্চিত করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আর লোকসভা ভোটের আগে সেটাই হবে ইন্ডিয়া জোটের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কেজরিওয়ালের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেনি। যদিও সময় হাতে আছে। চার রাজ্যেই ভোট হবে নভেম্বরে। তার আগে ৩১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী বৈঠক। সেখানে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কথা হবে দলগুলির মধ্যে। যৌথ আন্দোলন নিয়ে কথা হতে পারে। কিন্তু বিধানসভা ভোটে বিরোধী জোট হবে কি না, সে বিষয়ের কথা এখনও এজেন্ডায় নেই। নীতীশ কুমারের বিষয়টিও ভাবিয়ে তুলেছে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা খুবই চিন্তিত। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুর বৈঠকের পর নীতীশের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কংগ্রেসের ভাবনায় আছে আগের ইউপিএ জোটের মতো সোনিয়াই হবেন ইন্ডিয়া'র নেত্রী। সবচেয়ে বড় দলের নেতা-নেত্রীই জোটের প্রধান হয়ে থাকেন। তবে অবশ্যই সোনিয়া বা কংগ্রেসের কাউকে দল প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসাবে তুলে ধরবে না।

রাজস্থানের ১৮টি জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি

জয়পুর, ২১ আগস্ট ঃ অক্ষরেখার অবস্থানের প্রভাবে রাজস্থানে আবারও বর্ষা শুরু হয়েছে। রবিবার সকালে রাজস্থানের জয়পুর জেলায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়।হালকা বৃষ্টি ও মেঘের আনাগোনার ফলে আর্দ্রতা বেড়েছে। আর্দ্র গরমে বিপাকে পড়েছেন জয়পুরের মানুষ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জয়পুরে সারাদিনে মাত্র ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। হালকা বৃষ্টি হয়েছে, দিনের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি বেড়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, সোমবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নতুন সঞ্চালন ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে। সোমবার রাজস্থানের ১৮টি জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। এই ১৮টি জেলার মধ্যে বারান, চিতোরগড়, ঝালাওয়ার, কোটা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, রাজস্থানের অন্য জেলাগুলি যেমন আলওয়ার, বাঁশওয়াড়া, ভরতপুর, ভিলওয়াড়া, বুন্দি, দৌসা, ধোলপুর, দুঙ্গারপুর, করৌলি, প্রতাপগড়, রাজসামন্দ সওয়াই মাধোপুর, টঙ্ক এবং উদয়পুরে বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ছত্তিশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। এই নিম্নচাপ এখন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্ষার অক্ষরেখার অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। এটি উত্তর দিক থেকে কিছুটা সরে দক্ষিণ দিকে এসেছে। বর্তমানে গঙ্গানগর, নার্নৌল, গোয়ালিয়রের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নিম্নচাপ এলাকা অতিক্রম করছে বলেও আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

ছত্তিশগড়ের রায়পুর ও ভিলাইয়ে ইডির অভিযান

রায়পুর, ২১ আগস্ট ঃ ছত্তিশগড়ের রায়পুর ও ভিলাইয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিযান চালায়। ইডি-র দল আজ, সোমবার সকালে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের দুটি স্থানে এবং ভিলাইয়ের একটি স্থানে অভিযান চালায়। তিনটি জায়গায়ই ইডির অভিযান চলছে।পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইডির দল রায়পুরের অশোক রত্নতে অভিযুক্ত হাওয়ালা ব্যবসায়ী

ভোটের দিন ভোট দিতে বেরিয়ে নিখোঁজ

মালদাতনুজ জৈন২১আগস্টঃভোট দিতে বেরিয়ে ছিল বাড়ি থেকে। তারপর আর বাড়ি ফেরেন।৪৩ দিন ধরে নিখোঁজ।থানার দ্বারস্থ হয়েও হয়নি কোন কিনারা।ছেলের চিন্তায় ব্যাকুল বৃদ্ধা মা। দাদাকে খুঁজে পেতে প্রত্যেকদিন থানার দয়ারে ঘুরছে ভাই।গরিব বলেই কি হেল দোল নেই পুলিশের। প্রশ্ন তুলেছে পরিবারের লোকেরা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খিদিরপুরের বাসিন্দা শেখ মঞ্জুর (৩৮)।জুলাই মাসের ৮ তারিখ পঞ্চায়েত ভোটের দিন দুপুর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ভোট দিতে। তারপর থেকেই আর কোন খোঁজ নেই মঞ্জুরের।বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে।খোঁজ না মেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মঞ্জুরের ভাই।তবে তার পরেও এখনো কোনো হদিস মেলেনি মঞ্জুরের।বাড়িতে কিছু না বলে কোথায় গেল মঞ্জুর।কেনই বা গেল।ভেবে কুল পাচ্ছে না পরিবারের লোকেরা।মঞ্জুরের পরিবার দরিদ্র দিনমজুর পরিবার।ভাইয়েরা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধা মা। তাদের পরিবার বা মঞ্জুরের সঙ্গে শত্রুতা নেই কারোর।সে ক্ষেত্রে কেউ অপহরণ করলে কি উদ্দেশ্যে কেনই বা করবে। প্রশ্ন পরিবারের লোকেদের। কিন্তু নিখোঁজ রহস্যের কিনারা করতে এখনো ব্যর্থ পুলিশ।গ্রামের পাশে নদী পার করলেই বিহার।এই ঘটনায় বিহার যোগ থাকতে পারে আশঙ্কা পরিবারের লোকেদের।মঞ্জুরের ভাই শেখ মিন্টু জানান, বাড়িতে মা দাদার জন্য খুব চিন্তা করছে। কোথায় গেছে কেন গেছে কিছুই বুঝতে পারছিনা। এতদিন হয়ে গেল পুলিশ কোন খোঁজ দিতে পারছে না। আমি বারবার থানায় আসছি। পুলিশ দ্রুত আমার দাদার খোঁজ দিক এটাই চাইবো। ভোটের দিন থেকে নিখোঁজ রয়েছে দাদা।

ত্রিপুরার চুড়াইবাড়িতে ১০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ২১ আগস্টঃ মাদক-বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। সোমবার কাকভোরে অসমের আন্ত ঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার উত্তর জেলায. অবস্থিত চুড়াইবাড়িতে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রায় ১০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ব্রাউন সুগার পাচারে ব্যবহৃত একটি টাটা সুমো বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।ধৃত তিন মাদক পাচারকারীকে যথাক্রমে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগরের আব্দুল আলি, সমরকৃষ্ণ দাস এবং প্রসেনজি দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, তাঁদের কাছে খবর ছিল, অসম থেকে তিন ব্যক্তি বিপুল পরিমাণের ব্রাউন সুগার নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে। সে অনুযায়ী আজ ভোররাত থেকে তাঁর নেতৃত্বে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি সমরেশ দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী অসম-ত্রিপুরা আন্ত ঃরাজ্য সীমান্তে চুড়াইবাড়িতে নাকা পয়েন্ট গড়ে অবস্থান করছিল।ভোরের দিকে এমএন ০১ একে ৩১৩৯ নম্বরের একটি টাটা সুমো অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্ট অতিক্রম করে ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়িতে আসলে তার গতিরোধ করা হয়। তখন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা টাটা সুমোয় তালাশি চালিয়ে তার বেশ কয়েকটি গোপন চেম্বার থেকে ১০০টি সাবান ক্যাসে মোট ১.৩০০ কিলোগ্রাম নিষিদ্ধ দশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেন।পুলিশ সুপার জানান, মাদক-বিরোধী অভিযান তীব্র করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নির্দেশে গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের চুড়াইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১৬টি নাকা পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে রাজ্যে মাদকদ্রব্যের আদান-প্রদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে পাচারকারীদের কাছে। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আজই ধর্মনগর জেলা আদালতে তোলা হবে, জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।এদিকে অসমের চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে কী করে এত বিশাল পরিমাণের ব্রাউন সুগার ত্রিপুরায় গিয়ে ধরা পড়ল প্রশ্ন করলে তিনি জানান, মাদকবাহী টাটা সুমোটি মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরার

২১-এর পর আইনি খাতে সরকার কত টাকা ব্যয় করল, প্রশ্ন তথাগতর

কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনয়নে রাজ্যপালের ভূমিকা নিরে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। এ নিরে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু সোমবার টুইটারে লিখেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে দাযিত্ব পালনের জন্য শ্রী বুদ্ধদেব সাউকে রাজ্যপাল নিযোগের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার সুপ্রিম কোর্টে গেছে। কিছু বিজেপি বিধায়ক কি সরকারের কাছে উত্তর চাইবেন যে ২০২১ সাল থেকে আইনজীবীদের ফি ইত্যাদির জন্য সরকারী তহবিল থেকে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে? এর প্রতিলিপি তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপি-র টুইটারের সঙ্গে।নবান্নের বক্তব্য, রাজ্যপাল যে পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, তা বৈধ নয়। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য নিয়োগে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন আচার্য। যদিও কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। তারপর রাজ্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়।

পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী

শ্রীনগর, ২১ আগস্ট ঃ জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার রাত থেকেই সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল উপত্যকা। রাতভর সেই সংঘর্ষ চলে। সোমবার সকালে সেনা সূত্রে জানানো হয়, এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে।নিহত দুই জঙ্গির মধ্যে একজন লস্কর-ই-তৈবা -র শীর্ষ স্থানীয় কম্যান্ডার বলেই মনে করা হচ্ছে। তাদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। রবিবারই কাশ্মীর জোন পুলিশের তরফে টুইট করে জানানো হয়, পুলওয়ামা জেলার ল্যারো-পারিগাম এলাকায় এনকাউন্টার শুরু হয়েছে। গোপন সূত্রে আগেই খবর মিলেছিল, পুলওয়ামার পারিগাম গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। তাদের ধরতেই অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ। জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হলেও, তারা তা শোনেনি। উল্টে নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে গুলি চালায় জঙ্গিরা। এরপরই এনকাউন্টার শুরু হয়। এদিন সকালে সেনার তরফে জানানো হয়, রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টারে দুইজন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। নিহত জঙ্গিরা লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। এদের মধ্যে একজন লস্করের শীর্ষ স্থানীয় কম্যান্ডার। তবে তাদের দেহ এখনও উদ্ধার করা যায়নি, ফলে পরিচয়ও জানা যায়নি।

চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে ধুন্ধুমার! দুর্নীতির অভিযোগে ১ নম্বরে শাহর দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতাঃ ২০২২ সালের সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী সবথেকে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মীদের বিরুদ্ধে। দিনীতির তালিকায় এর পরই রয়েছেরেল এবং এবং ব্যাঙ্কে কর্মরতরা। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগ এবং সংস্থাগুলির সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য মোট ১,১৫,২০৩টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৫,৪৩৭টি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ২৯,৭৬৬টি বিচারাধীন ২২,০৩৪টি তিন মাসের বেশি সময় ধরে। উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গত বছর তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ৪৬,৬৪৩টি অভিযোগ পেয়েছে। ১০,৫৮০টি রেলওয়ে এবং ৮,১২৯টি অভিযোগ পেয়েছে ব্যাঙ্কগুলি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মোট অভিযোগের মধ্যে, ২৩,৯১৩টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ১৯,১৯৮টি তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে মুলতুবি রয়েছে। রেলওয়ে ৯,৬৬৩টি অভিযোগ নিস্পত্তি করেছে। ৯১৭টি অভিযোগ নিস্পত্তি মুলতুবি ছিল। ব্যাংকগুলো ৭,৭৬২টি দুর্নীতির অভিযোগ নিস্পত্তি করেছে এবং ৩৬৭টি মুলতুবি রয়েছে। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি দিল্লি সরকারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ৭,৩৭০টি অভিযোগ ছিল। ৬,৮০৪টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। এবং ৫৬৬টি বিচারাধীন। ১৮টি তিন মাসের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ৪,৭১০টি অভিযোগ আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের (কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগ সহ)। দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন, দিল্লি আরবান আর্ট কমিশন, হিন্দুস্তান প্রিফ্যাব লিমিটেড, হাউজিং এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে। আরবান ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, এনবিসিসি এবং এনসিআর প্ল্যানিং বোর্ডের বিরুদ্ধেও মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৩,৮৮৯টি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮২১টি মুলতুবি রয়েছে। ৫৭৭টি তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে পড়ে রয়েছে। CVC বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কয়লা মন্ত্রকের বিরুদ্ধে ৪,৩০৪টি অভিযোগ ছিল (৪,০৫০টি নিস্পত্তি করা হয়েছে), ৪,২৩৬টি শ্রম মন্ত্রকের বিরুদ্ধে ছিল (৪,০১৬টি নিস্পত্তি করা হয়েছে) এবং ২,৬১৭টি পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের কর্মীদের বিরুদ্ধে (২,৪০৯টি নিস্পত্তি করা হয়েছে)। সিভিসি রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে ৯৮৭টি অভিযোগ বীমা সংস্থাগুলিতে কর্মরতদের বিরুদ্ধে, ৯৭০টি কর্মীদের কর্মীদের বিরুদ্ধে, জনসাধারণের অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের বিরুদ্ধে এবং ৯২৩টি ইস্পাত মন্ত্রকের কর্মীদের বিরুদ্ধে।

পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের মৃত্যু, তদন্তের দাবি পরিবারের

গিরিডি, ২১ আগস্ট ঃ ঝাড়খন্ডের বেঙ্গাবাদ থানায় হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটক করে আনা হয় অভিযুক্ত নাগো পাসিকে। এরপর পুলিশ হেফাজতেই মৃত্যু হয় চট্টাবাদের বাসিন্দা নাগো পাসির। তথ্য অনুযায়ী, জিজ্ঞাসাবাদের সময়, নাগো পাসি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তাকে হাসপাতালে আনা হয়, যেখানে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা বেঙ্গাবাদ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এবং বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।গত শনিবার রাতে ছাতাবাদ গ্রামে খুন হন বৃদ্ধা আনপি দেবী। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে, সন্দেহের ভিত্তিতে আনপি দেবীর ছেলে নাগো পাসিকে আটক করা হয়। নাগোকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ সময় তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং পরে তিনি মারা যান। স্বজনদের অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে দেখা করতে থানায় গেলেও পুলিশ তাদের দেখা করতে দেযনি। সোমবার সকালে তার সাথে দেখা করতে গেলে জানতে পারি নাগো পাসি মারা গেছে।

এস জয়শঙ্কর সহ ৯ জন রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ বিদেশ মন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ নয়জন নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য সোমবার শপথ গ্রহণ করেন। এদিন তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।।এদিন যারা শপথ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিজেপির জেসাংভাই দেশাই, কেশরী দেবসিংহ দিগ্বিজয় সিংহ ঝালা, ডাঃ এস জয়শঙ্কর এবং নগেন্দ্র রাই ছিলেন । পাশাপাশি এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, প্রকাশ চিক বড়াইক, সুখেন্দু শেখর রায় এবং সমীরুল ইসলামও রাজ্যসভার

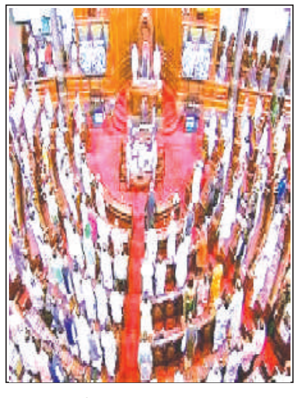

সাংসদ হিসেবে শপথ। সকাল ১১টায নবনির্বাচিত সকল সদস্য শপথগ্রহণ করেন।

ব্রিটিশরা মাত্র ২৫ বছর বয়সে অসুস্থ অবস্থায় ফাঁসি দেয় বাংলার মহান বিপ্লবী মনোরঞ্জনকে

কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ দেশের স্বাধীনতা পালনের মাস চলছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতনা যদি না লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী ভারত মায়ের চরণে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতেন। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের জন্যই আমরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, আর তাই আজ আমরা একটি স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার মহান উসব উদযাপন করতে পারছি। দেশ এমনই সব মহান বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে যারা অজ্ঞাতনামা। এমন অনেক যোদ্ধা ছিলেন যারা ভারত মাতার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেও ইতিহাসে সঠিকভাবে স্থান পাননি। এমনই একজন মহান বিপ্লবী ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তাঁকেই আমরা আজ স্মরণ করবো।বাংলার মহান বিপ্লবী বাঘা যতীনের সঙ্গে মনোরঞ্জন সেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ ও লুটপাটের অনেক পরিকল্পনায় সামিল হয়েছিলেন। তার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হল। ওড়িশার জঙ্গলে তিনি তাঁর মাত্র পাঁচজন সঙ্গীর সাহায্যে কীভাবে ব্রিটিশদের পুরো সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং কয়েক ঘন্টা ধরে তিনি তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বিপ্লবী সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীও এতে জড়িত ছিলেন। পরে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর রক্তাক্ত অবস্থায় ধরা পড়েন তিনি। মনোরঞ্জনকে নিয়ে ব্রিটিশরা এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে তাঁকে ১৯১৫ সালের ২২ নভেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে ওড়িশার বালাসোর মন্ডল জেলে গুরুতর আহত এবং অসুস্থ অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়।ইতিহাসবিদ নগেন্দ্র সিনহা তাঁর গদর পার্টির বিপ্লবীদের সম্পর্কে লেখা বইতে লিখেছেন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৮৯০ সালে তকালীন অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার খযেরবাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই এলাকাটি বাংলাদেশের একটি অংশ। এই সময়ে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সমগ্র বাংলায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কারণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাকাতি, লুটপাট ও অত্যাধুনিক বিদেশী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। লালা হরদয়াল ও অন্যান্য প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে গদরের সাফল্যের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্র ভারতে আনা হচ্ছিল।মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের পিতার নাম হলধর সেনগুপ্ত, তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের বিরোধী। তাই মনোরঞ্জন শৈশব থেকেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশদের আস্থাভাজন বাঙালি জমিদারের বাড়িতে রাজনৈতিক ডাকাতির পর প্রথম ধরা পড়েন। ১৯১৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯১৪ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে তাঁর অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে জেলের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। ডাকাতিটি ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, মনোরঞ্জন সরাসরি বিপ্লবী বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি করতে থাকেন। তখন কলকাতায় সিআইডি ও পুলিশের দুই ইন্সপেক্টর ছিলেন সুরেশচন্দ্র মুখার্জি ও নীরজ চন্দ্র হালদার। তাঁরা ক্রমাগত বিপ্লবীদের ধরে এনে কঠোরতম শাস্তি দিচ্ছিল। এরপরে, বাঘাযতীন তাঁদের উভয়কে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন এবং দাযিত্ব চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী এবং মনোরঞ্জন সেন গুপ্তের উপর অর্পণ করা হয়।একদিকে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরজ চন্দ্র হালদারের ওপর গুলি চালান, এবং অন্যদিকে মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের হাতে সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিহত হন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী জার্মানি এবং বিশ্বের মিত্র দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। এমন এক সময়ে বিদেশী বিপ্লবী ভারতীযরা ব্রিটিশদের উখাতের জন্য বিদেশ থেকে ভারী অস্ত্র ও অর্থ পাঠাতে থাকে। ব্রিটিশদের শত্রু দেশ জার্মানি, ভারতকে সাহায্য করতে শুরু করেছিল সেসময়।সেসময় বিপ্লবীদের সৌজন্যে অস্ত্র বোঝাই একটি জাহাজ জার্মানি থেকে ওড়িশার বালাসোর সমুদ্র সৈকতে পৌঁছতে চলেছে । বাঘা যতীনের উপর দাযিত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অস্ত্রগ্রহণ ও অস্ত্রগুলি নিরাপদে বিপ্লবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীসহ পাঁচজন বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি ওড়িশার বনে যান। এখানে বিপ্লবীরা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে ক্যাম্প করেছিল। এখানে একজন সন্ন্যাসী দুর্ঘটনাবশত বিনোদনের বুলেটের আঘাতে নিহত হন, তারপরে গ্রামবাসীরা ডাকাত ভেবে পুলিশের কাছে খবর দেয়। এরপর ইংরেজ বাহিনী ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বিপ্লবীদের ঘেরাও করে। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী বুলেটের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে ইংরেজরা গ্রেফতার করে।রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য ব্রিটিশরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। আহত অবস্থায় ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর তাঁকে বালাসোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

বনস্পতি দে, আরামবাগ, হুগলিঃচিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল আরামবাগ মেডিকেল কলেজে। মৃত সুকুমার মালিকের (৫২) পরিবারের অভিযোগ, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দ্রুত হাসপাতলে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারপর থেকে কোনরকম চিকিৎসা হয়নি। এমনকি স্যালাইন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও তা বদলে দেয়নি নার্সেরা। সেই কারণেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি।জানা গিয়েছে মৃত সুকুমার মালিকের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মাধবদহি থানার ভুরকুন্ডা এলাকায়। রবিবার বাড়িতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরিবারের সদস্যরা রাত বারোটা নাগাদ তাঁকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসেন। মৃতের পরিবারের দাবি, প্রথমে এমারজেন্সিতে একটু চিকিৎসা হয়েছিল। এরপর সুকুমারবাবুকে ভর্তি করে নিয়ে ওয়ার্ডে দেওয়ার পর থেকে কোনও চিকিৎসা হয়নি। পরিবারের লোকজন বারবার চিকিৎসা করার জন্য বললেও কেউ সেই কথায় কান দেয়নি। এমনকি স্যালাইন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কর্তব্যরত নার্সদের জানালেও তাঁরা গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ। এরপর সোমবার সকালে ওই ব্যক্তি মারা যান। তারপরই হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।মৃত সুকুমার মালিকের ছেলে

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের বিতর্কে অংশ নেবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২১ আগস্ট ঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার মিলওয়াকিতে (উইসকনসিন) অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বিতর্কে অংশ নেবেন না।ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ ট্রুথ সোশ্যাল-এ বলেছেন, ' জানে আমি কে এবং কতটা সফল প্রেসিডেন্সি ছিল আমার। তাই আমি কোনও বিতর্কে অংশ নেব না।'তাঁর দাবি, তিনি ইতোমধ্যেই সুপরিচিত নেতা এবং জনমত সমীক্ষায় দলের অন্যান্য প্রার্থীদের তুলনায় এগিয়েও রয়েছেন। এক সমীক্ষা দেখা গেছে, ৬২ শতাংশ মানুষ তাকে পছন্দ করেছেন। ট্রাম্প লিখেছেন- জনগণ জানে আমি কে। আমার সভাপতিত্ব কতটা সফল ছিল।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারে বেড়েছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৪৯.৪৩ টাকা। ।আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ০.৮২ ডলার বা ০.৯৭ শতাংশ লাফিয়ে ব্যারেল প্রতি ৮৫.৬০ ডলারে লেনদেন করেছে। একই সময়ে, ওযেস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৮৬ বা ১.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮২.১১ ডলারে লেনদেন করছে।

নেপালে সোনা পাচারের অভিযোগে ধৃত দুই চিনা নাগরিকের কাছে মিলল ভারতের আধার কার্ড

কাঠমাণ্ডু, ২১ আগস্ট ঃ নেপালে সোনা পাচারের অভিযোগে ধৃত দুই চিনা নাগরিকের কাছ থেকে উদ্ধার করা হল ভারতের আধার কার্ড।জানা গিয়েছে, ধৃতরা এক কুইন্টল সোনা চোরাচালানের মামলায় জড়িত। তাদের নেপাল থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ১২ জনের মধ্যে ২ জন চিনা নাগরিক। ওই ২ জনের কাছ থেকে ভারতের আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। এর আগেও আরেক চিনা নাগরিকের কাছ থেকে ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছিল।সোনা চোরাচালানে ত্রিদেশীয .নেক্সাস জড়িত আছে বলে অনুমান নেপাল পুলিশের মুখপাত্র ডিআইজি কুবের কাদাযত-এর। একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আটক দুই চিনা নাগরিকের কাছ থেকে ভারতের আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য এক অভিযুক্তের কাছ থেকে নেপালের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।নেপাল পুলিশের মুখপাত্র জানান, সিআইবি, সম্পূর্ণ ঘটনা কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয. দূতাবাসকে জানিয়েছে। সিআইবির প্রধান এআইজি কিরণ বজরাচার্য বলেন, ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির জন্য এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের বিদেশী অপরাধীদের আধার কার্ড কীভাবে তৈরি হয় ? নেপাল পুলিশের মুখপাত্র ডিআইজি কুবের কাদাযত জানান, এই অপরাধীদের মধ্যে কয়েকজন কাভ্রে জেলা এবং রাজধানী কাঠমান্ডুর নাগরিকত্বের শংসাপত্রও তৈরি করেছিল। এরই মধ্যে সোনার বিশুদ্ধতাও পরিমাপ করেছিল তারা। উদ্ধার হওয়া সোনা আসল এবং সেগুলি ২৪ ক্যারেটের বলেও পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনাগুলিকে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শারীরিক নির্যাতন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ

মালদা,২১আগষ্টঃমালদা-পণ না দিতে পাড়ায় এক গৃহবধূকে হাত-পা বেঁধে সারা শরীরে ইলেকট্রিক শক দিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার শ্রীপুর এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলো ময়না তদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার খরা গ্রাম এলাকার বাসিন্দা হাইমুদ্দিন শেখের মেয়ে জুলি পারভীন(২০)এর সাথে সামাজিক মতে বিবাহ হয় গত ৮ মাস আগে শ্রীপুরের যুবক জাহাঙ্গীর আলম এর সাথে। বিয়ের সময় পণের যৌতুক হিসেবে নগর ৫০ হাজার টাকা সোনার অলংকার সহ অন্যান্য ঘর সাজানোর সরঞ্জাম দিয়েছিলেন গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা বলে জানা যায়। পুনরায় আবার এক লক্ষ টাকা পণের দাবি করে গৃহবধূর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা বলে অভিযোগ। গৃহবধূর বাবা হাইমুদ্দিন শেখ পণ না দিতে পাড়ায় গৃহবধূকে মাঝেমধ্যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি সদস্যরা বলে অভিযোগ। গত রবিবার রাতে পুনরায় গৃহবধূকে পণের দাবিতে হাত-পা বেঁধে সারা শরীরে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মারধোর করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয় বলে অভিযোগ গৃহবধুর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। সকালে গৃহবধুর পরিবারের সদস্যদেরকে ফোন করে তার স্বামী জানায় যে তার মেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি ছুটে যায় তার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে। এরপর সেখানে গিয়ে দেখে তাদের মেয়ের সারা শরীরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফুটো রয়েছে। তা দেখেই মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা অনুমান করছেন তাদের মেয়েকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর মৃত গৃহবধূর পরিবারের তরফে অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২আগষ্টঃমঙ্গলবার, ৪ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৪ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৬৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। শুভ দিন হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। বিবাহের যোগ হবে
মিথুন রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উপঢৌকন পাবেন।
সিংহ রাশিঃকোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ।
কন্যা রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ থেকে।
তুলা রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে।
ধনু রাশিঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
মকর রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে
কুম্ভ রাশিঃ আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না। বন্ধুরা অর্থটি খুব

২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার গর্ভপাত হবে, নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নির্দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া ধর্ষিত নাবালিকার গর্ভপাত হতে চলেছে এসএসকেএম হাসপাতালে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ যত দ্রুত সম্ভব ওই নাবালিকার গর্ভপাত করাবে এসএসকেএম হাসপাতাল। তমলুক হাসপাতালে পরিকাঠামো না থাকায় এসএসকেএম হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে নিয়ে আসতে হবে। তমলুক হাসপাতাল হাই কোর্টে রিপোর্ট দিয়ে জানায়, ওই নাবালিকার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বিচার করে দেখা গিয়েছে গর্ভপাত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চারটি বিভাগের দক্ষ চিকিৎসকেরা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করবেন। মেডিক্যাল বোর্ডে অবশ্যই রাখতে হবে শিশুরোগ এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের চিফ মেডিক্যাল অফিসার এবং তাম্রলিপ্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সুপারকে নাবালিকার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। বিচারপতি জানিয়েছিলেন, মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট দেখে পরবর্তী নির্দেশ দেবে আদালত। ১১ বছরের মেয়ে ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। জানতে পেরে গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহ পরে মেয়ের গর্ভপাত করানোর অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাবামা। ওই নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। কয়েক মাস আগে তাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের পাশাপাশি গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার বিষয়টি এত দিন জানতে পারেনি পরিবার।

চিকিৎসা করাতে গিয়ে তারা তা জানতে পারে। নাবালিকার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। এর পর হাসপাতালের তরফে তাদের জানানো হয়, উচ্চ বা শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া এই গর্ভপাত কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। আইন অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কোনও মহিলা, নাবালিকা বা নাবালিকার পরিবার ২০ সপ্তাহ সময় পর্যন্ত গর্ভপাত করাতে চেয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে তা ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। তার পরে গর্ভপাত করাতে গেলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। পরিবারের আইনজীবী প্রতীক ধর এবং আইনজীবী চিত্তপ্রিয় ঘোষ তাঁদের সওয়ালে জানিয়েছিলেন, মেয়েটি একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। এখন সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো তার মানসিক অবস্থা নেই। তাঁদের বক্তব্য, নাবালিকার পরিবার আর্থিক ভাবে খুবই দুর্বল। সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও কম। আইন সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। সেই কারণেই গণধর্ষণের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানাতে পর্যন্ত দেরি করেছে তারা।

দক্ষিণবঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে অস্বস্তিকর গরম, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ দক্ষিণবঙ্গে রোদের দাপটে অস্বস্তিকর গরম ক্রমেই বাড়ছে। সোমবার সপ্তাহের প্রথমকাজের দিনেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল শহরবাসী। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আপডেট অনুযায়ী সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। জানা গিয়েছে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রপাত হতে পারে বলেই জানা গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। সোমবার কলকাতার আকাশ আংশিকভাবে মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতাংশ হওয়া বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। এখন কবে থেকে শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। এদিকে, চলতি সপ্তাহের শুরু দিন থেকেই উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বভাস রয়েছে। শনিবার অবধি বৃষ্টির ঝোড়ো ব্যাটিং চলার সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসমী অক্ষরেখার অবস্থানের প্রভাবে এই উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। মঙ্গলবার হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মতো উপরের দিকের জেলাগুলিতে এদিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দুই দিনাজপুর ও মালদায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।

সায়নী ঘোষের এইডস! সতীর্থকে নিয়ে কী বললেন অভিনেতা জিতু?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ সায়নী ঘোষের এইডস! সতীর্থকে নিয়ে কী বললেন অভিনেতা জিতু? দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষের সংক্রান্ত বিরোধী দলের সমাজমাধ্যম পেজ থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে সাফ লেখা, এইডস আক্রান্ত সায়নী। আর এই পোস্ট দেখে এরূপকার রেগে আগুন পর্দার সত্যজিৎ রায় জিতু কামাল। অপরাজিত ছবিতে সায়নীর সঙ্গেই জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। সায়নী কেবল একজন অভিনেত্রী নন, তিনি রাজনীতির ময়দানে বেশ দাপিয়ে বেড়ান। ফলেই তাঁকে, নানাভাবে আক্রমণ করা হয় থাকে। তবে, রাজনীতির খাতিরে একজন মানুষকে নিয়ে এহেন অশালীন মন্তব্য? সায়নীর হয়ে সরব হয়েছেন তিনি। অভিনেতা জিতু সাফ জানালেন এগুলো একদম ঠিক না। জিতু বলেন, রাজনীতি নিয়ে আমার ভিন্ন ধারণা থাকলেও এগুলোতে আমি প্রতিবাদ জানাই। কী হচ্ছে এসব? চূড়ান্ত অপমানজনক। ধিক্কার জানাই। উল্লেখ্য, অপরাজিত ছবিতে বিজয়া রায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন সায়নী। শুধু তাই নয়, একজন মানুষকে নিয়ে এহেন ছেলেখেলার বিরোধিতা করলেন জিতু। মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেলে কী করে হবে? প্রশ্ন অভিনেতার।

পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার ২০ জুনের বদলে পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চায়। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুগত বসুর নেতৃত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি আজ বিধানসভায় বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী কাল থেকে শুরু হতে চলা বিধানসভার অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে জানা গেছে। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কমিটির চেয়ারম্যান সুগত বসু বলেন, তাঁরা সরকারের কাছে নিজেদের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। সরকারই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

যাদবপুরকাণ্ডে ডিন অফ স্টুডেন্টসকে তলব রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ যাদবপুরকাণ্ডে ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়কে তলব করল

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। সোমবার কমিশনের দফতরে তাঁকে আসতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, ডিনের কাছে জানতে চাওয়া হবে, ওইদিন রাতে ফোন পেয়ে তিনি কী করেছিলেন? জনমানসের বিভিন্ন স্তরে ডিন, সুপার এবং রেজিস্ট্রারের গাফিলতির বিষয়টি উঠে আসছে। কমিশন কর্তারা তদন্তে বিষয়টি তুলে ধরতে চান। কাকে ফোন করেছিলেন রজত রায় এবং কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? তদন্তকারীদের নজরে সেদিকে। উল্লেখ্য একের পর এক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ধৃতদের জেরা করে উঠে এল ১১ জনের নাম। ওইদিন তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ধৃত জয়দীপ ঘোষ। খবর পুলিশ সূত্রে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদেরও বয়ান নিতে চায় পুলিশ। এর পাশাপাশি, সোমবার থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বভার নিতে চলেছেন নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। গতকাল ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তিনি। ঘুরে দেখেন ক্যাম্পাস। পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় যে গাফিলতি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না, তা গতকালই স্পষ্ট করে দেন নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য। যদিও সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর নিয়োগ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর.

হাওড়ায় ছাদ থেকে নিচে পড়ে জখম কিশোর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ হাওড়ার বড়গাছিয়ায় বহুতলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম হলো এক কিশোর। তাকে আনা হলো কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার বড়গাছিয়া সন্ধ্যাবাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ বড়গাছিয়া সন্ধ্যাবাজার লক ফ্যাক্টরি মোড়ে জি এম বিল্ডিং এর চারতলা ছাদে উঠেছিল বছর দশেকের শেখ সামিউল্লা। কোনওভাবে ছাদের একেবারে ধারে চলে যায় ওই কিশোর। তখনই পা ফসকে চারতলা ছাদ থেকে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ে সে।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহিলাদের নিজেদের আত্মরক্ষা বিষয়ক স্পেশাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম বাঘিনী। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে মোট ৫৬জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন। (সুমিত পালিত)

১৭ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা, ২০ আগস্ট ঃ মগরাহাট থানার হরিশংকরপুর এলাকার ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ ও বিবাহের অভিযোগে বকুলতলা থানার চৌভাণ্ডির বুইচবাটি এলাকা থেকে ধৃত এক জনকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাহুল মন্ডল, বাড়ি দেউলবাড়ি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণ ও বিবাহের অভিযোগের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

শিবপুরে শাসক শিবিরের 'গোষ্ঠীকোন্দল'

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ এবার রক্তদান শিবির ঘিরে হাওড়ার শিবপুরে শাসক শিবিরের 'গোষ্ঠীকোন্দল' প্রকাশ্যে চলে এলো। রবিবার হাওড়ার ধাড়সা এলাকায় ওই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই কর্মসূচিকে বেআইনি ও দলবিরোধী বলে দাবি করে বিবৃতি দেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী তথা শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি। রবিবারের ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ সদস্য তথা বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ৪৮নং ওয়ার্ডে একটা রক্তদান শিবির হয়েছে। দলের নিয়ম না মেনে এইভাবে রক্তদান শিবির করলে তাকে দল গুরুত্ব দেবেনা। এই ধরনের কর্মসূচিতে দল অনুমতি দেয়না। এবং ভবিষ্যতেও অনুমতি দেবে না। যদি এই ধরনের কর্মসূচি কেউ নেন তাহলে প্রতিবাদ জানাতে আবেদন জানাতে হবে কর্মীদেরকে। যতদিন আমি আছি ততদিন কেউ যদি দলের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেন তাহলে আমি সম্মতি দেবনা। পরে কি হবে আমি দেখে নেব। কেউ যদি অন্য ব্যানারে কিছু করতে চায় সেখানে তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে।

যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই' ফিউচার পর নেচার ফাউন্ডেশন'

অভিজিৎ হাজরা , মুন্সিরহাট , হাওড়া,২০ আগস্ট ঃ ঘটনা বল্লভবাটি মহেন্দ্র লাল নগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। এলাকার কেউ একজন বৃষ্টি ভেজা রাতে একটি বাঘরোল কে যেতে দেখে রেললাইন ধরে সেটা ভিডিও করে ফেসবুকে পোস্ট করে। পরে কেউ সেই ভিডিও সাথে যুক্ত করে দেয় বাঘের ডাক। সেই বাঘের ডাক যুক্ত ভিডিও আবার পোষ্ট করে বিভিন্ন সোসাল মিডিয়া তে আর তা থেকে ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে বাঘের আতঙ্ক। দোকানে, বাজারে, ট্রেনের কামরায় চলছে বাঘ নিয়ে নানা গাঁজা খুড়ি গল্প। যা আসলে আমাদের রাজ্য প্রানী বাঘরোল বা মেছো বিড়াল। কিছু ছোট সোসাল মিডিয়া বেস ইউটিউব চ্যানেল সেটা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেন। তার পরেই নড়েচড়ে বসে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা' ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন' কর্তৃপক্ষ। সংগঠনের এক নিষ্ট কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ কথা বলেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ ঐ এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সাথে। অনুরোধ করা হয় একটি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পোগ্রাম করার জন্য এলাকার মানুষ কে নিয়ে। এগিয়ে আসেন নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান সেখ বদরে আলম ও পঞ্চায়েত সদস্য রাখহরি ঘোষ। অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সুন্দর একটি পোগ্রাম। উপস্থিত ছিলেন জগত্বল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু, এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য অর্পিতা সিট নন্দা মানোষ মন্ডল সহ একগুচ্ছ স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ। মানুষ কে বোঝাতে বাঘরোল নিয়ে দেখানো হয় তথ্য চিত্র। বাঘরোল নিয়ে গবেষণা করা ইতিহাস গবেষক সায়ন দে আরো নানা তথ্য তুলে ধরেন প্রজেক্টরে। বাচ্ছাদের বোঝাতে প্রকাশ করা হয় কার্টুন সম্বলিত ফোল্ডার। বক্তব্য, তথ্যচিত্র, কার্টুন লিফলেট সব ধরনের প্রচেষ্টা করে সফল হওয়া গেলো। এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে ভয়ের আবহ কাটিয়ে গড়ে তোলা গেলো সংরক্ষণের মনোভাব। এলাকার মানুষরা জানালেন বাঘরোল এখানেই থাকবে আমরা ওদের দেখভাল করবো, লক্ষ রাখবো যাতে ওদের কেউ আক্রমণ না করে। ডোমজুড়, পাঁচলা, শ্যামপুর, সাঁকরাইল এবার জগত্বল্লভপুর বিভিন্ন এলাকায় যখনি বাঘের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই পৌঁছে গিয়েছে শুভ্রদীপ। প্রশাসন পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ কে নিয়ে গড়ে তুলেছে রাজ্য প্রানী বাঘরোল নিয়ে সচেতনতার প্রাচির। সব জায়গায় সফল ভাবে মুকাবিলা করেছে বাঘের গুজবের। প্রতিষ্ঠিত করেছে ওটা বাঘ নয় বাঘরোল। এখন হাওড়া জেলার প্রায় মিথ হয়ে গিয়েছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে শুভ্রদীপ।

সল্টলেক ও কল্যাণীতে লিজ জমির মালিকদের নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার প্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার এবার সল্টলেক ও কল্যাণীতে লিজ জমির মালিকদের ফ্রি হোল্ড বা নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করছে। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ওই সব এলাকার বাসিন্দাদের নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি ও হস্তান্তরের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এক মন্ত্রীগোষ্ঠী এবিষয় নানা দিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। গত জানুয়ারি মাসে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর নিঃশর্ত মালিকানা পেতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড কনভার্শন (লিজ হোল্ড ল্যান্ড টু ফ্রি হোল্ড) ২০২২ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি রাজ্য ভূমি সংস্কার দপ্তরও শিল্পবাণিজ্যে লিজে দেওয়া সরকারি জমির নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার জন্য আইন সংশোধন করে ফি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করেছে। গত জানুয়ারি মাসেই নগরোন্নয়ন দফতর কেএমডিএ, হিডকো, নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সহ রাজ্যের ১৮টি উন্নয়ন পর্ষদ এলাকার নিয়ন্ত্রণাধীন দীর্ঘমেয়াদী লিজ জমিকে নিঃশর্ত মালিকানায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal; Corporate Office.: 301, 3rd Floor, A Wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064; Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527; Email: info@comfortfincap.com; Website: www.comfortfincap.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

In continuation of our newspaper notice published on Thursday, August 17, 2023, **NOTICE** is hereby given that the 41st Annual General Meeting (**'AGM/ the Meeting'**) of the Members of **COMFORT FINCAP LIMITED** (**'the Company'**) will be held on **Tuesday, September 12, 2023** at **11:30 A.M. IST** through Video Conferencing (**'VC'**)/ Other Audio Visual Means (**'OVAM'**), to transact the business as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and The Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued, without the physical presence of the Members at the common venue.

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2022-2023 ("Annual Report") were sent through electronic mode only to all those members whose email id are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or the Depositories, in accordance with the MCA circulars and the SEBI circulars and same has been completed on Monday, August 21, 2023. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of casting vote through remote electronic voting ("remote e-voting") or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Annual Report along with the Notice is available on the Company's website at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation and on the website of the Stock Exchange(s) where shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and Calcutta Stock Exchange ("CSE")at: www.cse-india.com. Further, the Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/updated their email address with the Company/ its RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the **cut-off date**, i.e. **Tuesday, September 05, 2023** can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting/e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and may also refer to the voting instructions on the NSDL website. However, if a member is already registered with NSDL then they can use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the said meeting. The Company has availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in paid up equity capital of the Company as on the cut-off date.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	From 9:00 A.M. IST on Saturday, September 09, 2023
End of remote e-voting	Upto 5:00 P.M. IST on Monday, September 11, 2023

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made available during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding e-voting facility and/ or VC/ OAVM facility, may contact NSDL for technical assistance viz. Mr. Anubhav Saxena at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or email at info@comfortfincap.com or call at Tel. No. 022-68948508/09.

NOTICE is also hereby given that pursuant to section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 06, 2023 till September 12, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
SNEHA MANDELIA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

DATE: AUGUST 21, 2023
PLACE: MUMBAI

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engineer(Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/33
Name of work : **Improvement of street lighting system at Mazar Para, S.A. Farooque Road etc in ward no.138, Br-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,947.03**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
2. NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/34
Name of work : **Improvement of street lighting system at Zhinooksha Lane, Pepsi Gally, Dr. A.K. Road, etc in ward no.138, Br-XV**. Estimated Amount: **Rs. 3,99,753.72**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**.
3. NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/35
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Amin Para, Mullick Para and others in ward no.138, Br-XV**. Estimated Amount: **Rs. 2,50,913.31**. Earnest Money: **Rs. 5,100.00**.
4. NIT No. : KMC/LTG/CM/23-24/19
Name of work : **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Tikia Para, Sikra Goli, Lidhi Para, and its surrounding areas in ward no.135**. Estimated Amount: **Rs. 2,69,319.48**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**.
5. NIT No. : KMC/LTG/CM/23-24/20
Name of work : **Installation of street lighting arrangement at Dewan Bagan, Paul Bagan, Mudially Bazar and other places in ward no.136**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,720.32**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days** (for sl. no. 1 to 5). Last date and time of submission of bid: **05.09.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **OSD & Ex-Officio DG (TP&DD/TNP), KMC** invites e-tender/quotation online expression of interest of lower bidder for following work:
NIT No. : KMC/TNP/111/3/2023-24
Name of work : **Widening and repairing of existing ghat along tolly's nullah near Kamdohari Bridge in ward no-111, Borough-XI under KMC**. Estimated Value: **Rs. 2,29,731.00**. Earnest Money: **Rs. 4,700.00.** Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid(online): **02.09.2023** up to **1 p.m.** Bid submission start date (online): **23.08.2023** at **1 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal (online): **04.09.2023** up to **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.08.2023** at **1 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-I/BR-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/6/23-24
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting arrangement at Galiff Street, Haralal Mitra Street and other places in ward no.-07, under Br-I, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,933.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **40 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/INS/W6/9/23-24
Name of work : **Supply and delivery of different electrical accessories for maintenance of different institutions under Br-I**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,959.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Time of Completion: **12 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/04/23-24
Name of work : **Installation of lighting system at the junction of R.M. Road and K.B. Sarani crossing in ward no.-3 under borough-I, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,627.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **25 Days**.
4. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/17/23-24
Name of work : **Installation of LED letters in signage board along with necessary electrical installation at Dum Dum Road and some other places in ward-02 under Br-I**. Estimated Amount: **Rs. 4,19,625.00**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00.** Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/4/23-24
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting arrangement at Banamali Sarkar Street, Shyambazar Street and other places in ward no.-09, under Br-I, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,951.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **40 Days**.
6. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/04/23-24
Name of work : **Installation of lighting arrangement at Seven Tank Lane in ward no.-2, under Br-I**. Estimated Amount: **Rs. 2,89,744.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **25 Days**.
7. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/04/23-24
Name of work : **Repairing and replacement work of lighting arrangement at Tara Sankar Sarani and other different places in ward no.-05 under Br-I**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,993.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **28 Days**. Last date and time of bid submission: **01.09.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on **22.08.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 7) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Ex. Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II/BR-IV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/58/WD-38/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work : **Installation and renovation of street light system at A.P.C. Road, Raja Rammohan Sarani, Bidhan Sarani and different places in ward no.-38, Br-IV**. Estimate Amount : **Rs. 2,99,769.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **25 Days**.
2. NIT No. : LTG/69/WD-38/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the work : **Annual O&M of street lighting system within ward-38, Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 4,98,835.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **04.09.2023** up to **3 p.m.** (for sl. no. 1) **11.09.2023** up to **3 p.m.** (for sl. no. 2). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023** at **4 p.m.** (for sl. no. 1) and **25.08.2023** at **4 p.m.** (for sl. no. 2) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2)

The **Chief Manager (S.R. & A.C.), KMC** inviting tenders for the following work:
Name of work : **Procurement of 500 pieces ribbons for TVS HD 945 Dot Matrix Printers**. Estimated Cost: **Actual**. Earnest Money: **2% of the total amount of quotation.** Last date and time of submission of sealed quotation : **31.08.2023** at **4 p.m.** Date of opening of sealed quotation: **04.09.2023** at **1 p.m.** Other details of tender can be obtained from **"Poura Tender Barta"** (PTB): Dated **22.08.2023** and KMC website **https://www.kmcgov.in**

611/23-24

কলকাতায় চার রুটেই ট্রাম চালানোর প্রস্তাব পুরসভার

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,২০আগস্টঃ পরিবহণ দফতরকে কলকাতা পুরসভা তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল কলকাতা শহরে কেবলমাত্র চারটি রুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হোক ট্রাম পরিষেবা। শনিবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, কলকাতার ট্রাম আমাদের হেরিটেজ। সেই ঐতিহ্য আমাদের বজায় রাখতে হবে। কিন্তু যে সব জায়গায় ইতিমধ্যে ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানে লাইনগুলো তুলে দেওয়া দরকার। এমনকি, ওভারহেডে থাকা ট্রামের তারগুলিও সরিয়ে. ফেলা দরকার। অনেক জায়গাতে লাইনের উপর পিচের প্রলেপ পড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া শহরে ট্রাম চললে যানজট বেশি হবে, শহরের গতি অনেকটাই কমে যাবে। তাই ট্রাম যাতে কেবল চারটি মাত্র রুটেই চালানো হয় সেই বিষয়ে .আমরা পরিবহণ দফতরকে বলেছি। তিনি আরও বলেন, শহরের বেশ কিছু রাস্তা রয়েছে, যেগুলি অপরিসর। সেখানে ট্রাম লাইনের জন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে মাঝেমধ্যে। তাই আমরা পরামর্শ দিয়ে পরিবহণ দফতরকে বলেছি বাকি লাইনগুলো রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই।সময়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে একে একে উঠে গিয়েছে কলকাতার ঐতিহ্য ট্রামের বেশ কিছু রুট। এখন কেবল মাত্র কলকাতা শহরে তিনটি রুটেই চলছে ঐতিহ্যবাহী এই দূষণহীন যানটি। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে ট্রাম বাঁচানো নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি মাসেই পরিবহণ দফতর তাদের অবস্থানের কথা কলকাতা হাইকোর্টকে জানাবে। তার আগে পরিবহণ দফতর এই সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পুরসভার মতামত জানতে চেয়েছিল। যা ইতিমধ্যে পরিবহণ দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মেয়র।বর্তমানে টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট, এসপ্লানেড থেকে বালিগঞ্জ ও এসপ্লানেড থেকে শ্যামবাজার রুটে ট্রাম চলাচল করছে। আরও একটি রুটে ট্রাম চলাচল পুজোর আগেই শুরু করতে চায় পরিবহণ দফতর। কলকাতার প্রাচীনতম রুট খিদিরপুর ও ধর্মতলার মধ্যে ট্রাম আবারও চালু করা হবে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দফতরের একাংশ।এই সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩০

ইউজিসি খুশি নয়

সম্পাদকীয়

যাদবপুর রিপোর্টে খুশি নয় ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আবার ভালো করে রিপোর্ট দাখিল করতে বলবে বলে মনে হচ্ছে। তারা বলেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে রিপোর্ট দিয়েছে ছাত্র মৃত্য ঘটনায় সেটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের রাজ রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রাক্তন ছাত্ররা এখনও সেখানে দাদাগিরি করে থাকে বলে জানতে পারা গিয়েছে। যাদবপুরের ঘটনা ঘটার ফলে তারা এখন গা ঢাকা দিয়েছে। ছাত্র মৃত্যুর জন্য র‍্যাগিংকে দায়ী করা হয়েছে। র‍্যাগিং নিয়ে এর আগেও বাংলা জুড়ে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন র‍্যাগিং বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে আবার কী করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তা বোঝা গেল না। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে। তারা সেখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে আলোচনা করে এবং ছাত্রদের র‍্যাগিং এর ব্যাপারে সচেতন করে থাকে। ইউজিসিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলা ব্যাপারে নজর দিয়ে থাকে। যদি আইন শৃঙ্খলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কোনও রকম অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে যদি শিক্ষা ব্যবস্থার হাল খারাপ হতে থাকলে তখন ইউজিসি সেই দিকে নজর দিয়ে থাকে। ইউজিসি দেশে বিশ্ববিদ্যালর এবং কলেজগুলি যেন স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বহাল রাখতে পারে। পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ক্লাস নেওয়া পর্যন্ত সব দিকে ইউজিসি প্রয়োজন হলে রিপোর্ট দাবি করতে পারে। কারণ ইউসিজি নীতির ওপরে নির্ভর করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষা সংক্রান্ত সব ব্যাপারে ইউজিসি কড়া নজর দিয়ে থাকে। এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এসে বলেছেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসিকে যে সব রিপোর্ট দিয়েছে তাতে তারা খুশি হয়নি। ইউজিসি থেকে বলা হয়েছে তাদের অনেক গাইড লাইন মানা হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন যে যা ঘটেছে তা কিন্তু খুবই নিন্দার ব্যাপার। রাজ্য সরকার এই নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল ছিল কিনা এবং যদি তা থাকে তাহলে তারা কী করছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসি ক্যামেরা ছিল কিনা তা নিয়ে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছে। আদালতের নির্দেশে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। তারপরে কেন খুলে নেওয়া হল তা কোনও উত্তর দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ বলেছেন যে শাসক দলের ওপরে দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আগে ওরা মণিপুর সামাল দিক। সেখানে তো হিংসার ফলে গৃহহীন থেকে শুরু করে লোক মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে। যাদবপুর নিয়ে এখন রাজ্যে উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে যাদবপুর নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে। পুলিশ যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে সব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে তাদেরকে আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। ওনার কাছে অনুরোধ করা হবে যে ইউজিসির একটি দল যেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এদিকে সংখ্যালঘুদের বৃত্তি নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্যের ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এই নিয়ে সিপিএম দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন তা ঠিক। শুধু যাদবপুর কেন, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী সব বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং করা হয়ে থাকে সেই খবর মাঝে মধ্যে প্রকাশ হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দাদাগিরি এখনও চলে। দাদাগিরি করে সেখানকার বেশ কিছু প্রভাবশালী ছাত্র নেতারা। তাদের সঙ্গে থাকে স্থানীয় মস্তান এবং রাজনৈতিক দাদারা। তারাই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দাদাগিরি করা বন্ধ করতে হবে।

এখনই যুদ্ধ থামাতে হবে

এদিকে আন্তর্জাতিক আদালত থেকে বলা হয়েছে এখনই যুদ্ধ থামিয়ে ফেলতে হবে। দুই দেশকে সতর্ক করে দিয়েছে তারা। জেলেনস্কি বলেছেন, আন্তর্জাতিক আদালতে জিতে গিয়েছিলেন তারা। সেখানে রাশিয়ার হার হয়েছে। তবুও রাশিয়া থামতে চাইছে না। তারা আন্তর্জাতিক আদালতে আদেশকে আগ্রাহ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমেরিকা সহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র। তারা রাশিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাইছে না। আন্তর্জাতিক আদালত থেকে বলা হয়েছে গোলাবর্ষন বন্ধ করতে হবে। নাহলে কিন্তু তাকে অপরাধী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হবে। যুদ্ধাপরাধী দেশ বলে ঘোষণা করা হবে। রাশিয়া আমেরিকার ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে পেপসি কোলাকোলা ব্যবসা করা বন্ধ করলো। গুগুল, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া সরকার। রাশিয়কে একঘরে করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে রাশিয়া এখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি নেটো দরজা আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে নেটো আমাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না। রাশিয়ার হামলা নিয়ে ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু অস্ত্র দিয়ে অর্থ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে নেটোভুক্ত দেশগুলি ইউক্রেনকে সাহায্য করেছে বটে। কিন্তু তারা সেনা না পাঠিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। ভারত থেকে মানবিক সাহয্য এসেছে। আমেরিকা সরকার ইউক্রেনের সাধারণ নাগরিকদের জন্য খাবার পাঠাতে শুরু করেছে। শিশুদের জন্য পথ্য পাঠাতে শুরু করেছে। পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরী সীমান্তে যেসব ইউক্রেনের শরনার্থীরা রয়েছে তাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাচ্ছে ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপ ইউনিয়ন এবং ভারত সরকারও। কিন্তু চিন রাশিয়রা সঙ্গে থাকলে তারা কিন্তু এখন আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাইছে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

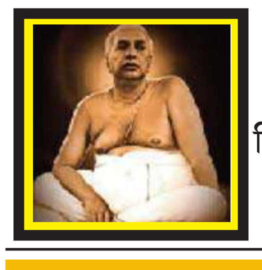

কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী খুবই জাগ্রত। তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তার কোনও আর অভাব থাকবে না। মা কালীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার জন্য খাদ্য পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কপালে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী- সূর্য লোকমান্য তিলক

রবীন্দ্রকুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' কেবল মাত্র শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকা দুইখানি কেবল মাত্র শিক্ষা বিস্তারের দিকে নজর রাখতে শুরু করলো তা নয়, দেশের রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে শুরু করলো। ব্রিটিশ সরকার বিরোধী পত্রিকা হিসাবে প্রচার লাভ করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে শুরু করে এই দুটি পত্রিকা। তার ফলে শিক্ষা সমিতির কাছে এই দুটি পত্রিকা একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিল। স্কুল কলেজ চালাবার জন্য সরকারি সাহায্য খুবই প্রয়োজন। অন্য দিকে 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকা ব্রিটিশ বিরোধী নীতি ত্যাগ করে কেবল মাত্র জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে তা নয়, দেশের মানুষের কাছে তা বিশ্বাসঘাকতার সামিল হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই রকম পরিস্থিতি যখন গড়ে উঠতে থাকলো তখন সিক্ষা সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে শিক্ষা সমিতি। আগেই বালগঙ্গাধর তিলক শিক্ষা সমিতি থেকে সরে এসেছেন মতের অমিল হওয়ার জন্য। সেই সময়ে পত্রিকা দুটি জনপ্রিয় হলেও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল না। তা কে এই কাগজ দুটি চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। তখন তিলক এগিয়ে আসলেন। তিনিই ১৮৯১ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দুটি কাগজের মালিক হলেন। তিনি যখন মালিক হলেন কাগজ দুটির তখন সাত হাজার টাকা দেনা ছিল। তা তাঁর ঘাড়ে এসে উপস্থিত হল।

তিলক কলেজে পড়ানোর জন্য বেশি টাকা মাইনে পেতেন না। তিনি যা পেতেন তাই দিয়েই তাঁর সংসার চলে যেত। কিন্তু স্কুল কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ হওয়ার ফলে তাঁর সেই আয় আর থাকলো না। তিনি আইনটা ভালো করে বুঝতেন এবং সেই আইন পড়ানোর জন্য বুদ্ধি করে তাঁর কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন যে তিনি আইন পড়ানোর জন্য স্কুল খুলেছেন। ছাত্ররা অল্প ব্যয়ে সেখানে আইনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ছাত্ররা দলে দলে এসে তাঁর ক্লাসে ভর্তি হলো। বহু আইনজীবীরাও এসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আইন নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করলো। হিন্দু আইন সম্পর্কে তিলকের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কেলকর এবং হরিনারায়ণ গোখলে তিলকের কাগজের সহকর্মী ছিলেন। আইন শিক্ষা কেন্দ্রে তাঁদেরকে সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এইভাবেই তিলক অর্থ উপার্জন করতে শুরু করলেন। আইনের স্কুল এবং দুটি কাগজের মধ্যে তিলক তাঁরা কাজকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। ওই বছর তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেন না। শিক্ষা বিস্তারের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রবল। তিনি চাইতেন মহারাষ্ট্রে প্রতিটা নাগরিক শিক্ষিত হোক। কিন্তু শিক্ষা সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো না থাকার জন্য তিনি ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন। সেই বছরই মুম্বইতে কংগ্রেসের নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল। তার জন্য তিলক দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে পাঠালেন। ওই অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদানও করেন। ১৮৮৯ সালটা মুম্বইতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বিখ্যাত হয়ে থাকলো। তার কারণ সেই অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে তিনজন নেতা সর্ব প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভূত হলেন। এই তিনজন নেতা হলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেল। পরের বছরই আবার প্রাদেশিক সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হল মুম্বইতে সেখানেও তিলক অন্যতম নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

সেই সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বোম্বাই প্রাদেশিক সভা ব্রিটিশ শাসক বিরোধী অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। আবেদন নিবেদনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস তখন পরিচালিত হতো। তিলক চিন্তা করলেন যে কংগ্রেসের এই আবেদন নিবেদন নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা একেবারে অসম্ভব। এই সব প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ বিরোধী রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব এসে পড়ল তিলকের ওপরে। তবে তিলক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং প্রাদেশিক সভাকে বেশি ইংরেজ বিরোধী হিসাবে ব্যবহার

করেননি। তিনি তাঁর পত্রিকাগুলিকে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিতে পরিণত করছিলেন। চিন দেশে আফিদ্বেসর ব্যবসা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে মদের ব্যবসাকে বেশি করে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। আফিম এবং মদ থেকে বেশি আয় হতো ব্রিটিশ সরকারের। সেই কারণে এই দুটি ব্যবসা প্রসার করার জন্য ইংরেজ সরকার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং পরিকল্পনা রচনা করতে থাকে। ইংরেজ সরকারের আবগারি বিভাগ এই কাজ করতো ব্রিটিশ সরকারের আয়কে বৃদ্ধি করতে। মদ বিক্রি ঢালাও অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। এর ফলে ভারতের ক্ষতি হতে শুরু করে। ভারতের নাগরিকেরা মদ খাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। তাতে ভারতের সর্বনাশ হচ্ছিল। তিলক ইংরেজ সরকারের আবগারি বিভাগের নিন্দা করতে শুরু করলেন। সেই সময়ে সরকার আবার লবণের ওপরে কর বসাতে শুরু করলো। তাতে জনগণের দুর্দশার সীমা ছিল না। তিলক লবণ আইনের সমলোচনা করতে শুরু করলেন। লবণ আইন সম্পর্কিত একটি চিঠি প্রকাশ করে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। এই চিঠিখানি লিখেছিলেন এক সাহেব। তাঁর নাম ছিল রাসডেন। তিনি ইংরেজ ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে চিঠিটি লেখা হয়েছিল। এই চিঠিতে রাসডেন লিখেছেন য়ে লবণ আইন অমান্য করে ভারতবাসীরা যেন নিজেরাই লবণ তৈরি করে। রাসডেনের এই বক্তব্য তিলকের মনঃপূত হয়েছিল। তিনি 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকাতে এই চিঠিটি প্রকাশ করেছিলেন। তার ফলেই তিনি রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হলেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে অর্ধ শতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধি যে লবণ আইন অমান্য করতে শুরু করেছিলেন তা তিলক এবং রাসডেনের তৈরি করা পথকে অনুসরণ করেই। মহাত্মা গান্ধির অহিংসা পথ নেওয়া হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের আদর্শ থেকে। আর ভারতের লবণ আইন অমান্য করে গান্ধিজি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা তিলক অবং রাসডেনের দেওয়া পথ ধরেই। তিলকের সময়ে লবণ আইন অমান্য করতে ভারতবাসীরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ তখন ভারতীয়দের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব তখনও তৈরি হয়নি। সংগ্রামকে হাতিয়ার করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই যে মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে এই ধারনা তখন ভারতবাসীদের মধ্যে তৈরি না হওয়ার ফলে তিলকের লবণ আইন অমান্য করার প্রতিবাদ সংবাদপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেল। পরে গান্ধিজি সেই লবণ আইন অমান্যকে স্বীকৃতি দিয়ে সাবার ভারত জুড়ে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছে। ভারতের তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামী খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে 'লাল-বাল-পাল' নামে পরিচিত এই তিন নেতা।

কংগ্রেস তার অধিবেশনে আবগারি আইন, বন সংক্রান্ত আইন এবং লবণ আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সব নিরীহ প্রস্তাবেব ব্যাপারে সরকার একেবারে উদাসীন ছিল। সরকারের উদাসীনতাই 'লাল-বাল-পাল'কে আরও বেশি করে আন্দোলনেক দিকে ঢেলে দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্যরা বিপ্লবের পথকে পরিহার করতে শুরু করে। তারা বিপ্লবকে গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ ছিল। যার ফলে বাংলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকতো। কংগ্রেস তখন আবেদন নিবেদনের মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলো। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফিরোজ শাহ মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখলেসহ আরও অনেকে। এঁনারাই পরবর্তী কালে কংগ্রেসের 'নরমপন্থী' বলে পরিটিতি লাভ করে। আর তিলক, বিপিনচন্দ্র এঁনারা সবাই 'চরমপন্থী' বলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। কংগ্রেস দলের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদল হল 'নরমপন্থী' এবং অন্য দলটি দলটি হল 'চরমপন্থী'। বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেসের চরমপন্থী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল দেখা দিলে কংগ্রেসী আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। তিলক আবার বাংলার বিপ্লবী অরবিন্দের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিলক ভারতের বিপ্লবের পথটিকে রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শুধু নির্ভীক বিপ্লবী ছিলেন তা নয়, তিনি কংগ্রেসের 'মুষ্ঠিমেয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব' বলে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই অভিযোগ মিথ্যা ছিল না। তিলক কংগ্রেস দলকে সর্বসাধারণের দলে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। তখন কংগ্রেস কেবল মাত্র কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে পরিচালিত হতো। সেখানে কোনও জনপ্রতিনিধি ছিল না। তিলক কংগ্রেসকে জনপ্রতিনিধি দলে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। ভারতবর্ষ হচ্ছে কৃষক আর গ্রামের দেশ। গ্রামের বাসিন্দাদের কংগ্রেস দলের সদস্য করতে হবে। কংগ্রেস দলের মধ্যে কৃষকদের স্থান দিতে হবে। শহরের সভ্য লোকদের নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনা করলে শুধু চলবে না, গ্রামের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের কংগ্রেসী আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তাদেরকে কংগ্রেসের সভা সমিতিতে প্রবেশ করার অধিকার এবং মত দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। তারপর থেকেই কংগ্রেস দলের গ্রাম এবং কৃষকেরা স্থান লাভ করতে শুরু করলো। কংগ্রেসী পতাকায় এক সময়ে গরু-বাছুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কৃষকদের কংগ্রেস দলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শহরের বাবুদের দিয়েই কংগ্রেস দলকে তৈরি করলে চালবে না গ্রামের জনগণকে কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাবকে প্রসারিত করতে হবে এই ভাবনা গ্রহণ করে ছিলেন তিলক। এইভাবে তিলক কংগ্রেস দলের মধ্যে গণ-আন্দোলনের বীজকে রোপন করলেন। দেশের শিক্ষা বিস্তার, সাংবাদিকতা এবং রাজনৈতিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিনি কিন্তু নানা বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করতেন। মাতৃভূমিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করতে থাকেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে তিনি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করলেন। (ক্রমশঃ)

পাকিস্তান চায়-'ভারত চায়না যুদ্ধ'

পাকিস্তান চাইছে ভারত চিন যুদ্ধ হোক। আর বালুচিস্তানটা রক্ষা পাক। বালুচিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার যে জন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছে তাকে দমন করতে চিন ভারত যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে সেটা আর হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। সেখানে পাকিস্তান সেনারা অমানবিক অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সেখানকার সংগ্রামী নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা ভারতের কাছে সাহায্য চাওয়ার আবেদন করেছে। এটা যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার সেই কারণে ভারত বালুচ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। ভারত এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরটাকে পুনরায় দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর যদি ভারত দখল করে নেয় তাহলে পাকিস্তানের কোনও বৈদেশিক নীতি থাকবে না। আন্তর্জাতিক কূটনীতি থাকবে না। ভারত বিরোধী বিদেশি নীতি থাকবে না পাকিস্তানের। ভারত বিরোধী নীতি গ্রহণ করে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান পৃথিবীর মানচিত্রে টিঁকে গিয়েছে। আগামি দিনে সেটা আর সম্ভব হবে না বলেই এখন অতি কৌশলে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান চিনকে ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আরব সাগর ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে চিন সাগরে ভারতের বা আমেরিকার কোনও যুদ্ধ জাহাজ দেখলেই চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। সাগর কারোর একার নয়। সাগর হচ্ছে আন্তর্জাতিক পথ। এই পথ সবাই ব্যবহার করতে পারে। চিন সেটা মেনে চলতে চায় না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন সাগর তাদের এলাকা। এখানে চিন সেনা ছাড়া আর কারোর প্রবেশাধিকার নেই। ফলে চিন সাগর নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন যে এখন আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এসে দাঁড়ানো আর চলবে না। এখন সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। অপরকে সম্মান দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে হবে। লাদাখে চিন সেনারা ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক হাতাহাতি করছে চিন সেনারা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন সেনাদের হাত থেকে পাহাড়ের চূড়ো অধিকার করে নিয়েছে ভারত। যার ফলেই ক্ষিপ্ত চিনা সেনারা। তারা যে কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে এখন বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। চিনের কৌশল হচ্ছে ভারতের কিছু জমি দখল করে নেওয়া। যে পাহাড়ের চূড়ো অধিকার করে চিন সেনারা বেশ কয়েকটি ধরে ভারতীয় সেনাদের ওপরে নজরদারি চালাছিল সেটা পুনরায় ভারতীয় সেনারা অধিকার করে নেওয়ার ক্ষিপ্ত পিপলস লিবারেশন আর্মি। তাদের মুখপাত্র 'গ্লোবাল টাইমস' এর মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে চিনা সেনারা যুদ্ধের হুমকি দেখিয়েছে। চিনের লাদাখ নীতি গ্রহণ করার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ভারত ভয়ে পিছিয়ে আসতে পারে এবং যে অর্থনৈতিক অবরোধ করার যে কথা ভাবছে ভারত তার থেকে বিরত হতে পারে। কিন্তু ভারত চুপ করে বসে নেই। লাদাখ সীমান্ত থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে সেনা ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার করা। যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপ জয় করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। ইউরোপের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের চিন আর্থিক কড়িডর তৈরি করেছে। সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে সেই অংশটি পাকিস্তান জোর করে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনা পাঠিয়ে।

বুদ্ধ ও নারী আন্দোলন

হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী
(পূর্ব প্রকাশের পর)

এই পাঁচশো তরুণের পাঁচশো স্ত্রীদের নিয়ে গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে ভিক্ষুণী হবার অনুমতি চান। কিন্তু বুদ্ধ গৌতমীর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বৈশালী চলে যান। গৌতমীও নিস্তর হবার পাত্রী নন। তিনিও পাঁচশো তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে বৈশালীতে বুদ্ধের অনুগমন করেন। অবশেষে বুদ্ধ রাজী হন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা মেনে নিলেও, মনে হয় বুদ্ধ তৎকালীন এক দৃঢ়মূল সামাজিক সংস্কারকে তখনি আক্রমণ করতে চাননি। তিনি জানতেন বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী অধিকার স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের স্বীকৃতি পাবে। এই ঘটনা থেকে আমার জানতে পারি নারীর সামাজিক অধিকারের জন্য যিনি বুদ্ধের সঙ্গে নানা সামাজিক অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব নারীকেই দিতে হবে। এটি নিঃসন্দেহে নারী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য দিক।

বুদ্ধমতের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য স্বীকার না করা। সেসময় কন্যাসন্তান মাতাপিতার বিশেষ দুঃখের কারণ ছিল। কৌশলরাজ প্রসেনজিৎ ও রানী মল্লিকা কন্যার জন্মের জন্য বুদ্ধের কাছে দুঃখ প্রকাশ করাতে বুদ্ধ তাদের বলেছিলেন কন্যা পুত্রের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। বুদ্ধমতে পুত্র ও কন্যার মধ্যে ভেদ স্বীকৃত না হওয়াতে সমাজে কন্যা র সমান আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যমতে যাগযজ্ঞ ও পুজাবিধিতে নারীর স্থান ছিল পুরুষের পরে। আর বিধবা ও বন্ধ্যা নারীদের এই সব অনুষ্ঠানে কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধমতে ধর্মসাধনায় পুরুষদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়নি। বুদ্ধ তাঁর বহু উপদেশে বারবার বলেছেন নারীরাও ধর্মসাধনায় উচ্চতম ফল লাভের যোগ্য। সঙ্ঘজীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কৌলিন্য স্বীকৃত না হওয়াতে নারীরা শুধু আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হননি, অনেক অত্যাচারিত বিধবা ও বন্ধ্যা নারী সঙ্ঘজীবনে মুক্ত পেয়েছিল। নারীজাতির প্রতি বুদ্ধের শ্রদ্ধার পরিচয় তাঁর বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। যদিও জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি বুদ্ধের মুখে স্থাপন করা হয়েছে, উক্তিগুলি নারীদের প্রতি তৎকালীন সমাজমনের প্রতিফলন বলে আমাদের ধরে নিতে হবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা বুদ্ধের এক অনবদ্য কীর্তি। তাঁর জীবিতকালেই বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিল ভিক্ষুণী সঙ্ঘ। এই ভিক্ষুণীরা জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় ভিক্ষুদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা থের ও থেরী নামে অভিহিত হতেন। সংস্কৃত স্থবির শব্দের পালি প্রতিরূপ থের স্ত্রীলিঙ্গে থেরী। স্থবির বলতে আমরা জরাজীর্ণ বৃদ্ধকেই বুঝি। কিন্তু থের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু। যেরূপ থেরী হচ্ছে পরমজ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষুণী। 'থেরীগাথা' নামে অপূর্ব কাব্যগ্রন্থটি ভিক্ষুণীদের বুদ্ধ প্রণাম। বুদ্ধমতের সর্বজনীনতার কথা প্রচার করতে গিয়ে এই ভিক্ষুণীরা জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলিতে বুদ্ধযুগে সমাজে নারীদের স্থান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। থেরীগাথা প্রথম বাঙলায় অনুবাদ করেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)। এতে ৭৭ জন থেরীর নাম আছে। এই সব থেরীদের পূর্বজীবন অনুসন্ধানে জানা যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৫ জন) নারীই এসেছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণ থেকে। ২৩ জন এসেছিলেন রাজপরিবার, ১৩ জন বণিক পরিবার এবং ৭ জন ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় সব শ্রেণীর ভারতীয় নারীরা যে যুগের সামাজিক গ্লানি থেকে মুক্তির সম্মানজনক পথ পেয়েছিলেন বুদ্ধের উদার মতবাদে। আম্রপালি, বিমলা, অনোপমা, শুভা, বিজয়া, পটাচারা, ছন্দা, সোনা নামে থেরীদের উজ্জ্বল জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে থেরীগাথায়। বুদ্ধের মানতাবাদ প্রচারে এবং নারীজাতির উন্নতিতে ভিক্ষুণীদের অবদান অতুলনীয়। এঁরা ভিক্ষার্থে জনসাধারণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদার বুদ্ধমত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রচার করতেন। বুদ্ধবচনের আলোকে এই ভিক্ষুণীরা উপলব্ধি করেছিলেন সবরকম অধিকার রক্ষা হয় বিদ্যার অধিকারের দ্বারা। বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানত সঙ্ঘকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছিল। সঙ্ঘের বাইরে আমজনতাও সঙ্ঘের শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছিলেন।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার ডালান্ডা হাউস

কলকাতার ডালাণ্ডা হাউস বললে কেউই চিনতে পারবে না। তার কারণ এই হাউসের নামের সঙ্গে কারোর বর্তমানে পরিচিতি নেই। ১৯১৪ সালে ঘটনা। তখন কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার ছিলেন ফ্রেডরিক হ্যালিডে। তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল কলকাতা পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলার বিপ্লবীদের গুপ্ত আন্দোলন। সশস্ত্র সংগ্রাম। বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসকদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। কলকাতা পুলিশে এসে উপস্থিত হয়েছেন চার্লস টেগার্ট। তিনি কলকাতা পুলিশে ১৯০৬ সাল থেকেই রয়েছেন। তিনি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর খুলেছিলেন। গোয়েন্দা চার্লস টেগার্ট প্রস্তাব দিলেন শুধু পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, বিপ্লবীদের ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এই ডালান্ডা হাউসে। সেই সময়ে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবীদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করা হতো। বিপ্লবীদের ওপরে এই নারকীয়

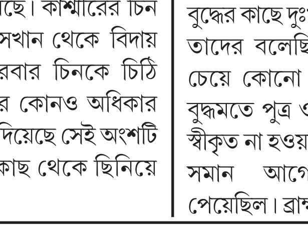

অত্যাচার কতদিন ধরে চলতো তা জানা যায়নি। তবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে ইংরেজ শাসকেরা নিশ্চয় জামাই আদর করতো না। ১৯২০ সালে এর অবসান ঘটে। তার কারণ তিনজন বিপ্লবী পালিয়ে দিয়ে ডালান্ডা হাউসের অত্যাচারের খবর ফাঁস করে দিয়েছিল সংবাদপত্রের কাছে। এই তিন বিপ্লবীরা ছিলেন নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রবোধ কুমার বিশ্বাস এবং প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১৯১৬-১৭ সালে ইঁনারা পালিয়ে গিয়ে গোপন তথ্য সব ফাঁস করে দেন। তার ফলে ইরেজ শাসকেরা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। জনমতের তীব্র চাপ আসতে শুরু করে। ১৯২০ সালে শুধুমাত্র পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের সহায়তায় একটিকে সংরত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১ সালে কলকাতা পুলিশ এই ঐতিহ্য ভবনটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পুরস্কৃত হয়। এখানে এখন প্রবেশ করতে গেলে পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন। তার কারণ এটি এখন কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুল নামে পরিচিত হতে শুরু করে দিয়েছে সবার কাছে। এখানে বিপ্লবীদের ধরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন পুলিশ গোয়েন্দা প্রধান চার্লস টেগার্ট এবং তাঁর সঙ্গী আর একজন পুলিশ কর্তা ডেনহ্যাম। এই দুই পুলিশ কর্তা লালবাজারের সুনাম বিলাতের দ্বারে পর্যন্ত পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। (তথ্য সূত্র ঃ কলকাতা পুলিশ)

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রতিবাদ

অনশনে বিশ্বভারতীর চার ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ আগস্ট ঃ স্নাতকোত্তর স্তরের চার ছাত্রী মুখে কাপড় বেঁধে প্রতিবাদের উপাসনা গৃহ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রতিবাদে সামিল। বিশ্বভারতীতে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের তাঁরা শিকার, বলে তাঁদের দাবি। আরও অনেকেই আছেন। যাঁরাও আস্তে আস্তে মুখ খুলবেন বলে জানা গেছে। যাদবপুর কাণ্ডের পর বিশ্বভারতীতে একের পর এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে চলেছে। প্রতিবাদীদের মধ্যে দুই জন ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং একজন প্রভৃতি ছিলেন। কিন্তু কোনক্ষেত্রেই বিশ্বভারতী নৃত্যের বিভাগীয় প্রধান অর্ণব ঘোষ বিভিন্ন অজুহাতে সুপারভাইজার হিসেবে ছাত্রীদের প্রতি কুদৃষ্টি এবং কুইঙ্গিত দিতেন, বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিনের এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রতিবাদের নৃত্য বিভাগের চার ছাত্রী উপাসনা গৃহ থেকে দূরে সুবর্ণরেখা মোড়ের উল্টো দিকে হাতে পোস্টার নিয়ে একদিনের অনশনে বসেন। এই চারজন অনশনকারীদের মধ্যে কয়েকজনের একাডেমিক কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছেন অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান তথা বর্তমান এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অর্ণব ঘোষ। অভিযোগকারিনী ছাত্রীরা উপাচার্য, আইসিসি (অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটি), বিভিন্ন দফতরে জানিয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, আচার্য, পরিদর্শক এবং ওবিসি কমিশনকে জানান নি। তবে শীঘ্রই এই সমস্ত জায়গাই তাঁরা অভিযোগ জানাতে চলেছেন। পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আগত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানান, তাঁকে হুমকি দিয়ে প্রথম সেমেস্টারে ফেল করিয়ে দেন অর্ণববাবু। তার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত হন তিনি। পরে আইসিসিতে অভিযোগ করার পর রিভিউ করেন তিনি। তিন নম্বর বাড়িয়ে তাঁকে ওই পেপারে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়। যদিও বাকি পেপারে তিনি ভালো নাম্বার পান। বিশ্বভারতী থেকে ষোলো সালে মাস্টার্স করার পর পিএইচডির এক ছাত্রী বলেন, আমি একটি কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। আমাকে কাজ ছাড়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। রিসার্চ পেপারে সই না করা শুরু করেন। উনার চারিত্রিক দোষ ছিল। দৃষ্টি খুব খারাপ ছিল। সুযোগ দিলে সুযোগ পাওয়া যাবে, এমন কথা বলতেন। উপাচার্য, কর্মসচিব, আইসিসিকে জানিয়েও কোন উত্তর পাই নি। আরেক পিএইচডি ছাত্রী জানান, ২০ আগস্ট পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। দুই বছর আগে কাজ শেষ হলেও, ফাইনাল সাবমিশন আটকে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অর্ণব ঘোষ কোন্নগর থেকে যাতায়াত করেন। চলতি বছরের কারো কারো এপ্রিল ও আগস্টে আইসিসি হিয়ারিং হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। শুরু থেকেই যৌন আবেদন করতেন তিনি। আমরা এড়িয়ে গেছি। এমনকি সরাসরি কুপ্রস্তাব দেন। এখানে সবাই সবটা জানেন। কিন্তু সবাই চুপ মেরে থাকে। অনশনে কিছু না হলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। একুশ সালের মার্চে সপ্রমাণ জমা দিয়েছি। আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হলো না। বর্তমানের বাসিন্দা আরেক আন্দোলনকারী বলেন, ২০১৫ সালে ইউজিসি ফেলোশিপ নিয়ে বিশ্বভারতীতে পিএইচডিতে ভর্তি হই। তার আগে আই সি এম আর থেকে মাস্টার্সে ভর্তি হন। আর্থিকভাবে দুঃস্থ হওয়াই বরাবরই স্কলারশিপে পড়াশোনা করি। আইসিএমআরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করি। অর্ণব ঘোষ সিনিয়র রিসার্চ স্কলারশিপ না দেওয়ায় রাজ্যের আইসিএমআরের প্রজেক্টে যুক্ত হই। কারণ ওই অর্থে আমি পিএইচডি শেষ করতে চেয়েছিলাম। অনুমতি নিয়েই সেই প্রজেক্টে যোগদান করি। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে শুক্রবার বিশ্বভারতীতে আসতাম। রবিবার আবার উড়িষ্যা যেতাম। অর্ণব ঘোষ পড়াতেন না। তখন আমাকে সাড়ে পাঁচটার সময় ডিপার্টমেন্ট ছুটি হওয়ার পর চিনাভবনের পিছনে অন্ধকারে ওই রকম জায়গাই ডাকতেন। আমি যাই নি। খুবই অমানবিক মানুষ হিসেবে অর্ণব ঘোষকে দেখতে পাই যখন উনি আমাকে ম্যাটারনিটি লিভ দেন নি। সেই অবস্থায় চিন্তায় আমার প্রেসার ফল করে। এক কঠিন পরিস্থিতির শিকার হই।

কর্মীসভায় তৃণমূল ব্লক সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ও হাতাহাতি মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ আগস্ট ঃ একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে শাসক দলের। সমগ্র ব্লকেই কার্যত পর্যুদঃস্থ হয়েছে তৃণমূল। এবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শেষ হতেই ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল কর্মীরা। প্রথমে কর্মী সভায় ব্লক সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ। প্রায় হাতাহাতির পরিস্থিতি। ভাইরাল সেই ভিডিও। তারপরেই প্রকাশ্য রাস্তায় ব্লক সভাপতিকে সরানোর দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের টিকিট দিয়েছেন ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতি। যোগ্য ব্যক্তিরা ভোটের সময় দলে জায়গা পায়নি। যার ফল ভুগতে হয়েছে দলকে। হাত ছাড়া হয়েছে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রসঙ্গত মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই হেরেছে তৃণমূল। জেলাজুড়ে ভালো ফলাফলের পরেও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের এই ফলাফল চিন্তায় ফেলেছে জেলা নেতৃত্বকে। তার মধ্যে এবার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মীরা হরিশ্চন্দ্রপুর ১বি ব্লক সভাপতি মানিক দাস এবং অঞ্চল সভাপতি মিন্টু দাসকে সরানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন। বিক্ষোভ থেকে স্লোগান উঠলো মানিক হাটাও তৃণমূল বাঁচাও। যে বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক অস্বস্তিতে শাসক দল। প্রসঙ্গত, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লককে সাংগঠনিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছিল তৃণমূল। যার মধ্যে চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত চারটি অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক। যেখানে দায়িত্ব ছিলেন মানিক দাস। কিন্তু এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে রশিদাবাদ ছাড়া ৩ টি অঞ্চলেই পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। আর তারপরেই ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কর্মীদের এই বিক্ষোভ। ভরা রাস্তায় প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। অপরদিকে ব্লক সভাপতি মানিক দাসকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেন নি। গোটা ঘটনাতে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিরোধীরা। তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। বিক্ষোভকারী তৃণমূল ছাত্র সহ-সভাপতি সোহেল আক্তার বলেন, তৃণমূলের খারাপ ফলাফলের একমাত্র কারণ ব্লক সভাপতি। উনি কোন নিয়ম না মেনে টাকার বিনিময়ে টিকিট দিয়েছেন। অযোগ্যদের জায়গা দিয়েছেন। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মীর রেজা আলীর অভিযোগ, চারটি অঞ্চলে খারাপ ফলাফলের জন্য দাযী. মানিক দাস। মোটা অংকের বিনিময়ে উনি টিকিট বন্টন করেছিলেন। একদম অযোগ্য ব্লক সভাপতি। দলকে বাঁচাতে গেলে উনাকে সরাতে হবে। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রণব দাসের কটাক্ষ, তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক শব্দ। যারা কাটমানির ভাগ পায় না তারা বিক্ষোভ করে। এইভাবে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে দলটা একদিন শেষ হয়ে যাবে। শেষের শুরু হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত ভোটের আগেও মানিক দাস কে নিয়ে বারবার ক্ষোভ দেখা গেছে দলীয় কর্মীদের মধ্যে। সামনে এসেছে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। ফাটল ধরেছে তৃণমূলের অন্দরে। যদিও কোন পদক্ষেপ নেয়নি শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার ভোটেও ভরাডুবি। এবার কি পদ থেকে সরানো হবে মানিক দাস কে? সেই নিয়েই গুঞ্জন রাজনৈতিক মহলে।

২ ছাত্র গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ আগস্ট ঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে শীতলকুচি কলেজ চত্বর। মারধর ঘটনায় মাথা ফাটল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সদস্যের। এমনকি মারধরের এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর রয়েছে। সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোচবিহার জেলা সভাপতি অনির্বাণ সরকার শীতলকুচি কলেজে গেলে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা তাকে গো ব্যাক, চোর স্লোগান দেয়। এরপরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা থেকে মারধর শুরু হয় বলে জানা গেছে।

কর্মচারী বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ আগস্ট ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের প্রধান গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলো উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। সোমবার দুপুর থেকে শুরু হয় তাদের বিক্ষোভ। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে। এর আগেও একাধিকবার তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল কিন্তু তাতেও তারা বেতন পায়নি। যার ফলে এদিন ফের তারা বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের অভিযোগ গতকাল রাতে অজান্তে কিছুজনকে কিছু অর্থ বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে কারোর কিছু জানা নেই। আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তারা দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

স্বামী-স্ত্রীর আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২১ আগস্ট ঃ বাড়িতে রয়েছে দুই নাবালক সন্তান। আর সেই ঘর থেকেই উদ্ধার হল স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার রবিদাসপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত দম্পতির নাম প্রশান্ত ভুঁইয়া (৪৫) ও চন্দনা ভুঁইয়া(৩৫)। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। ছেলের বয়স ৮ বছর ও মেয়ের বয়স ১২ বছর। পেশায় কৃষক। ফুল বিক্রিও করতেন। ভাই সুশান্ত ভিন রাজ্যে ফুলের ব্যবসা করেন। কিছুদিন আগেই ভাইয়ের কাছে গিয়েছেন মা। ফলে বাড়িতে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে থাকতেন দম্পতি। সোমবার সকালে তাঁদের মেয়ে কৃষ্ণা হঠাৎ দেখতে পায় বাবা-মা গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। তখনই কাঁদতে শুরু করে সে। প্রতিবেশীদের খবর দেয়। প্রতিবেশীরা দেখে খবর দেয় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। তবে কী কারণে দম্পতি এমন কাজ করলো তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-ডিআরএম_কেজি_২০২৩, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কো)/খড়্গপুর-৭২১৩০১, দপূ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়্গপুরে ডিআরএম মিটিং কনফারেন্স রুমে টেলিকম সুবিধা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১২,০২,৫১৮.০৮ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৩ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৩-এ বেলা ১২.৩০টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতা টেন্ডারের পুরো বিবরণ, শর্তাবলী, স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবে কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডারদের নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-529)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ এমসি-ওবিএইচএস-এলটি-টি-২৩, তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচডি/আর টি/এস), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে [illegible] ডিপোতে রক্ষণাবেক্ষণাধীন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি কোচে অন বোর্ড হাউজকিপিং সার্ভিসেস এবং লিনেন বিতরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৪,৩৮,৫৬,৪৫৫.১৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা করতে হবেঃ** ১৮,৬৯,৩০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমা করার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণঃ** www.ireps.gov.in, **বিড বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। HWH-216/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-06/ 2023-24

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **24/08/2023** & Time **up to 05.00 PM.** Tender paper issue Date **25/08/2023** & Time : **from 02:30PM to 3.00PM.** Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http:// www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

CITATION
In The Court of Civiil Judge (Senior Division), Dakshin Dinajpur at Balurghat
Misc Case No- 05/2022 (Succession)

1. Dulku Hemram, aged about 60 years, W/O-Lt. Sunil Baskey, 2.Laxmi Hasda, aged about 34 years, W/O-Lt. Seven Baskey, 3. Minor Jayeta Baskey, aged about 13 years, D/O-Lt. Seven Baskey, Represented by her mother namely Laxmi Hasda i.e. your petitioner No-2, all of Vill- Barsha Para, P.O & P.S-Patiram, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733133, Mobile No-9883942669.

..........**Petitioners**

WHEREAS the above named petitioners have made a petition for granting succession certificate in respect of the following schedule of money left by deceased Seven Baskey, S/O-Lt. Sunil Baskey, of Vill- Barsha Para, P.O & P.S-Patiram, Dist-Dakshin Dinajpur, in favour of them.

Therefore, if anybody will have any objection against the said petition, he/she is directed to appear before this Ld. Court in person or by advocate or by duly authorized person on the 11th day of October 2023, at 10.00 A.M for filling written objection along with supported documents against the said petition, if any, failing which the said petition will be heard according to law.

Schedule of Property

1. One LICI Policy vide No-455443685 amounting of Rs. 3,07,000.00/- (approximate) lying with LICI Balurghat Branch, P.O & P.S- Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, 733101 in the name of deceased Seven Baskey.
2. Service Benefits: Gratuity amounting Rs. 3,67,092.00/-, Leave Encashment amounting Rs. 2,64,274.00/-, General Provident Fund amounting Rs. 2,07,554.00/- and Medical Benevolent Fund amounting Rs. 7700.00/- lying with Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, P.O-Pundibari, Dist-Coochbehar, West Bengal, 736165 in the name of deceased Seven Baskey.

Given under my hand and seal of the court of this 11th day of August 2023.

By Order
Sujit Dhar Ray
Sherestadar
Civil Judge (Sr. Divn Balurghat Dakshin Dinajpur)
11-08-2023

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন গ্লোবাল ই-টেন্ডার

নং.সিএএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২। তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০২৩। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিংকের অধীনে পাওয়া যাবে। এই ই-টেন্ডারগুলির জন্য দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে www.ireps.gov.in→login→ E-Tenders stores/supply এই লিংক অনুসরণ করে দাখিল করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা বা আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সরবরাহকারীগণ নিম্নলিখিত অধিকারিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন: ডেপুটি সিপিএমএম/সিএলডব্লু/এইচকিউ/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৩৩১ অথবা [illegible] ০৩৪১-২৫২৫৩৩১। [illegible]

PR1/129 [illegible]

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

পাবলিক নোটিস এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে আমরা, মে. আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লি., যাদের সেবি রেজিস্ট্রেশান নং. আইএনজেড০০০১৮৩৬৩১ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া লি., এবং বিএসই লি. সদস্য, কর্পোরেট অফিস রয়েছে শ্রী সাওন নলেজ পার্ক, প্লট নং. ডি-৫০৭, টি.টি.সি. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এমআইডিসি, ট্রুভে, নভি মুম্বই-৪০০৭০৫, উল্লেখিত অনুমোদিত ব্যক্তিকে (এপি) বরখাস্ত / ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি শুরু করেছি ঃ-

এপি নাম	ট্রেড নাম	ঠিকানা	সেবি রেজি নং ও তারিখ
হেলেন খাতুন	হেলেন খাতুন	শান্তিপাড়া পঞ্চগ্রাম শান্তিপাড়া, মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত ৭৪২১৮	এনএসই-এপি০৩৪৬০৮১০৮১ তারিখ-১৬-মার্চ-২০২১ বিএসই-এপি০১০১০৩০১১১৯৭০৪ এমসিএক্স-১৪৮৬৯৫ তারিখ-০৯নভে-২০২১

যে বিনিয়োগকারীরা উপরোক্ত এপির সাথে লেনদেন করেছেন তাদের লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে। দয়াকরে লক্ষ্য করবেন এপি এক্সচেঞ্জ চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন। কোনরূপ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার ইমেল আইডি-iseccompliance@icicisecurities.com/ ifhelpdesk@icicisecurities.com।

আদেশানুসারে **আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড**
বিজয় ছন্দোক

পাবলিক নোটিস এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে আমরা, মে. আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লি., যাদের সেবি রেজিস্ট্রেশান নং. আইএনজেড০০০১৮৩৬৩১ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া লি., এবং বিএসই লি. সদস্য, কর্পোরেট অফিস রয়েছে শ্রী সাওন নলেজ পার্ক, প্লট নং. ডি-৫০৭, টি.টি.সি. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এমআইডিসি, ট্রুভে, নভি মুম্বই-৪০০৭০৫, উল্লেখিত অনুমোদিত ব্যক্তিকে (এপি) বরখাস্ত / ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি শুরু করেছি ঃ-

এপি নাম	ট্রেড নাম	ঠিকানা	সেবি রেজি নং ও তারিখ
সত্যনারায়ণ জয়সোয়াল	সত্যনারায়ণ জয়সোয়াল	ফ্ল্যাট নং. ৪বি, সিদ্ধি বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, বিবেকানন্দ কলোনি, পানিহাটি ধানকল মোড়, পানিহাটি (এম), উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১১৪	এনএসই-এপি০৩৪৬০৮০৩৪১ তারিখ-৫ জানু-২০২১ বিএসই-এপি০১০১০৩০১১১৭৩৫৩ তারিখ-০৫-জানু-২০২১

যে বিনিয়োগকারীরা উপরোক্ত এপির সাথে লেনদেন করেছেন তাদের লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে। দয়াকরে লক্ষ্য করবেন এপি এক্সচেঞ্জ চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন। কোনরূপ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার ইমেল আইডি-iseccompliance@icicisecurities.com/ ifhelpdesk@icicisecurities.com।

আদেশানুসারে **আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড**
বিজয় ছন্দোক

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 2 nos e-tenders for "Construction of CC. Path, Drain & Culvert at Ward No. 1 & 18". vide **e NIT No. COOCH BEHAR/PWD/ 54 / 2023-24 & COOCH BEHAR/PWD/ 55 / 2023-24 Dt. 21-08-23.** eTender submission end date -**29/08/2023.** Details information will be available from the website – (i) **http://wbtenders.gov.in** (ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/ CP/e-NIT-79 to 82/2023-24**, Bid submission closing date (online)-**01/09/2023 instead of 18/08/2023** and Bid submission opening date (online)-**04/09/2023 instead of 21/08/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT/NIQ No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
114/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Supply of Straw (Thatch) at Jodhpur Park Nursery & Southern Avenue Nursery.	22.08.2023	30.08.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 741/EO/JLD-II, Dated: 17/08/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-7(e)/EO/JLD-II/2023-24 dt. 17.08.2023,** for 10 nos. scheme **(Tender ID 2023_ZPHD_557839_1 to 2023_ZPHD_557839_10)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **01.09.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L26109WB1946PLC03294

রেজি অফিস ঃ ২ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, ভারত। টেলি ঃ (৯১)(৩৩) ২২৫৪-৩১০০
ফ্যাক্স ঃ (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১৩০ । ই-মেল ঃ cosec@hngil.com । ওয়েবসাইট ঃ www.hngil.com

৭৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যাবলী

এতদ্বারা সদস্যদের জ্ঞাত করানো যায় যে ৭৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) আলাচ্য বানিজ্যসূচী, স্থির করা রয়েছে এজিএম নোটিসে। কোম্পানি প্রদান করেছে এজিএম নোটিস শনিবার ১৯ আগস্ট, ২০২৩, ইলেকট্রনিক মোডে সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোসিটারিতে অনুসারী হিসাবে সার্কুলার যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক তারিখ ৫মে, ২০২০ সঙ্গে পড়তে হবে সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে, ২০২০।

আরও, অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ)।

অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময় এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ সদস্যদের প্রদান করা ভোটদানের সুবিধা সমস্ত আলোচ্য বিষয়ে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে।

সেই সকল সদস্য যাদের নাম রেকর্ড রয়েছে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা পরিচালিত হয় ডিপোসিটারি দ্বারা কাট-অফ তারিখে মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিবেচিত হবেন ভোট প্রদানে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থায় বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ে। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের পাঠানো এজিএম নোটিস বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে শনিবার ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা আইএসটি) এবং শেষ হবে সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় আইএসটি)। এই মেয়াদে, সদস্যরা নিজেদের ভোট দিতে পারবেন বৈদ্যুতিনভাবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল তারপর বন্ধ করে দেবে এনএসডিএল। সেই সকল সদস্য, যারা উপস্থিত থাকবেন এজিএমে, ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে এবং ভোট দেননি আলোচ্য বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং অন্য কোন মাধ্যমেও নয়, তারা এজিএমে ই-ভোটিংয়ের জন্য বিবেচিত হবেন।

যে সকল সদস্য এজিএমের পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তারা যোগ দিতে/ অংশ নিতে পারবেন এজিএমে ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে কিন্তু পুণরায় ভোটদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

কোন ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছে কোম্পানির নোটিস পাঠানোর পর যা পাঠানো হয়েছে বৈদ্যুতিন উপায়ে কোম্পানি দ্বারা, এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে, তারা লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান-evoting@nsdl.co.in, যদিও, তিনি ইতিমধ্যে রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএল-এর সাথে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে তিনি ব্যবহার করতে পারেন নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিজের ভোটদানের জন্য।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, দয়াকরে দেখুন এজিএম নোটিস। যদি কোন প্রশ্ন/ সহায়তা প্রয়োজন হয়, সদস্যরা যোগাযোগ করতে এনএসডিএল হেল্পলাইনে ই-মেল পাঠিয়ে ঃ-evoting@nsdl.co.in বা করল করুন ৯১ ০২২ ২৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০।

ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে দুটি কাজের দিন পর এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দিন থেকে। ঘোষিত ফলাফল সঙ্গে পরীক্ষকদের রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-(www.hngil.com) এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com)। এই ফলাফল প্রদান করা হবে কোম্পানির তরফে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই), যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.hngil.com), এনএসডিএল (www.evoting.nsdl.com), বিএসই(www.bseindia.com), এনএসই(www.nseindia.com) এবং সিএসই(www.cse-india.com)।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পক্ষে
স্বা /-
(পৃথা বোস)
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৩

ইন্ডাসল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IndusInd Bank

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২৪০১, জেন. থিমাইয়া রোড, (ক্যান্টনমেন্ট), পুণে-৪১১০০১
শাখা অফিস ঃ সঙ্গম কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অফ. মির্জা ইসমাইল রোড, জয়পুর-৩০২০০৬

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(ধারা ৮(২) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ অনুসারে)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **ইন্ডাসল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড** অধীন নিরাপত্তাকরণ, পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন সেকশান ১৩(১২) সঙ্গে পঠিত ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২, জারী করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি নিম্নেবর্নিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের প্রতি, পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক / সহ-গ্রাহকগন ব্যর্থ হয়েছেন বকেয়া রাশি পরিশোধ করতে, বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নে বর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন সেকশান ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পঠিত ধারা ৮ উল্লেখিত ধারায় নিম্নে উল্লেখিত তারিখে।

গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে এবং কোনরূপ লেনদেন হলে তার ওপর দাবী করতে **ইন্ডাসল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।**

গ্রাহকদের নাম এবং ঠিকানা ও দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ ও অধিগ্রহণের তারিখ	অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তিতে দাবী অর্থরাশি (টাকা)
১. রাহুল কুমার মল্লিক, ২. চন্দনা মল্লিক উভয় ঠিকানা হল ১/১, টি.এন. বিশ্বাস রোড, কামারহাটি (এম), উত্তর ২৪ পরগণা, আলমবাজার, কলকাতা, অভিযান ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৫। **ডিমান্ড নোটিস তারিখ ঃ ২৫ আগস্ট, ২০২২ লোন নং. RHaHkOL000071815 (PR00764895)**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী যা হল ফ্ল্যাট নং. ৩সি, ৩য় ফ্লোর, উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম দিক, পরিমাপ ৬১৪ ব.ফু., সুপার বিল্ট এলাকা যে জমির নির্মান হয়েছে তার পরিমাপ ৩ কাঠা ৭ ছটাক, অবস্থিত রয়েছে কামারহাটি, জেএল নং. ১, আর.এস. নং. ১২, তৌজি নং. ১৭৩, যার আরএস দাগ নং. ৫০৫৯, ৫০৫৯ / ৭০৩১, অধীন আর.এস. খতিয়ান নং. ২৯৭৭ যার একত্রিত পারমিসিস নং. ২২, রাজকুমার চ্যাটার্জি স্ট্রিট, যার একত্রিত হোল্ডিং নং-১৮০১, থানা-বেলঘরিয়া, ওয়ার্ড নং-১০, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **অধিগ্রহণ তারিখ ঃ ১৭-আগস্ট-২০২৩**	**টাকা. ১০৮৭৮৮১ /-** (দশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত একাশি টাকা মাত্র) ২৩ **আগস্ট, ২০২২ তারিখে।**

গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত অনুসারে উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন, সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২.০৮.২০২৩

স্বা /- (অনুমোদিত আধিকারিক)
ইন্ডাসল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
CIN : L65993WB1974PLC157598
Regd. Office: Azimganj House,7, Camac Street,Unit No. 3B, 5th Floor, Kolkata:- 700 017,
Phone No. : (033) 2282-5513, E-Mail : kilgroup2010@gmail.com,
Website : www.kabirdasinvestmentslimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. শেয়ারহোল্ডারগন দয়াকরে লক্ষ্য করবেন যে ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মে. কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (কোম্পানি) অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় ভারতীয় সময় গুনমান (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) অনুসারী হিসাবে সার্কুলার যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সর্বশেষ সার্কুলার নং. ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সর্বশেষ সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ০৫.০১.২০২৩) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) সভার নোটিশে উল্লেখ করা হবে এমন বানিজ্যিক বিষয়ে আলোচনা করতে।

২. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

৩. অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সকল সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোসিটারিজ/ শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের কাছে। সদস্যরা আরও লক্ষ্য করবেন ৪৯তম এজিএম নোটিস যখন জারি হবে তা পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kabirdasinvestmentslimited.com এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়েবসাইটwww.msei.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ওয়েবসাইটে www.cse-india.com।

৪. যদি শেয়ারহোল্ডাররা রেজিস্টার / আপডেট না করিয়ে থাকেন নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটারি/ শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টে, দয়াকরে নিচের নির্দেশাবলী পালন করবেন। ইমেল ঠিকানা আপডেট করালে কোম্পানি প্রদান করতে পারবেন এজিএম নোটিস কপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আলোচ্য বিষয়ে অংশ নিতে এবং ভোটদান করতে পারবেন।

ইমেল আইডি আপডেট / রেজিস্টার করার নির্দেশাবলী ঃ

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	একটি মেল পাঠান কোম্পানি এবং কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে, এমসিএস রেজিস্টারার্স শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড সঙ্গে স্ক্যান করা কপি অনুরোধ চিঠি যাহাতে স্বাক্ষর থাকবে নিজের/ প্রথম শেয়ারহোল্ডারদের উল্লেখ থাকতে হবে ফোলিও নং., শেয়ারহোল্ডার নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে ও পেছনের পাতা), প্যান (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ড), আধার (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ড) ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করাতে।
ডিম্যাট হোল্ডিং	দয়াকরে যোগাযোগ করুন নিজের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপি) এবং রেজিস্টার করান ইমেল ঠিকানা।

৫. শেয়ারহোল্ডারদের সুযোগ রয়েছে নিজেদের ভোট প্রদান করার দূরবর্তী স্থান থেকে বানিজ্যিক আলোচ্যসূচিতে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায়। শেয়ারহোল্ডারদের দূরবর্তী ভোট প্রদানের পদ্ধতি যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে, ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে যারা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা প্রদান করা হবে নোটিসে। বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে এই তথ্যাবলী পাওয়ার জন্য www.kabirdasinvestmentslimited.com দেখতে।

৬. ৪৯তম এজিএম নোটিস পাঠানো হবে শেয়ারহোল্ডারদের অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য আইনে নিজেদের রেজিস্টার্ড ইমেল ঠিকানায়।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড পক্ষে
স্বা /-
বিশাল সাহ
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২ আগস্ট, ২০২৩

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড

রেজিস্টার অফিসঃ ১৮ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৬৯
CIN: L57339WB1983PLC035628, ফোন নং. (০৩৩)-৬৪৪৪৪৪২৭,
ই-মেল-tradevisco@gmail.com, ওয়েবসাইট-www.viscotradeassociates.in

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩,
বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলী

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে **৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড** সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে "**মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সোমানি কনফারেন্স হল, ২য় ফ্লোর, ১৫-বি হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১**" ঠিকানায় সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আলোচ্য বানিজ্যসূচী স্থির রয়েছে সভার বিজ্ঞপ্তিতে তারিখ ১৯ আগস্ট, ২০২৩। সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই কোম্পানির বন্ধ থাকবে **মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর,২০২৩ থেকে সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর,২০২৩** পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)।

কোম্পানি ডাক / প্রেরণ করেছে এজিএম নোটিস কপি সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ,২০২৩ কোম্পানির সদস্যদের।

কোম্পানি নিয়োগ করেছে সিডিএসএল-কে প্রদান করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে কোম্পানির সদস্যদের। ই-ভোটিং শুরু হবে **১৫ সেপ্টেম্বর,২০২৩ (সকাল ৯ ঘটিকা)** এবং শেষ হবে **১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫ ঘটিকা),** এরপর সিডিএসএল ই-ভোটিং বন্ধ করে দেবে। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে **কাট-অফ তারিখে ১১ সেপ্টেম্বর,২০২৩** তারাই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। সদস্য, যারা ভোট দিয়েছেন ই-ভোটিংয়ে, তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু বিবেচিত হবেন না পুণরায় ভোট প্রদান করতে। যে সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার রয়েছেন সিডিএসএলে ই-ভোটিংয়ের জন্য, তারা নিজেদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন।

যদি কেউ, কোম্পানির শেয়ার নিয়ে থাকেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে **১১ সেপ্টেম্বর,২০২৩,** তারা লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান-**helpdesk.evoting@cdslindia.com** বা ইস্যুয়ার / আরটিএ-কে - **mdpldc@yahoo.com**।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল পাওয়া যাবে এজিএম শেষ হওয়ার পর এবং ফলাফল ঘোষিত হবে সঙ্গে পরীক্ষকদের রিপোর্ট প্রদান করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-**www.viscotradeassociates.in** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-**www.evotingindia.com** এছাড়াও কোম্পানির তরফে ফলাফল প্রেরণ করা হবে স্টক এক্সচেঞ্জে।

৪১তম এজিএম নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-**www.viscotradeassociates.in** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-**www.evotingindia.com**।

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড
স্বা /-(বিনয় কুমার গোয়েঙ্কা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 01687463

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯.০৮. ২০২৩

ওয়েস বেন ইন্টারপ্রাইজেস প্রা.লি.

(CIN : U51909WB1994PTC065780)
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২৭৬ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা, পব-৭০০০০৭
টেলি নং. ৮৩৩৪০০৮০৯১, M-Mail ID : wesbenenterprises12@gmail.com

পাবলিক নোটিস

(অনুসারী হিসাবে আরবিআই সার্কুলার নং. ডিএনবিএস (পিডি).সিসি.নং.৩৭৬/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৩-১৩ এবং নোটিফিকেশান নং. ডিএনবিএস (পিডি) ২৭৫/ জিএম(এএম)-২০১৪ তারিখ ২৬ মে, ২০১৪ এবং ডিএনবিআর(পিডি).সিসি.নং. ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই, ২০১৫)

১. ওয়েস বেন এন্টারপ্রাইজেস প্রা.লি. (**কোম্পানি**) একটি অতালিকাভুক্ত প্রাইভেট কোম্পানি যা নিগমভুক্ত অধীন কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ যার সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশান নং ০৬৫৭৮০ সাল ১৯৯৪ এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস রয়েছে ২৭৬ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, কোম্পানির সিআইএন নাম্বার হল CIN : U51909WB1994PTC065780।

২. কোম্পানির আরও নথিভুক্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে (**আরবিআই**) একটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানি (**এনবিএফসি**) হিসাবে যার রেজিস্ট্রেশান নং. বি.০৫.০৩৭৭১ তারিখ ১৯ নভেম্বর, ২০০৩ যা পাবলিক আমানত গ্রহণে বৈধ নয়। কোম্পানি আজকের তারিখ পর্যন্ত কোনরূপ পাবলিক আমানত সংস্থান করেনি।

৩. কোম্পানির প্রদেয় মূলধন হল ₹১,১৪,১৩,৩০০ /- গঠিত ১১,৪১,৩৩০ ইক্যুইটি শেয়ার ₹১০/- প্রতি।

৪. বর্তমান প্রোমোটারগন (এরপর উল্লেখ হবে স্থানান্তরকারী হিসাবে) (১) অজয় কুমার মাহেশ্বরী (৮৬১০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (২) এ.কে. মাহেশ্বরী (হাফ) (২০৫৫০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৩) সরোজ মাহেশ্বরী (৯৯৫০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৪) অঙ্কুর মাহেশ্বরী (২৩০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৫) নিধি লাহিলা (১৯০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৬) সঞ্জয় মাহেশ্বরী (৬১১০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৭) সঞ্জয় মাহেশ্বরী (হাফ) (১৯৪৫০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৮) সত্য প্রকাশ সঞ্জয় কুমার মাহেশ্বরী (হাফ) (১৪৪৫০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (৯) সঙ্গীতা মাহেশ্বরী (৩২৫০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১০) নিকিতা মাহেশ্বরী (২৩৭৩০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১১) রোহিত মাহেশ্বরী (১০০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১২) স্বপনা মিত্তাল (৮০০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১৩) বিমল কান্ত মিত্তাল (৪০০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১৪) বিমল কান্ত মিত্তাল (হাফ) (৪০০০০ ইক্যুইটি শেয়ার), (১৫) কমল কান্ত মিত্তাল (হাফ) (৪১৯০০ ইক্যুইটি শেয়ার) এবং (১৬) পিঙ্কি মিত্তাল (৪০০০০ ইক্যুইটি শেয়ার) রাজি হয়েছেন ১১,৪১,৩৩০ ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রয় করতে যা কোম্পানির প্রদেয় শেয়ারের ১০০ শতাংশ। শেয়ার বিক্রয়ের মূল কারন হল প্রোমোটারগন আর্থিক কারবার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন।

৫. দুরাইসিংগম আলাগাপ্পান (**গ্রহণকারী ১**) (৬,৮৪,৭৯৮ শেয়ার) এবং গায়ত্রী এম (**গ্রহণকারী ২**) (৪,৫৬,৫৩২ শেয়ার), শেয়ার ক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে (**এসপিএ**), কোম্পানির বর্তমান প্রোমোটারগনদের (স্থানান্তরকারী) কাছ থেকে ১১,৪১,৩৩০ ইক্যুইটি শেয়ার (১০০ শতাংশ) বর্তমান প্রোমোটারদের সাথে আলোচনায় ₹২১ /-প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার দরে, যার মোট মূল্যমান ₹২,৩৯,৬৭,৯৩০/- ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৬. গ্রহণকারী ক্রয় করবেন ১১,৪১,৩৩০ ইক্যুইটি শেয়ার বর্তমান প্রোমোটারগনদের কাছ থেকে। গ্রহণকারী আগ্রহী মাইক্রো ফাইনান্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স, ভেহিকেল ফাইনান্স, পার্সোনাল লোন, সম্পত্তি বিনিময়ে লোন ও সিকিউরিটিজ / মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। প্রস্তাবিত লেনদেন ফলে মালিকানা বদল ও শেয়ার বিক্রয় সঙ্গে কোম্পানির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বদল। বর্তমান প্রোমোটারগন হলেন (১) অজয় কুমার মাহেশ্বরী, (২) এ.কে. মাহেশ্বরী (হাফ), (৩) সরোজ মাহেশ্বরী, (৪) অঙ্কুর মাহেশ্বরী, (৫) নিধি লাহিলা, (৬) সঞ্জয় মাহেশ্বরী, (৭) সঞ্জয় মাহেশ্বরী (হাফ), (৮) সত্য প্রকাশ সঞ্জয় কুমার মাহেশ্বরী (হাফ), (৯) সঙ্গীতা মাহেশ্বরী, (১০) নিকিতা মাহেশ্বরী, (১১) রোহিত মাহেশ্বরী, (১২) স্বপনা মিত্তাল, (১৩) বিমল কান্ত মিত্তাল, (১৪) বিমল কান্ত মিত্তাল (হাফ), (১৫) কমল কান্ত মিত্তাল (হাফ) এবং (১৬) পিঙ্কি মিত্তাল (স্থানান্তরকারী) কোম্পানির প্রোমোটার হিসাবে সিজ হবেন এবং ডিরেক্টর নাম অজয় কুমার মাহেশ্বরী এবং সঞ্জয় মাহেশ্বরী, কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টর কোম্পানির ডিরেক্টর হিসাবে সিজ হবেন। নোটিস মেয়াদ শেষ হলে পুরো পর্ষদ বদল হবে ও স্বতন্ত্র গ্রহণকারী (দুরাইসিংগম আলাগাপ্পান এবং গায়ত্রী এম) কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর পরিচালনা করবেন।

৭. অনুসারী হিসাবে এসপিএ শর্ত, গ্রহণকারী সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করবেন কোম্পানি প্রশাসনে এবং কোম্পানির নতুন প্রোমোটার শ্রেনীবদ্ধ করতে চাইবেন।

৮. অনুসারী হিসাবে আরবিআই সার্কুলার নং. ডিএনবিএস (পিডি).সিসি.নং.৩৭৬/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৩-১৩ এবং নোটিফিকেশান নং. ডিএনবিএস (পিডি) ২৭৫/ জিএম(এএম)-২০১৪ তারিখ ২৬ মে, ২০১৪ এবং ডিএনবিআর(পিডি).সিসি.নং. ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই, ২০১৫, কোম্পানি আবেদনপত্র জমা করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক শাখা, নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন বিভাগ, কলকাতা গত ০৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখে, আরবিআই অনুমোদন পাওয়ার জন্য কোম্পানির প্রস্তাবিত প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণে বদল চেয়ে। আরবিআই লেটার নং. কল.ডিওএস.আরএসজি.নং. এস৯২৬/ ০৮.০২.৪০০/ ২০২৩-২৪ তারিখ ০৮ আগস্ট, ২০২৩ কোম্পানির প্রস্তাবিক প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণের বদল করার ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদান করেছে।

৯. এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে যদি কারোর কোনরূপ স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়ে থাকে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ ও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বদলে গ্রহণকারীদের দ্বারা অবশ্যই তা লিখিত আকারে জানান ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আঞ্চলিক অফিস, নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন শাখা, ৫ম ফ্লোর, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এই নোটিস প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তাদের আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

১০. এই নোটিস প্রদান করা হচ্ছে অনুসারী হিসাবে আরবিআই সার্কুলার ভিত্তিতে নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি ক্ষেত্রে (নিয়ন্ত্রণ স্থানান্তর বা অধিগ্রহণ অনুমোদন) নির্দেশনামা, ২০১৫ জারি হয়েছে যার নোটিফিকেশান নং. ডিএনবিএস (পিডি) ২৭৫/ জিএম (এএম)-২০১৪ তারিখ ২৬ মে, ২০১৪ এবং আরবিআই / ২০১৫-১৬।১২২ ডিএনবিআর (পিডি).সিসি.নং.০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯ জুলাই, ২০১৫ এবং অনুসারী রেগুলেশন, যৌথভাবে হস্তান্তরকারী, কোম্পানি এবং গ্রহণকারী তরফে।

উপরোক্ত নামের হস্তান্তরকারী, কোম্পানি এবং গ্রহণকারী তরফে জারি

ওয়েস বেন এন্টারপ্রাইজেস প্রা.লি. (কোম্পানি)
স্বা/-
অজয় কুমার মাহেশ্বরী
(ডিরেক্টর)

তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

স্বা/- দুরাইসিংগম আলগাপ্পান (গ্রহণকারী ১)
স্বা/- গায়ত্রী এম (গ্রহণকারী ২)

বর্তমান হস্তান্তরকারীদের পক্ষে
অজয় কুমার মাহেশ্বরী
(হস্তান্তরকারী ১ থেকে ১৬)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

‘ভুল শুধরে শিক্ষা, আরও সতর্ক চন্দ্রযান ৩’, বলছেন ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানী

অনেকগুলো ভুল ছিল। সেই সব ভুল গুলোকে শুধরে নেওয়া হয়েছে। আর তা করতে প্রায় চার বছর লেগেছে। তবে এবার অনেক বেশি সাবধানি, অনেক বেশি সংযমী। চন্দ্রযান ২-এর যাত্রাপথের প্রথম দিকে কিন্তু সে রকম কোনও বাধা আসেনি। মসৃণভাবেই এগোচ্ছিল ইসরোর যান। সমস্যা তৈরি হয়েছিল অবতরণের আগে। বিক্রম ল্যান্ডার উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ধরে এগিয়ে এসে, চাঁদের দিকে ঝুঁকে, যখন নামতে শুরু করে তখন চাঁদের জমি থেকে তার দূরত্ব মোটামুটি ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে। সেখান থেকে মোটামুটি ৭-৮ কিলোমিটার অংশকে বলে ‘রাফিং ব্রেক ফেজ’। এই পর্যায়ে ল্যান্ডার খুব তাড়াতাড়ি নিচে নামতে থাকে। এই পর্যায়ে উচ্চতার আনুমানিক মাপ পাওয়া যায় না। এর পরবর্তী ধাপ হল ক্যামেরা কোস্টিং ফেজ। এই ধাপে ল্যান্ডারের মধ্যে রাখা ক্যামেরা এবং আরও কিছু যন্ত্রপাতি ‘ক্যালিব্রেট’ হওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রযানের ক্ষেত্রে ওই কারণে ‘থ্রাস্ট কন্ট্রোল’ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। আরও একটা বিষয়। আগের বার ‘অ্যাকিউরেট ল্যান্ডিং’ প্ল্যান করা হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে খুবই সংকীর্ণ পরিসরে যানটির অবতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এত ছোট্ট জায়গায় ‘ল্যান্ডিং’ করতে গেলে ক্যামেরার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে সারাক্ষণ নজর রাখতে হবে, সে কোন দিকে দেখছে। ওই সময় সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে দু’টো জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। এক, রাফিং ব্রেক ফেজএ সাধারণভাবে যে থ্রাস্ট থাকার কথা (ক্যালকুলেশন থ্রাস্ট) তার থেকে থ্রাস্টের একটুও হেরফের হয়ে গেলে, যা স্পেসের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, বিপর্যয় অবধারিত। খুব সম্ভবত, আগের বার ওই পর্যায়ে এসে থ্রাস্ট ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। আর দুই, বর্ধিত এই ‘থ্রাস্ট’ কোনওভাবেই ক্যামেরা কোস্ট ফেজে এসে নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। কারণ ওই সময় সফটওয়্যারের অন্য যন্ত্রপাতিগুলি ‘ক্যালিব্রেট’ করা হচ্ছে। ফলে সফটওয়্যারের কাছে চ্যালেঞ্জ যেটা দাঁড়াল ল্যান্ডার যখন অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন ওকে নিজের ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে যেদিকে অবতরণ করছে সেই দিকে। অথচ ‘থ্রাস্ট’ বেড়ে যাওয়ায় ক্যামেরার মুখ বার বার অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। অনবোর্ড কম্পিউটারের সফটওয়্যারের এই সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছিল। হ্যাঁ,

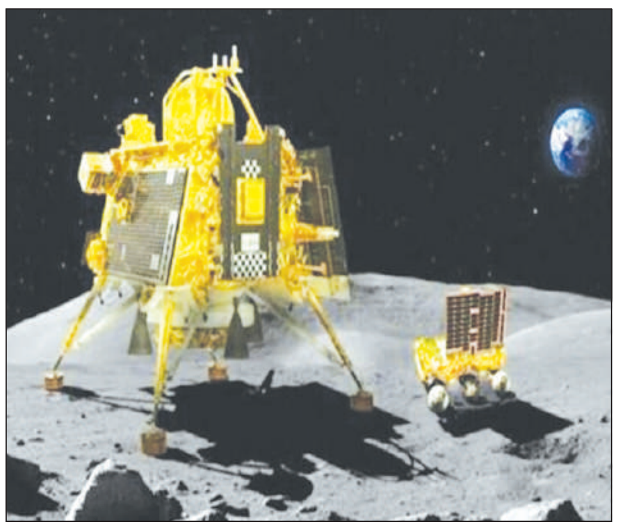

অবশ্যই যাবতীয় ‘এরর কারেক্ট’ করা মানে ভুল শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু ভুলের বহর অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল, এতটা সংশোধন করার ক্ষমতা ছিল না। করতেও পারেনি। অবতরণের চার কিলোমিটার আগে যখন চন্দ্রযানের ‘থ্রাস্ট কন্ট্রোল’ ক্ষমতা ফিরে এল, তখন আর কিছু করার ছিল না। ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথের সাম্প্রতিক ভাষণের অংশবিশেষে এই সমস্ত দিকই তুলে ধরেছেন তিনি। এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ না করলেই নয়। চন্দ্রযান ২-এর সফটওয়্যার ছিল ‘সাকসেস- বেসড ডিজাইন’। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঠিকঠাকভাবে এগোবে, আর তা হলে ল্যান্ডারও ঠিকঠাকভাবে ‘ল্যান্ড’ করবে। মানে থ্রাস্টও বেশি হবে না, এররও কিছু হবে না, ক্যামেরাও ঠিকঠাক থাকবে, অ্যাটিটিউড কন্ট্রোলও হবে ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, এ সব কিছুই পরিকল্পনামাফিক হয়নি। ফলে শেষে গিয়ে ‘থ্রাস্ট’ এতগুণ বেড়ে গিয়েছিল যে, ল্যান্ডার অতটা ভার সহ্য করতে পারেনি। আমার ধারণা, এবারের অভিযানে অতি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অনেকটা ভার সহ্য করতে পারে, এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রযুক্তির সাহায্যে। আসলে, ‘সফট ল্যান্ডিং’ করতে গেলে যতটা ভার সহ্য করতে হয়, আগের বার সেই নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না দ্বিতীয় চন্দ্রযানের। একটুখানি এদিক ওদিক হলেই গন্ডগোলের আশঙ্কা ছিল। এবার সেই ক্ষমতা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। আর নতুন বেশ কিছু বিষয় যোগ হয়েছে, প্রথমত, দ্বিতীয় চন্দ্রযানের ‘ল্যান্ডিং’ ছিল ছোট্ট জায়গায়। তৃতীয় চন্দ্রযানে তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। প্রায় চার বর্গ কিলোমিটার তো বটেই। আগের বার মাত্র চারশো বর্গমিটার ছিল। ফলে ক্যামেরাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে থাকতে হবে, একটু এদিক- ওদিক ঘুরে, পছন্দসই জায়গা বেছে, নামার ‘চয়েস’ রয়েছে তার কাছে। আবার এবার ‘ম্যানুয়েভারিং’ করারও সুযোগও থাকছে। দ্বিতীয়ত, আগের তুলনায় এবার কমিউনিকেশন সিস্টেম আরও উন্নত করা হয়েছে। তৃতীয় চন্দ্রযান, তার পূর্বসূরির ‘অরবিটার’কেই কাজে লাগাচ্ছে। তার মারফতই এবার তার অনেক বেশি ‘কমিউনিকেট’ করার সুযোগ থাকছে। দ্বিতীয় চন্দ্রযানের বিক্রম ল্যান্ডারের ‘এক্সপেরিমেন্ট’গুলি ‘ওয়ান অফ দ্য বেস্ট’ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সফল হয়নি। এবার একটাই পেলোড পাঠানো হয়েছে। ‘শেপ’। এই ‘শেপ’ চাঁদে ইসরোর পরবর্তী অভিযানের জন্য তথ্য পাঠাতে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, চন্দ্রযান ৩- এর সফটওয়্যার হল ‘ফেলিওর বেসড ডিজাইন’। অর্থাৎ এটি সংকটজনক পরিস্থিতির মুখে পড়লে অনেক বেশি তার মোকাবিলা করতে পারবে, কোথাও ভুল করলে তা চিহ্নিত করে সংশোধন করতে পারবে। সেই রকমভাবেই তৈরি করা হয়েছে এবারের চন্দ্রযানকে। অল দ্য বেস্ট, মেট!

বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের কাছে ট্রাফিক ডাইভারশনের জন্য ট্রায়াল রান শুরু

কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ মেট্রো যাত্রী এবং সমস্ত কলকাতা মেট্রো প্রেমীদের জন্য সুখবর! রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প হয়ে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দরের প্রস্তাবিত বেলেঘাটা স্টেশনের কাছে মেট্রোপলিটন ক্রসিং-এ প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ডাইভারশনের জন্য ট্রায়াল ডিপার্টমেন্ট ১৯.০৮.২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে। ১০.০৮.২০২৩ তারিখে এই ক্রসিংয়ে এই প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ডাইভারশনের বিষয়ে পুলিশ কমিশনার কলকাতা পুলিশ, প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেল এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL) আধিকারিকদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে ট্রাফিক বিভাগ এই সপ্তাহের মধ্যে ট্রাফিক ডাইভারশনের জন্য অনুমতি দেবে এবং পিয়ার নং P-২৮৬ এবং CP-২৮৭ এর নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু

হবে। এ জন্য মেট্রোপলিটন ক্রসিং থেকে ট্রাফিক ডাইভারশন ২৯৬ নং পিয়ারের কাছাকাছি স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা প্রায় ২৫০ মিটার স্থানান্তরিত হয়েছে। পিয়ার নং ২৮৬ ও ২৮৭ এর নির্মাণ কাজ দুই মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ RVNL কে অনুরোধ করেছে, ভবিষ্যত উন্নয়ন হিসাবে, বর্তমান মেট্রোপলিটন সেতুর দক্ষিণ দিকে আরেকটি লোহার সেতু নির্মাণের জন্য। RVNL দ্বারা লোহার সেতুর কাজ শুরু করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে EM বাইপাসে দুই চাকার এবং পথচারীদের চলাচলকে সহজ করবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম ধাপে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ থেকে ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে এনওসি প্রাপ্ত হয় যাতে এই স্থানে পিয়ার নং PP- ২৮৮ এবং PP- ২৮৯ এর পিয়ার শ্যাফ্ট পর্যন্ত সাব-স্ট্রাকচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটি সংস্কারের পর এখানে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হয়েছে। পিয়ার নং P-২৮৬ এবং CP-২৮৭ নির্মাণের পর, RVNL পিয়ার নং PP - ২৮৮ এবং PP -২৮৯-এ পোর্টাল বিমের কাস্টিং কাজ শুরু করবে।

ভারতীয় রেলওয়ের ৭৫০ ভল্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

মালিগাঁও, ২১ আগস্ট ঃ সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ২০১৮-এর এপ্রিল মাস থেকে নিজেদের যাত্রীবাহী কোচ উৎপাদন ১০০ শতাংশ এলএইচবি কোচে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একটি অ্যানার্জি

পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে ২০২১- ২২ সালে ওয়াশিং / পিট লাইনগুলিতে এলএইচবি কোচের পরীক্ষাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিজেলের ব্যয় হয়েছিল প্রত্যেক দিন প্রায় ১.৮৪ লক্ষ লিটার, যার বার্ষিক পুনরাবৃত্ত ব্যয় হয়েছিল আনুমানিক ৬৬৮ কোটি টাকারও অধিক, যার ফলে ডিজেলের দাম ও এলএইচবি ফ্লিট ইনডাকশন-এর সম্মিলিত কাজ হিসেবে প্রতি বছর ২০ বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে গ্রিড ইলেকট্রিক্যাল অ্যানার্জি ৭০-৮০ শতাংশ কম। এই সমস্যা এলএইচবি-এর ক্ষেত্রে সাধারণ, যা প্রচলিত আইসিএফ মডেলের কোচের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি, তাই এলএইচবি রেকের পরীক্ষাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭৫০ ভল্ট পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করে ওয়াশিংপিট লাইনগুলিতে পরিকাঠামো ও ক্ষমতা সৃষ্টি করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের (আইআর) ৪১১টি ওয়াশিং/ পিট লাইনগুলির মূল কাজের জন্য আনুমানিক ২১০ কোটি টাকার মোট মূলধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, যা রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েকে আওতাভুক্ত করার জন্য ৪১১টি ওয়াশিং/ পিট লাইনে পরিকাঠামো নির্মাণ করার জন্য মূল কাজগুলির অনুমোদন জানিয়ে কাজ প্রদান করা হয়েছিল এবং ২০২৩-এর জুলাই মাসের শেষের দিকে ৩১৬টি ওয়াশিং/ পিট লাইনে কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। অবশিষ্ট কাজ ২০২৩ বর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈ-মাসিকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিং/ পিট লাইনগুলিতে ২১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পরিকাঠামো ক্ষমতা তৈরির দ্বারা প্রতি বছর সাধারণ কাজের ব্যয়ে ৫০০ কোটি টাকারও অধিক সাশ্রয় হবে। ভারতীয় রেলওয়েতে এইচওজি অনুরূপ লোকোমোটিভ ফ্লিটের লক্ষ্যের সাথে সম্মিলিত সাশ্রয় অনেক বেশি হবে। এটি পরিচালনামূলক ব্যয় হ্রাস করে এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে নন-ট্যারিফ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবা, বিশেষভাবে মেলএক্সপ্রেস সেগমেন্টে পরিচালনামূলক কার্যকারিতা উন্নত করতে ভারতীয় রেলওয়ের প্রচেষ্টার একটি অংশ। এলএইচবি রেক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১০টি কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোর ওয়াশিং/ পিট লাইনে ৭৫০ ভল্ট পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ০৭টি ডিপোতে ৭৫০ ভল্ট পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অবশিষ্ট কয়েকটি সম্পূর্ণ হওয়ার অগ্রিম পর্যায়ে রয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই পরিকাঠামোমূলক কাজ আনুমানিক ১৫.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পাদন করা হচ্ছে, যা ফসিল ফুয়েলের বিল হ্রাস করবে। জুলাই ২০২৩ মাসের জন্য সঞ্চয় হল ৬৭,২১৯ লিটার (প্রায়) এবং এক বছরের জন্য ৭৫০ ভল্ট বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পিট-লাইন/ সিক লাইনে প্রত্যাশিত এইচএসডি জ্বালানি সঞ্চয় হল ৮,০৬,৬২৮ লিটার (প্রায়)। প্রধানমন্ত্রী সিওপি ২৬ -এ জাতীয় বিবৃতিতে এই বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।

২০ তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা

২১ আগস্ট ঃ তিন দিনব্যাপী ২০ তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা ২০২৩, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, মিষ্টি, নমকিন এবং আতিথ্য শিল্পের জন্য পূর্ব ভারতের প্রিমিয়ার বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) প্রদর্শনীর উদ্বোধন শ্রী জয়ন্ত কুমার আইকাত, আইএএস, কমিশনার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগে পশ্চিম সরকার, করেন। এই প্রদর্শনীটি ১৮ থেকে ২০ আগস্ট (সকাল ১০ থেকে ৬ টা) অপদি কলকাতার বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা কমপ্লেক্সে। মেগা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাহুল চৌরাসিয়া, সভাপতি - মিষ্টি উদ্যোগ, মোহাম্মদ আজহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, শ্রী অসীম সোনি, সিইও, মিও আমোর, শ্রী আসিফ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় রেস্তোরাঁ এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং ২০ তম ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক ২০২৩-এর চিফ কনভেনার শ্রী জাকির হুসেন। শ্রী

আইকত বলেন পরিকাঠামোক, মজবুত রেল ও সড়ক যোগাযোগের কারণে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও খাদ্য পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে এবং এখানে ভবিষ্যতের জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং মান পূরণের জন্য প্যাকেজিং সেক্টরে আরো অনেক কাজ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সার্ক এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে খাদ্য পণ্য রপ্তানি করা হয়, তার মধ্যে প্রক্রিয়া করা মাছ প্রমুখ। রাজ্য সরকার তরুণ শিক্ষার্থীদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করার জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করতে ঋণ, লাইসেন্স, স্বাস্থ্যবিধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি এবং মান প্রদান করা ইত্যাদি সুবিধা পেতে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছে।

একটা সময় যেখানে বুলেট থাকত, এখন সেখানে এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে ঃ আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ আগস্ট ঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোমবার এমএসএমই আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, একটা সময় যেখানে বুলেট থাকত এখন সেখানে এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে অযোধ্যার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ভাষণ দেওয়ার সময় বিরোধীদের আক্রমণ করেন। তবে কারো নাম না করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর তৈরি করেছে যেখানে আগে গুলি চলত। যেখানে আন্দোলন হতো সেখানে সরকার পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে এবং বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী সোমবার লোক ভবনে বিশ্ব উদ্যোক্তা দিবস উপলক্ষ্যে, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইউনিটগুলিকে আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প চালু করেন। প্রকল্পটির নাম ‘মুখ্যমন্ত্রী মাইক্রো উদ্যোক্তা দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প’। এই প্রকল্পের অধীনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এরসঙ্গে পিএলইডিজিই পার্ক স্কিমের অধীনে ঝাঁসি, হাপুর এবং সম্বল জেলায় ব্যক্তিগত শিল্প পার্কগুলির বিকাশের জন্য বিকাশকারীদের প্রথম কিস্তি হিসাবে ১,১৩৭ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, উত্তরপ্রদেশ দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য। ছয় বছর আগে এটি ‘বিমারু’ প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। উত্তরপ্রদেশের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পেয়ে যেত। গত এক সপ্তাহে কয়েকটি সমীক্ষায় উত্তরপ্রদেশের বর্তমান অবস্থা, তার পর্যটন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন গন্তব্য রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুদক্ষ নির্দেশনায় এটি সম্ভব হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উত্তরপ্রদেশে উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ফিল্ম সিটি মুম্বই পর্যন্ত শোনা যায়। এতে সবাই আকৃষ্ট হয়। ত্রিশ কোটি পর্যটক শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশে ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করতে আসে। সোমবার এমএসএমই আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমএসএমই-র মন্ত্রী রাকেশ সচন, মুখ্য সচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র প্রমুখ।

গুজরাত হাই কোর্টকে ভৎর্সনা সুপ্রিম কোর্টের, গর্ভপাতের অনুমতি পেলেন ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা তরুণী

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ দেশের শীর্ষ আদালতের রোষের মুখে গুজরাত হাই কোর্ট। কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ায় সোমবার গুজরাত হাই কোর্টকে ভৎর্সনা করল সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট। অভিযোগ, ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা এক তরুণী সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের আবেদন করতে শীর্ষ আদালতে শুনানির আগেই রায় জানিয়ে দিয়েছে হাই কোর্ট। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়াঁর এজলাসে মামলাটি উঠলে বিচারপতিরা হাই কোর্টকে ভৎর্সনা করেন। গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয় ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে। ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা এক তরুণীর গর্ভপাতের মামলা সুপ্রিম কোর্টে উঠলে শীর্ষ আদালত সোমবার তার শুনানির তারিখ নির্দিষ্ট করে। কিন্তু মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ওঠার আগেই শনিবার গুজরাত হাই কোর্ট এই মামলার রায় ঘোষণা করে দেয়। আদালত ওই তরুণীর গর্ভপাতের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। সোমবার সেই মামলা আবার সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। শীর্ষ আদালত তরুণীকে গর্ভপাতের অনুমতি দিয়েছে। মামলাটির শুনানি চলাকালীন আদালত গুজরাত হাই কোর্টকে ভৎর্সনা করে বলে, “গুজরাত হাই কোর্টে হচ্ছেটা কী? উচ্চতর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার অধিকার দেশের কোনও আদালতের নেই। এটা সাংবিধানিক দর্শনের বিরুদ্ধে।” গুজরাত হাই কোর্টের পক্ষে মামলাটির সওয়াল করছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটা। তিনি জানান, এই মামলার পূর্ববর্তী রায়ে একটি ভুল হয়েছিল। তা সংশোধন করার জন্য শনিবার আবার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এই জটিলতার জন্য ‘ভুল বোঝাবুঝি’কে দায়ী করেছেন সলিসিটর জেনারেল। এর আগে এই মামলায় সময় নষ্ট করার বিষয়েও গুজরাত হাই কোর্টকে ভৎর্সনা করেছিল শীর্ষ আদালত। অযথা গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল তারা। এই বিষয়ে গুজরাত সরকারকেও নোটিস পাঠানো হয়। তার পরেই সোমবার মামলাটির শুনানির কথা জানায় সুপ্রিম কোর্ট। মামলাকারী অন্তঃসত্ত্বা তরুণীর আইনজীবী শীর্ষ আদালতে জানান, গত ৭ আগস্ট গর্ভপাতের আবেদন জানিয়ে তাঁর মক্কেল হাই কোর্টে গিয়েছিলেন। ৮ তারিখ হাই কোর্ট মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেয়। তারা ১০ তারিখ রিপোর্ট দিয়ে জানায়, গর্ভপাত করা যেতে পারে। এরপরেও আরও ১২ দিন পরে মামলাটির শুনানির দিন নির্দিষ্ট করে হাই কোর্ট। যা ‘বিস্ময়কর’ বলে মন্তব্য করেছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। কারণ এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিটা দিনই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ধরনের মামলা তৎপরতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। কিন্তু গুজরাত হাই কোর্টের মধ্যে তেমন মানসিকতা দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট।

নারীর আত্মসম্মানের ওপর জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ কোনও সমাজ ও জাতির মর্যাদা মহিলাদের আত্মসম্মানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সোমবার দিল্লিতে সেনাদের স্ত্রীদের সম্মানে আর্মি ওয়াইভস অ্যাসোসিয়েশন - এর দ্বারা আয়োজিত অস্মিতা - সেনা স্ত্রীদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প নামক এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বীর নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বীর নারীদের যারা অস্মিতা আইকন হিসাবে সমাদৃত হয়েছে তাঁদের প্রশংসা করেন। তিনি বীর নারীদের কল্যাণের জন্য এডাব্লুডাব্লুএ- এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বীর-নারী বোনদের কল্যাণে ‘আহ্বান’ নামে একটি প্রকল্প চালানো হচ্ছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করে এ জন্য তিনি এডাব্লুডাব্লুএ)-এর বিশেষ প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘পরিচয়’ শব্দের জনপ্রিয় অর্থ হল ঃ ‘অস্তিত্বের অনুভূতি’ এবং ‘আত্ম-গৌরবের অনুভব হওয়া’। নারী সমাজের আত্ম-গৌরবের বোধের ভিত্তিতেই গৌরবময় সমাজ ও জাতি গঠন সম্ভব। রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি সমাজ ও জাতির মর্যাদা নির্ভর করে নারীর আত্মসম্মানের ওপর। তিনি কিছু পুরানো ধারণা পরিত্যাগ করে নতুন ধারণা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

Name Change
I MD ABUL KHAIR LASKAR S/O Rasid Laskar R/O Village:- Tekpanja, PO-Tekpanja, PS--mandirBazar, pin- 743355, Dist:- 24 pargana south. West Bengal. Shall henceforth be know as ABUL KHAIR LASKAR S/O Abdur Rashid laskar vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 21/08/2023.

Name Change
I HALIDA BIBI WIFE OF BOJLUR RAHAMAN R/O SONAKUR MAJHERPARA , AMANKANDIA, HARINGHATA, RANAGHAT- 741257, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HALIDA KHATUN BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/08/2023. HALIDA BIBI AND HALIDA KHATUN BIBI ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I TAJMINA BIBI D/O MD FAZLUL HOQUE HALDER W/O ABUL KHAIR LASKAR R/O Village-Tekpanja PO - Tekpanja PS--mandir Bazar pin- 743355, Dist:- 24 pargana south,West Bengal.Shall henceforth be known as TACHHMINA LASKAR vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 21/08/2023. TAJMINA BIBI AND TACHHMINA LASKAR all are same and identical person.

Name Change
I SK ANSARUL Presently residing at Vill-Shakhamudi, PO-Mirgoda, PS-Ramnagar, East Medinipur-721446 West Bengal, India, that my minor child AAHIL (old name) have changed his name to (shall henceforth be known as)SK AAHIL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. AAHIL and SK AAHIL both are same and one identical person.

Name Change
I, NURAT JAHAN (old name) W/O MD SERAJ Presently residing at 69, Dhobia Bagan Kamarhati, PS- Kamarhati, Barrackpore, Pin-700058 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NUSRAT JAHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. NURAT JAHAN and NUSRAT JAHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, SURAF KHAN (old name) S/O SATTAR KHAN Presently residing at Chunavati, Panchpara, PO- Radhadasi, PS-Sankrail, Howrah-711317 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SORAB KHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. SURAF KHAN and SORAB KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I SK ANSARUL Presently residing at Vill-Shakhamudi, PO-Mirgoda, PS-Ramnagar, East Medinipur-721446 West Bengal, India, that my minor child SEKH RAHIL (old name) have changed his name to (shall henceforth be known as)SK RAHIL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. SEKH RAHIL and SK RAHIL both are same and one identical person.

Name Change
I, RAMCHHABILA (old name) S/O SARJU BHAGAT Presently residing at 36 B C ROAD BALLYGUNGE KOLKATA 700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAMCHHABILA BHAGAT, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. RAMCHHABILA and RAMCHHABILA BHAGAT both are same and one identical person.

Name Change
I, SURESH KUMAR DHOBI (old name) S/O SUNDER LAL DHOBI Presently residing at MARWARI KOTHI PO KAJORA GRAM ANDAL BARDHAMAN PIN 713338 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURESH KUMAR KARSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. SURESH KUMAR DHOBI and SURESH KUMAR KARSH both are same and one identical person.

Name Change
I, SULTALA PARVIN (old name) W/o SAFIKUL ISLAM MOLLA ADDRESS - VILL-EAST BERABERI, PO-RAJARHAT GOPALPUR, PS-NARAYANPUR, BIDHANNAGAR- 700136 WB. India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BEGUM SULTANA PARVIN, vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 21/08/2023. SULTALA PARVIN and BEGUM SULTANA PARVIN both are the same and one identical person.

Name Change
I, CHODNI GUPTA (old name) W/O RAHUL GUPTA Presently residing at 9, ASHUTOSH MUKHERJEE LANE, PO: SALKIA PS: GOLABARI, HOWRAH MUNICIPAL CORP. W B-711106 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDANI GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. CHODNI GUPTA and CHANDANI GUPTA both are same and one identical person.

Name Change
I NAFISHA BEGUM WIFE OF MOHAMMAD YEAKUB ALI MOLLA R/O MAGURA MOLLAPARA, MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR-700141, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAFISHA BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/08/2023. NAFISHA BEGUM AND NAFISHA BEGAM ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I PRABIR MONDAL S/O LATE SURANDRANATH MONDAL R/O VILL & PO - MIRHATI,PS-AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 700125.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR KUMAR MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/08/2023.THAT PRABIR MONDAL AND PRABIR KUMAR MONDAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, RANENDRA PRASAD GHOSH (old name) S/O LATE RADHASHYAM GHOSH Presently residing at 10/39, Bijoygarh, Jadavpur, Kolkata-700032 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RANEN GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. RANENDRA PRASAD GHOSH and RANEN GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I PRABIR MONDAL S/O LATE SURANDRANATH MONDAL R/O VILL & PO - MIRHATI, PS- AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 700125. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR KUMAR MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/08/2023.THAT PRABIR MONDAL AND PRABIR KUMAR MONDAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, TASHIMA BIBI alias TASLI LBEGUM (old name) W/O Mohammad Saha Alam Hassain Presently residing at Chandpur Champagachi, PS- Rajarhat, Bidhannagar-700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TACHLIMA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. TASHIMA BIBI, TASLI LBEGUM and TACHLIMA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAHA ALAM MOLLA (old name) S/O LATE TAHER ALI Presently residing at Chandpur Champagachi, PS-Rajarhat, Bidhannagar-700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD SAHA ALAM HASSAIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. MD SAHA ALAM MOLLA and MOHAMMAD SAHA ALAM HASSAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, NESHAT WASIM (old name) W/O WASIM AHMED Presently residing at 26A, Gulam Jilani Khan Road, PS-Tiljala, Kolkata-700 039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NISHAT ANJUM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/08/2023. NESHAT WASIM and NISHAT ANJUM both are same and one identical person.

Name Change
I, HABIL PAL (old name) S/O AJIRBOKSH PAL Presently residing at Vill-Gangulia, PO-Amdabe, PS-Bagdah, Dist-(N) 24 Pgs-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)HABIBULLA PAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. HABIL PAL and HABIBULLA PAL both are same and one identical person.

Name Change
I, HAJI WASIM AHMED (old name) S/O LATE AZIMUR RAHMAN Presently residing at 26A, Gulam Jilani Khan Road, PS- Tiljala, Kolkata-700 039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) WASIM AHMED, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/08/2023. HAJI WASIM AHMED and WASIM AHMED both are same and one identical person.

Name Change
I, SUKHRANAJAN MONDAL (old name) S/O SWAPAN MONDAL Presently residing at Vill-Satyanandapur, PO- Belkash, PS-Galsi, Purba Bardhaman-713102 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUKHRANJAN MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/08/2023. SUKHRANAJAN MONDAL and SUKHRANJAN MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, MOUSUMI KUNDU (old name) W/O SUMAN KUNDU Presently residing at 31/1, Post Office Road, PS-Dumdum, Kolkata-700028 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUSUMI ROY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. MOUSUMI KUNDU and MOUSUMI ROY both are same and one identical person.

Name Change
I, SHOMEETA SAHA (old name) D/O NITYA NANDA SAHA Presently residing at IA-7, Salt Lake City, Sec-III, Kolkata- 700097, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRAVRAJIKA APTAKAMAPRANA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. SHOMEETA SAHA and PRAVRAJIKA APTAKAMAPRANA both are same and one identical person.

Name Change
I, ROBIUL ISLAM (old name) S/O MD ABUL KALAM Presently residing at Bartanabad, PO-P T Rasulpur, Murshidabad- 742303, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ROBIUL ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. ROBIUL ISLAM and MD ROBIUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change
I, POULAMI RAY(old name) W/O CHANDAN RAY Presently residing at 8, Naskarhat Road, Flat No-2A, PO-Tiljala, PS- Kasba, Dist-Kolkata, Pin-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) POULAMI RAY DEY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. POULAMI RAY and POULAMI RAY DEY both are same and one identical person.

Name Change
I, KALU GAZI (old name) S/O TENU SK Presently residing at 1060/1, 31, Frinze Road, Santashree Pally, P.S-Barrackpore, Dist. (N) 24 Pgs Pin 700120 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KALUGAZI SEIKH , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/08/2023. KALUGAZI SEIKH and KALU GAZI both are same and one identical person.

Name Change
I, DILIP CH DHALI (old name) S/O RAMESH CHANDRA DHALI Presently residing at Vill-Gopalpur Uttarpara, PO-Gopalpur, Paschim Bardhaman-713212 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DILIP CHANDRA DHALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. DILIP CH DHALI and DILIP CHANDRA DHALI both are same and one identical person.

Name Change
I, MONIMAL DHALI (old name) W/O DILIP CHANDRA DHALI Presently residing at Vill-Gopalpur Uttarpara, PO- Gopalpur, Paschim Bardhaman-713212 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANIMALA DHALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. MONIMAL DHALI and MANIMALA DHALI both are same and one identical person.

Name Change
I, ZULFIQAR ALI alias MD ZULFIKAR ALI alias MOHAMMED ZULFIKAR ALI(old name) S/O ABDUL HAFIZ SHAKUR Presently residing at 30, Lollin Street, Prak Street, Kolkata-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ZULFIKAR ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/08/2023. ZULFIQAR ALI, MD ZULFIKAR ALI, MOHAMMED ZULFIKAR ALI and MD ZULFIKAR ALI both are same and one identical person.

DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 15(2) READ WITH REGULATION 13(4) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

EMKAY CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: Alipore Heights 5B, Judge Court Road, Kolkata-700027, West Bengal, India

Corporate Identification Number (CIN): L74140WB1990PLC050229 Tel:033-24486060/7070;Fax:033-24482373; Email: munnas.group@gmail.com; Website: www.emkonsultantslimited.in

OPEN OFFER ("OFFER"/ "OPEN OFFER") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF EMKAY CONSULTANTS LIMITED ("TARGET COMPANY"/ "EMKAY") FOR ACQUISITION OF 7,57,150* SHARES (SEVEN LAKHS FIFTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE RS. 10/- EACH CONSTITUTING 26% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED, PAID-UP AND VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY BY MR. RAJESH RAGHUVIR MANTRI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 1"), MRS. SEEMA PRAVIN JOSHI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 2"), MRS. HARSHALA NITIN GAIKWAD (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 3"), MRS. SHRUTI TEJAS KULKARNI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 4"), MS. AAKANKSHA RAJESH MANTRI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 5"), MR. DATTARAJ RAJESH MANTRI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACQUIRER 6"), ALONGWITH MR. RAMCHANDRA MANGESH KULKARNI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "PAC ")

***26% of the total shares of the Target Company is 7,80,104, however balance shares held by public shareholders after excluding shares held by PAC is 7,57,150.**

This Detailed Public Statement ("**DPS**") is being issued by **Finshore Management Services Limited** ("**Manager to the Offer"/"Manager**"), on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulations 13(4), 14 and 15(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI SAST Regulations**") pursuant to the Public Announcement dated August 11,2023 ("**PA**") filed with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI"**), The Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**") and the Target Company in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, on August 11,2023.

I. **ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER**

A. **INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS:**

A1 **RAJESH RAGHUVIR MANTRI ("ACQUIRER 1")**

1. Rajesh Raghuvir Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), is a Resident Indian aged about 52 years having PAN AAAPM7588H and having his residential address at B-205, Usha Nagar, Village road, Opp Bright high school, Mumbai-400078, Maharashtra, India. His email id is mantrirr@gmail.com
2. Acquirer 1 holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from university of Pune and has experience of about 25 years in the field of construction industry mainly in the pharmaceutical sector like the construction of plants and laboratories for sun pharmaceuticals, Novartis, Sandoz, Wanbury, Ctx life sciences and more.
3. Acquirer 1 is associated with Shree Swami Samarth Homes Private Limited, Principle Agri Producer Company Limited as a Director and Jan Mudra Credit Private Limited, Shree Swami Samarth Homes Private Limited as a Promoter and his DIN is 6666350.
4. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mr. Rajesh Raghuvir Mantri as on 10th August,2023 is Rs. 9,29,11,124/- (Rupees Nine Crores Twenty Nine Lakhs Eleven Thousand One Hundred Twenty Four only).

A2 **SEEMA PRAVIN JOSHI ("ACQUIRER 2")**

1. Seema Pravin Joshi (hereinafter referred to as "Acquirer 2 ") is an Indian National aged about 65 years having PAN ACMPJ25121 and is residing at 1103, Om Malayagiri Chsl. S.D. Marg, Near National Park Shantivan, Borivali East, Mumbai- 400066, Maharashtra, India. Her email id is spj1958@gmail.co
2. Acquirer 2 holds bachelors degree in Arts from Bombay University and Master's degree in Arts from Shivaji University. She has about 32 years of experience in the field of Postage Services.
3. Acquirer 2 is associated with Jan Mudra Credit Private Limited as a Director and her DIN is 9510143.
4. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mrs. Seema Pravin Joshi as on 10th August,2023 is Rs. 1,21,20,984/- (Rupees One Crore Twenty One Lakhs Twenty Thousand Nine Hundred Eighty Four only).

A3 **HARSHALA NITIN GAIKAWAD ("ACQUIRER 3")**

1. Harshala Nitin Gaikwad (hereinafter referred to as "Acquirer 3"), is a Resident Indian aged about 44 years having PAN ANWPK3562E and having her residential address at A/704, Raj Umang 2, Shiv Vallabh Cross Raod, Rawalpada. Opp. Shamrao Vithal Bank, Dahisar, Mumbai- 400078, Maharashtra, India. Her email id is harshavk_26@yahoo.co.in
2. Acquirer 3 is a graduate in commerce from Mumbai University and has experience of about 8 years in the field of Equity, Mutual fund and commodities market working as Sub-Broker with BSE.
3. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mrs. Harshala Nitin Gaikwad as on 10th August,2023 is Rs. 2,47,22,460/- (Rupees Two Crores Forty Seven Lakhs Twenty Two Thousand Four Hundred Sixty only).

A4 **SHRUTI TEJAS KULKARNI ("ACQUIRER 4")**

1. Shruti Tejas Kulkarni (hereinafter referred to as "Acquirer 4"), is a Resident Indian aged about 31 years having PAN AXVPB0851C and having her residential address at 7/602, discovery, c.h.s, Dattapada Road, Opp J B Khot High School, Borivali East, Mumbai- 400066, Maharashtra, India. Her email id is shrut.bhate@gmail.com
2. Acquirer 4 is a Commerce Graduate and having professional degree of Chartered Accountancy and has experience of about 12 years in the field Statutory Audit and Internal Audit of Companies.
3. Acquirer 4 is associated with Jan Mudra Credit Private Limited as a Director and Promoter, Knoc Door Services HR Private Limited as a Director and her DIN is 8211480.
4. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mrs. Shruti Tejas Kulkarni as on 10th August,2023 is Rs. 1,75,10,000/- (Rupees One Crore Seventy Five Lakhs Ten Thousand only).

A5 **AAKANKSHA RAJESH MANTRI ("ACQUIRER 5")**

1. Aakanksha Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 5"), daughter of Rajesh Raghuvir Mantri, is a Resident Indian aged about 22 years having PAN CSMPM9237M and having her residential address at B-205, Usha Nagar, Village road, Opp Bright high school, Mumbai- 400078, Maharashtra. Her email id is aakanksha2405@gmail.com
2. Acquirer 5 holds a bachelors in Business Administration from NMIMS University.
3. Acquirer 5 is associated with Jan Mudra Credit Private Limited as a Promoter.
4. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Ms. Aakanksha Rajesh Mantri as on 10th August,2023 is Rs. 1,30,75,865/- (Rupees One Crore Thirty Lakhs Seventy Five Thousand Eight Hundred Sixty Five only).

A6 **DATTARAJ RAJESH MANTRI ("ACQUIRER 6")**

1. Dattaraj Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 6"), son of Rajesh Raghuvir Mantri, is a Resident Indian aged about 20 years having PAN CSMPM9237M and having his residential address at B-205, Usha Nagar, Village road, Opp Bright high school, Mumbai- 400078, Maharashtra, India. His email id is dattarajmantri10@gmail.com
2. Acquirer 6 is pursuing engineering from Birla Institute of Technology and Science.
3. Acquirer 6 is associated with Jan Mudra Credit Private Limited as a Promoter.
4. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mr. Dattaraj Rajesh Mantri as on 10th August,2023 is Rs. 1,08,71,945/- (Rupees One Crore Eight Lakhs Seventy One Thousand Nine Hundred Forty Five only).

A7 **RAMCHANDRA MANGESH KULKARNI (PAC)**

1. Ramchandra M. Kulkarni (hereinafter referred to as "PAC"), is a Resident Indian aged about 39 Years having PAN AYUPK0415F and is residing at 7-602, Dattapada Road, Opp. J.B. Khot Highschool , Borivli East, Mumbai-400066, Maharashtra, India . His email id is ramchandrakulkarni2083@gmail.com
2. PAC holds the degree of Masters in Management (M.M.S) from University of Mumbai. He has around 14 years of experience in the field of setting up a Treasury department of newly licensed bank and Extensive experience of Liquidity management and Risk Management.
3. PAC Currently holds 6,38,100 Equity Shares of the Target Company.
4. PAC is associated with Knoc Door Services Private Limited as a Director, Riddhi & Siddhi Growth Ventures LLP as a Designated Partner, Jan Dhan Co-operative Credit Society Limited as a Chairman and his DIN is 7541770.
5. Rajesh R. Agarwal & Associates, Chartered Accountants, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rajesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2, Sharda Chamber No. 1,31, Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra has certified vide certificate dated 11th August ,2023 that the Networth of Mr. Ramchandra M. Kulkarni as on 10th August,2023 is Rs. 2,25,03,973/- (Rupees Two Crores Twenty Five Lakhs Three Thousand Nine Hundred Seventy Three only).

A8 **The "Acquirers" and PAC confirms that**:

- They do not belong to any group.
- They do not hold equity shares in the Target Company (except PAC holding 6,38,100 Equity Shares) and does not have any interest or relationship with the Target Company and are not related to the Promoters, Directors or key employees of the Target Company in any manner.
- They have not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, 1992 as amended ("SEBI Act") or under any other regulation made under the SEBI Act.
- They have not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018
- They are not categorized as a willful defaulter in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI SAST Regulations
- They will not sell the Equity Shares of the Target Company held by them during the "Offer Period "in terms of Regulation 25(4)of the SEBI SAST Regulations.
- PAC is related to Acquirer 2 & Acquirer 4. Acquirer 2 is mother-in-law & Acquirer 4 is sister-in-law of PAC. Hence, PAC is related to Acquirers.

A9 Acquirers or any of the entities promoted or associated by them do not have any interest or relationship with the Target company or its Promoters or directors or its Key Managerial Personnel. The Acquirers have entered into SPA for the proposed acquisition of 15,98,150 Equity Shares representing 53.26% of the Equity Share Capital /Voting Capital of the Target Company through SPA. These shares will be acquired in the following proportion by the Acquirers:

a) Mr. Rajesh Raghuvir Mantri –3,22,980 Equity Shares (10.76%)
b) Mrs. Seema Pravin Joshi-2,85,038 Equity Shares (9.50%)
c) Mrs. Harshala Nitin Gaikawad-4,50,060 Equity Shares (15.00%)
d) Mrs. Shruti Tejas Kulkarni -2,70,036 Equity Shares (9.00%)
e) Ms. Aakanksha Rajesh Mantri-1,35,018 Equity Shares (4.50%)
f) Mr. Dattaraj Rajesh Mantri-1,35,018 Equity Shares (4.50%)

B. **INFORMATION ABOUT THE SELLERS:**

B1 The details of the Sellers are set out below: -

S. No.	Name of the Sellers	Residential Address / Registered Office Address	Part of Promoter/ Promoter Group	Nature of entity	Listed on Stock Exchange	No. of Shares held in Emkay Consultants Limited before SPA	% of Issued, Subscribed Capital / Voting Capital	No. of Shares / Voting Rights proposed to be sold through the SPA	Post sale Share-holding
1	Dipak Kumar Singh	36B, Shakespeare Sarani, 3rd Floor, Circus Avenue, Kolkata- 700017, West Bengal, India	Yes	Public Limited Company	Yes	5,84,500	19.48	5,84,500	Nil
2	Laxmi Singh	36B, Shakespeare Sarani, Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, India	Yes	Public Limited Company	Yes	5,80,950	19.36	5,80,950	Nil
3	Yash Singh	36B, Shakespeare Sarani, 3rd Floor, Circus Avenue, Kolkata- 700017, West Bengal, India	Yes	Public Limited Company	Yes	4,32,700	14.42	4,32,700	Nil
	Total					**15,98,150**	**53.26**	**15,98,150**	**Nil**

B2 The above Sellers are part of the Promoter/Promoter Group of the Target Company and do not belong to any group.

B3 As per the shareholding pattern as on 30th June,2023 filed as per Regulation 31 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 by the Target Company with CSE, the sellers are the Promoters of the Target Company.

B4 Sellers are not prohibited by the SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, 1992 and subsequent amendments or under any other regulations made under the SEBI Act, 1992.

C. **INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY:**

Emkay Consultants Limited (CIN: L74140WB1990PLC050229) **(hereinafter referred to as "Target Company" or "EMKAY")**

C1 Emkay Consultants Limited (CIN: L74140WB1990PLC050229) was incorporated originally as Emkay Consultants Private Limited on 26th November,1990 as a Private Limited Company under the Indian Companies Act, 1956. The name of the company was changed to Emkay Consultants Limited under section 21 of the Companies Act,1956 with effect from 12th January,1996, upon conversion from Private to Public under the Indian Companies Act,1956. The CIN of the Company is L74140WB1990PLC050229. The Company is registered with Reserve Bank of India as a Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) bearing registration no. B-05.02434 issued on 16th May,1998 issued by RBI, Calcutta in the name of Emkay Consultants Limited.

C2 The registered office of EMKAY is situated at "Alipore Heights 5B, Judge Court Road, Kolkata-700027, West Bengal, India"

C3 Currently, The Target Company is involved in the business of providing loans as an non-deposit taking NBFC.

C4 The Authorized share capital of Emkay Consultants Limited as on 31st March ,2023 is Rs. 3,10,00,000/- (Rupees Three Crores Ten Lakhs Only) comprising of 31,00,000 (Thirty One Lakhs) Equity Shares of Rs.10/- (Rupees Ten Only) each. The issued, subscribed, paid-up and voting share capital of Target Company as on date is Rs. 3,00,04,000/- (Rupees Three Crores Four Thousand Only) comprising of 30,00,400 (Thirty Lakh Four Hundred) Equity Shares of Rs.10/- (Rupees Ten Only) each.

C5 The Equity shares of Emkay Consultants Limited are currently listed on The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) with effect from 26.02.1997 (Security Code: 015206), ISIN: INE892B01010.

C6 There are currently no outstanding partly paid-up shares or any other instruments convertible into Equity Shares of the Target Company at a future date.

C7 The equity shares of EMKAY are infrequently traded on CSE in terms of Regulation 2(1)(j) of SEBI SAST Regulations.

C8 The key financial information of the Target Company based on Limited Reviewed financial for Quarter ended June 30,2023, year ended March 31,2023 and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

(In Rs.)

Particulars	As at and for the quarter ended 30th June, 2023 (Limited Reviewed)	As at and for the financial year ended 31st March,2023 (Limited Reviewed)	Year Ending 31st March, 2022 (Audited)	Year Ending 31st March,2021 (Audited)	Year Ending 31st March, 2020 (Audited)
Total Revenue (including other income)	6,36,363.64	21,16,853.04	1,12,72,718	-	18,10,277
Net Income (Profit / (Loss)	-2,83,681.66	-1,66,281.74	1,00,26,189	(3,05,370)	10,80,837
Earnings Per Equity Share Basic & Diluted (after exceptional Items)	-0.095	-0.055	3.34	(0.10)	0.36
Net Worth (excluding Capital Reserve and Capital Redemption Reserve)	-	-	4,54,23,845	3,55,10,156	3,58,15,526

D. **Details of the Offer:**

D1 This Offer is being made under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations to all the Public Shareholders of the Target Company (except parties to SPA & PAC). Acquirers have entered into SPA on August 11 ,2023, whereby the Acquirers have agreed to acquire 15,98,150 equity shares of face value of Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs.19.44 per Equity Shares ("sales shares"), which constitutes 53.26 % of the total issued, subscribed, paid-up equity share capital and voting capital of the Target Company.

D2 The Acquirers are making an offer to acquire up to 7,57,150 equity shares of face value Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs. 20/- per Equity Share ("**Offer Price**"), aggregating to Rs. 1,51,43,000/- (Rupees One Crore Fifty One Lakhs Forty Three only) ("**Offer Consideration**"), payable in cash subject to the terms and conditions as mentioned hereinafter (the "**Open Offer**" or "**Offer**").

D3 The Offer Price is payable in cash, in accordance with Regulation 9(1) of SEBI SAST Regulations.

D4 The equity shares of the Target Company will be acquired by the Acquirers free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

D5 The Offer would be subject to the receipt of statutory and other approvals as mentioned in Section VI of this DPS. In terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, if the statutory approvals are not received or refused, the offer would stand withdrawn.

D6 To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required for the Offer except approval from RBI for which the necessary application is in the process of being submitted. If, however, any other statutory or other approval becomes applicable prior to the completion of the Offer, the Offer would also be subject to such statutory or other approval(s) and the Acquirers will make necessary applications for such approvals.

D7 This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19 (1) of SEBI SAST Regulations.

D8 This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI SAST Regulations.

D9 The Acquirers have no plans to alienate any significant assets of the Target Company for a period of 2 years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, for 2 years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through special resolution in terms of Regulation 25(2) of SEBI SAST Regulations.

D10 Upon completion of the Offer, assuming full acceptances in the Offer, the Acquirers shall hold 23,55,300 Equity Shares constituting 78.50% and PAC shall hold 6,38,100 Equity Shares constituting 21.27% of the issued, subscribed, paid-up and voting capital of the Target Company. As per Regulation 38 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding, on a continuous basis for listing. If, pursuant to this Open Offer, the public shareholding in the Target Company reduces below the minimum level required as per the listing agreement entered into by the Target Company with CSE Limited and read with Rule 19A of the SCRR, the Acquirers hereby undertake that their shareholding in the Target Company will be reduced, within the time period specified in the SCRR, such that the Target Company complies with the required minimum level of public shareholding.

D11 The Manager to the Offer, Finshore Management Services Limited does not hold any equity shares in the Target Company as on date of this DPS. The Manager to the Offer further declare and undertake that they will not deal in their own account in the equity shares of the Target Company during the Offer Period.

5. **II. BACKGROUND TO THE OFFER**

1. The Offer is being made under Regulation 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations and is being made as a result of a direct substantial acquisition of Equity Shares and voting rights in and control over the Target Company by the Acquirers, pursuant to the Share Purchase Agreement.
2. The Acquirers has entered into a Share Purchase Agreement (**"SPA"**) on August 11,2023 with the Sellers and the Target Company, wherein it is proposed that the Acquirers shall purchase 15,98,150 fully paid up equity shares of the Target Company of face value Rs. 10/- each, which constitutes 53.26% of the issued, subscribed, paid-up and voting share capital. The said sale is proposed to be executed at a price of Rs 19.44 /- (Rupees Nineteen and Forty four paisa Only) per fully paid-up equity share ("Negotiated Price") aggregating to Rs. 3,10,68,036/- (Rupees Three Crores Ten Lakhs Sixty Eight Thousand Thirty Six Only) ("Purchase Consideration") payable in cash. Consequent to the changes in control and management of the Target Company contemplated under the SPA, this mandatory Open Offer is being made by the Acquirers in compliance with Regulations 3(1), 4 and other applicable provisions of SEBI SAST Regulations.
3. The prime object of the Offer is to acquire substantial acquisition of shares/voting rights accompanied with the change in control and management of the Target Company.
4. This Open Offer is for acquisition of 26% of total equity and voting share capital of the Target Company. After the completion of this Open Offer and pursuant to the aforesaid Share Purchase Agreement, the Acquirers along with PAC shall hold the majority of the equity shares by virtue of which they will be in a position to exercise effective management and control over the Target Company.
5. Subject to satisfaction of the provisions under the SEBI SAST Regulations and Companies Act, 2013, as applicable, and/ or any other Regulation(s), the Acquirers intend to make changes in the management of EMKAY.
6. **Objects of the Acquisition:** The object of acquisition is to acquire substantial shares/voting rights accompanied with change in management and control of the Target Company. The Acquirers reserves the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any change in the structure that may be carried out, will be in accordance with the laws applicable.

III. **SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS**

1. The current and proposed shareholding of the Acquirers and PAC in Target Company and the details of the acquisition are as follows: -

Details	Acquirer 1	%	Acquirer 2	%	Acquirer 3	%	Acquirer 4	%	Acquirer 5	%	Acquirer 6	%	PAC	%	Total No. of Shares	%
Shareholding as on the PA date	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	6,38,100	21.27	6,38,100	21.27
Shares proposed to be acquired pursuant to SPA	3,22,980	10.76	2,85,038	9.50	4,50,060	15.00	2,70,036	9.00	1,35,018	4.50	1,35,018	4.50	NIL	NA	15,98,150	53.26
Shares acquired between the date of PA and Date of DPS date	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA
Shares to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	7,57,150*	25.23	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	NIL	NA	7,57,150	25.23
Post Offer Shareholding (assuming full acceptance, On Diluted Basis ,as on 10th working day after closing of the tendering period)	11,03,084	36.76	2,85,038	9.50	4,50,060	15.00	2,70,036	9.00	1,35,018	4.50	1,35,018	4.50	6,38,100	21.27	22,36,250	74.53

*** 26% of the total shares of the Target Company is 7,80,104. Total Shares held by the Public Shareholders is 13,95,250 out of which shares held by PAC is 6,38,100 and balance shares after excluding shares held by PAC is 7,57,150 and accordingly the same is available for acquisition.**

IV. **OFFER PRICE**

1. The equity shares of the Target Company are listed on The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) with effect from February 26,1997 with Scrip Code: 015206
2. The trading turnover in the equity shares of the Target Company on CSE, during the twelve calendar months preceding the month in which the PA was issued (i.e., August 2022 to July 2023) is given below:-

Name of the Exchange	Number of equity shares of the Target Company traded during the Twelve Months period ("A")	Total Number of Equity Shares listed ("B")	Total Turnover % (A/B)
CSE	Nil	30,00,400	Not Applicable

*(**Source:** https://www.cse-india.com)*

Based on the above, the equity shares are infrequently traded in terms of Regulation 2(1) (j) of the SEBI SAST Regulations, 2011.

3. The Offer Price of Rs. 20.00/-per equity share of EMKAY is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011 being the highest of the following:

(a)	The Negotiated Price under the Agreement	Rs.19.44 /-
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition, by the Acquirers/PAC during the 52 weeks immediately preceding the date of the PA.*	Nil
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition, by the Acquirers/PAC, during the 26 weeks immediately preceding the date of the PA.	Nil
(d)	The volume-weighted average market price of the equity shares of the Target Company for a period of 60 trading days immediately preceding the date of the PA on CSE	Nil
(e)	Other Financial parameters as at 31st March,2023	
	Return on networth (%)(as on 31st March ,2023)	-
	Book value per share (Rs.) (as on 31st March,2023)	-
	Earning per share (Rs.) (as on 31st March,2023)	-0.06
	Value per share as per Profit Earning capacity method (Valuation Report)	19.32

* PAC has acquired the shares on 08th July,2022 and 13th July, 2022 which is beyond the 52 weeks immediately preceding the date of the Public Announcement.

As per CA Nishant Jain, Registered Valuer, Regn no: IBBI/RV/06/2020/103396 having its office **Diamond Arcade,# 313, 68 Jessore Road , Kolkata-700055,** the value per equity share of Target Company is Rs. 16.04/-per share.

4. In view of the parameters considered and presented in table above, in the opinion of the Acquirers and Manager to the Offer, the Offer Price of Rs.20.00/- (Rupees Twenty only) per fully paid-up equity share is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI SAST Regulations.
5. As on date, there is no revision in Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers shall comply with Regulation 18 and all the provisions of SEBI SAST Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or Offer Size.
6. There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters.
7. If the Acquirers acquire equity shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at the price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under an open offer under the SEBI SAST Regulations or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares), Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.
8. If the Acquirers acquires or agrees to acquire any equity shares or voting rights in the Target Company during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, the Offer Price pursuant to future purchases / competing offers shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition in terms of regulation 8(8) of SEBI SAST Regulations. Provided that no such acquisition shall be made after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.
9. If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done only up to the period prior to three working days before the date of commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.

V. **FINANCIAL ARRANGEMENTS**

1. The maximum consideration payable by the Acquirers to acquire 7,57,150 fully paid-up equity shares at the Offer Price of Rs.20.00/- (Rupees Twenty only) per equity share, assuming full acceptance of the Offer would be Rs. 1,51,43,000/- (Rupees One Crore Fifty One Lakhs Forty Three Thousand only).
2. The Acquirers confirm that they have made firm financial arrangements for fulfilling the payment obligations under this Offer in terms of Regulation 25(1) of the SEBI SAST Regulations and they are able to implement this Offer. Rakesh R. Agarwal & Associates, (FRN: 0119168W) signed by its Proprietor Rakesh Agarwal (Membership No.100223) having office at M-2 , Sharda Chamber No. 1,31,Keshavji Naik Road, Bhat Bazar, Musjid Bunder (West) Mumbai-400009, Maharashtra, India has certified vide certificate dated August 11,2023 that the Acquirers have made firm financial arrangements to meet the financial obligations under the Offer.
3. In accordance with Regulation 17 of the SEBI SAST Regulations, the Acquirers, Manager to the Offer and Kotak Mahindra Bank ("Escrow Banker") have entered into an escrow agreement on August 11,2023. Pursuant to the escrow agreement the Acquirers have opened an Escrow Account under the name and style of "FMSL EMKAY Open Offer Escrow Account" bearing account number 9248279575 with Kotak Mahindra Bank Limited, Nariman Point Branch, Mumbai and made therein a cash deposit of Rs. 42,90,572 (Rupees Forty Two Lakhs Ninety Thousand Five Hundred Seventy Two only) being more than 25% of the total consideration payable in the Open Offer, assuming full acceptance.
4. The Acquirers have authorized the Manager to the Offer to operate the Escrow Account in terms of the SEBI SAST Regulations.
5. Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered Accountant, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirers to implement the Offer in accordance with the SEBI SAST Regulations.

VI. **STATUTORY AND OTHER APPROVALS**

1. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer other than an approval of the Reserve Bank of India for the acquisition of the Equity Shares as per SPA and in the open offer. The necessary application to be made to RBI is under process of submission. The non-resident shareholders (NRI) and Overseas Corporate Bodies (OCB) holders of Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required in terms of the Letter of Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI or the FIPB) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit the previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.
2. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirers at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirers will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations.
3. In case of delay in receipt of any statutory approval(s) becoming applicable prior to completion of the Offer, SEBI has the power to grant extension of time to Acquirers for payment of consideration to the public shareholders of the Target Company who have accepted the Offer within such period, subject to Acquirers agreeing to pay interest for the delayed period if directed by SEBI in terms of Regulation 18(11) of the SEBI SAST Regulations. Provided where the statutory approvals extend to some but not all equity shareholders, the Acquirers have the option to make payment to such shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer. Further, in case the delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining any statutory approvals in time, the amount lying in the Escrow Account will be liable to be forfeited and dealt with in the manner provided in clause (e) of sub-regulation (10) of Regulation 17 of SEBI SAST Regulations.
4. There are no conditions stipulated in the Offer between the Acquirers and Sellers, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirers and in view of which the offer may be withdrawn under Regulation 23 of SEBI SAST Regulations.

VII. **TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER:**

Nature of the Activity	Date	Day
Date of Public Announcement	11-08-2023	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	22-08-2023	Tuesday
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	29-08-2023	Tuesday
Last date for a competing offer	12-09-2023	Tuesday
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	20-09-2023	Wednesday
Identified Date*	22-09-2023	Friday
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	03-10-2023	Tuesday
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	06-10-2023	Friday
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	05-10-2023	Thursday
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	09-10-2023	Monday
Date of Commencement of tendering period	10-10-2023	Tuesday
Date of Closing of tendering period	23-10-2023	Monday
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	07-11-2023	Tuesday

(*) Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirers and Sellers) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

VIII. **PROCEDURE OF TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER**

1. All the shareholders, registered or unregistered, of the Target Company, except the Acquirers and the Sellers and any persons deemed to be acting in concert with such parties in terms of regulation 7(6) of SEBI SAST Regulations, 2011, owning equity shares any time before the date of Closure of the Offer, are eligible to participate in the Offer.
2. Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired equity shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Open Offer will be implemented by the Acquirers through a stock exchange mechanism made available by BSE in the form of a separate window ("Acquisition Window") since as provided under the SEBI SAST Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated 13th April, 2015 and SEBI Circular CIR/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9th December, 2016 and such other terms and conditions as may be permitted by law from time to time. As per SEBI Circular ref: SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated 13th August, 2021 a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalization of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified in the Annexure to the said circular.
4. In accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI SAST Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI SAST Regulations.
5. BSE shall be designated stock exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.
6. The Acquirers have appointed Nikunj Stock Brokers Limited ("**Buying Broker**") for the Open Offer through whom the purchases and settlement of Open Offer shall be made during the Tendering Period. The Contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Nikunj Stock Brokers Limited
Address: A-92, GF, Left Portion, Kamla Nagar, Delhi-110007
Email ID: Complianceofficer@nikujonline.com **, Website:** www.nikunjonline.com **,**
Investor Grievance Id: ig.nikunj@nikunjonline.com **, Contact Person: Mr. Anupam Suman**
Tel No: 011-47030017-18, Mobile No.: 9999492292, SEBI Registration No:INZ000169335

7. All Shareholders who desire to tender their Shares under the Open Offer would have to approach their respective stock brokers ("**Selling Broker**"), during the normal trading hours of the secondary market during the Tendering Period.
8. Such Equity Shares would be transferred to the respective Selling Broker's pool account prior to placing the bid.
9. A separate Acquisition Window will be provided by the stock exchanges to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares.
10. The Equity Shares and all other relevant documents should be sent to the Registrar to the Offer and not to the Acquirers or to the Target Company or to the Manager to the Offer.
11. No indemnity is needed from the unregistered shareholders.

IX. **THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.**

X. **OTHER INFORMATION**

1. The Acquirers and PAC accepts full responsibility for the information contained in the Public Announcement/Detailed Public Statement (other than the information as provided or confirmed by the Target Company and Sellers) and also for the fulfillment of the obligations as laid down in SEBI SAST Regulations.
2. Pursuant to regulation 12 of SEBI SAST Regulations, the Acquirers have appointed **Finshore Management Services Limited** as the Manager to the Offer.
3. The Acquirers have appointed **Niche Technologies Pvt Ltd,** Registrar to the Offer, having its Registered Office address at 7th Floor, Room, No. 7A & 7B,3A, Auckland Sq, Elgin, Kolkata, West Bengal 700017,India Tel.: (033) 2280 6616 / 6617 / 6618; Website: www.nichetechpl.com ; Investor Grievance email id : investor_Grievance@nichetechpl.com ; Contact Person: Mr. Ashok Sen; CIN: U74140WB1994PTC062636;SEBI Registration Number: INR000003290
4. This Detailed Public Statement will also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers and PAC

MANAGER TO THE OFFER

Finshore Management Services Limited,
Anandlok Block A, Room-207,
227, AJC Bose Road,
Kolkata-700020
Tel: +91-033-22895101
Website: www.finshoregroup.com
Investor Grievance email id : investors@finshoregroup.com
Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar
SEBI Registration No: INM000012185

Acquirer 1	Acquirer 2	Acquirer 3	Acquirer 4	Acquirer 5	Acquirer 6	PAC
Sd/- Rajesh Raghuvir Mantri	Sd/- Seema Pravin Joshi	Sd/- Harshala Nitin Gaikwad	Sd/- Shruti Tejas Kulkarni	Sd/- Aakanksha Rajesh Mantri	Sd/- Dattaraj Rajesh Mantri	Sd/- Ramchandra M. Kulkarni

Place: **Kolkata**
Date: **22nd August,2023**

ফিরলেন রাহুল-শ্রেয়স, এশিয়া কাপের টিমে চমক তিলক ভার্মা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ অবশেষে অপেক্ষার অবসান। ১৬তম এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার ৯ দিন আগে ঘোষিত হল ভারতীয় স্কোয়াড। টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডারে মিলল স্বস্তি। প্রত্যাশা মতো দলে ফিরলেন লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। যদিও গত কয়েক দিন ধরে মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল শ্রেয়স পুরোপুরি ফিট নন। হয়তো তাঁকে দেখা যাবে না এশিয়া কাপে। লোকেশ রাহুলকে নিয়েও একই কথা শোনা গিয়েছিল। অবশেষে সব জল্পনার অবসান। রাহুল-শ্রেয়স দু'জনই খেলবেন এ বারের এশিয়া কাপে। আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করল ভারত। টিমে বিরাট চমক তরুণ তুর্কি তিলক ভার্মা। ৩০ অগস্ট শুরু হবে এ বারের এশিয়া কাপ। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছিল কেমন হতে পারে ভারতের এশিয়া কাপের স্কোয়াড?

দেশের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপের আগে কি কামব্যাক হবে রাহুল-শ্রেয়সের? আজ, এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা হতেই মিলল সব উত্তর। নয়াদিল্লিতে এশিয়া কাপের দল ঘোষণার জন্য নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। ১১ মাস ২২ গজ থেকে দূরে থাকার পর আয়ার্ল্যান্ড সফরে জসপ্রীত বুমরার দুরন্ত কামব্যাক হয়েছে। তারপর থেকে শোনা যাচ্ছিল এ বারের এশিয়া কাপে হার্দিক নন রোহিতের ডেপুটি হতে পারেন বুমরা। কিন্তু তেমনটা হল না। হার্দিকের উপর আস্থা রাখল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তিনিই এশিয়া কাপে ভারতের সহ-অধিনায়ক।

এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড। রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষাণ, হার্দিক পান্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, জসপ্রীত বুমরা, শার্দূল ঠাকুর, প্রসিধ কৃষ্ণা। ভারতীয় টিমের সঙ্গে ব্যাকআপ প্লেয়ার হিসেবে সফর করবেন-সঞ্জু স্যামসন।

এশিয়া কাপে নেই যুজবেন্দ্র, বিশ্বকাপেও কি তাঁর দরজা বন্ধ?

মুম্বই, ২১ আগস্টঃ এ বারের এশিয়া কাপে ভারতীয় শিবিরে দেখা যাবে না 'কুল-চা' জুটির কামাল। আজ, ২১ আগস্ট আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হয়েছে। ১৭ সদস্যের সেই স্কোয়াডে জায়গা পাননি তারকা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। কুলদীপ যাদব অবশ্য এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। চাহাল যে কোনও বড় টুর্নামেন্ট থেকে এই প্রথম বার বাদ পড়লেন তেমনটা নয়। ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ছিলেন না চাহাল। ২০২২ সালের টি-২০

বিশ্বকাপে দলে থেকেও একটি ম্যাচও তিনি খেলার সুযোগ পাননি। এ বার এশিয়া কাপে নেই তিনি। এশিয়া কাপের পর ভারতের মাটিতে হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপের টিমে তো ঠাঁই হল না যুজবেন্দ্রর, বিশ্বকাপেও কি তাঁর দরজা বন্ধ? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। এশিয়া কাপে ভারতের যে স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে তাতে বোলিং বিভাগে রয়েছেন কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিধ কৃষ্ণা। তা ছাড়াও যে স্কোয়াড বেছে নেওয়া হয়েছে তাতে নজর দিলে দেখা যাবে এই ৫ জন ছাড়া বল করতে পারেন হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজা এবং অক্ষর প্যাটেলরা। এই কম্বিনেশন বেছে নেওয়ার পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, ''এশিয়া কাপের স্কোয়াডে রবি অশ্বিন, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর নেই মানে ওদের জন্য বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তেমনটা নয়।'' রোহিত যা-ই বলুন না কেন, এশিয়া কাপে যেহেতু চাহাল-অশ্বিনরা নেই। তাই ক্রিকেট মহলে অনেকেই মনে করছেন বিশ্বকাপেও তাঁদের দেখা যাবে না। ভারতীয় তারকা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের এশিয়া কাপে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর বলেন, ''চাহাল নিঃসন্দেহে অসাধারণ ক্রিকেটার। কিন্তু আমাদের একটা ব্যালেন্সড টিম প্রয়োজন। তাই দু'জন রিস্ট স্পিনারকে দলে নেওয়াটা কঠিন।''

চার নম্বর নিয়ে রোহিত

'এমন পাগলামী আমরা করি না'

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ চার নম্বরে কে? বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় টিমে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই। সোমবার দিল্লিতে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করার সময়ও ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকরকে এই প্রশ্নের মুখেই পড়তে হল। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করা হল। ব্যাকআপ কিপার সঞ্জু স্যামসন। ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ, এশিয়া কাপের পারফরম্যান্স কাটাছেঁড়া করার খুব বেশি সুযোগ মিলবে না। সে দিক থেকে বলা যেতে পারে, যে টিম এশিয়া কাপের জন্য ঘোষণা করা হল, বিশ্বকাপের টিম তার থেকেই বেছে নেওয়া হবে। যুজবেন্দ্র চাহাল, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের দেশের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ এবং সম্ভাবনা খুব বেশি নেই। যদি না বিরাট কোনও বদল হয়। এশিয়া কাপের টিম ঘোষণার পর কী বললেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা? চার নম্বর জায়গা নিয়ে বললেন, ''৪ নম্বর নিয়ে আলাদা করে ভাবছি না। আমাদের হাতে প্লেয়ার আছে, চার নম্বরে যারা ব্যাট করতে পারে। কিন্তু চোটের কারণে তাদের পাওয়া যায়নি। টপ থ্রি-র পর বাকিরা নামবে। যার উপর যে দায়িত্ব থাকবে, সে সেই কাজ সারবে। আমরা কিছু দিন ধরে অনেক পরীক্ষা করেছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অক্ষরকে চার নম্বরে খেলানো হয়েছে বাঁ হাতি হিসেবে। বিশ্বকাপের আগে হাতে ৯টা ম্যাচ রয়েছে। আশা করি আমরা কম্বিনেশন ঠিক করে নিতে পারব।'' অলরাউন্ডার নিয়ে প্রশ্ন করায় রোহিতের জবাব, ''২০১১ সালে টিমের অনেকে ব্যাট আর বল দুইই করতে পারত। হাতে যেমন প্লেয়ার থাকে, সেই মতো ভাবতে হয়, এগোতে হয়। কাউকে হঠাৎ করে বোলার কিংবা ব্যাটার করা যায় না। আশা করি বিশ্বকাপে রোহিত আর বিরাট কয়েক ওভার বল করবে!'' এশিয়া কাপে কে ফেভারিট প্রশ্নে রোহতের উত্তর ''ফেভারিট কিংবা আন্ডারডগ, এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। খেলতে হবে, সেরাটা দিতে হবে। টুর্নামেন্ট জিততে হবে। খেলায় আন্ডারডগ, ফেভারিট বলে কিছু হয় না। চেনা পরিবেশে খেললে খানিকটা সুবিধা পাওয়া যায়, এর বাইরে আর কিছু হয় না। সবাই কিন্তু এখন ভারতের পরিবেশ খুব ভালো করে জানে। এশিয়া কাপ আমাদের কাছে পরীক্ষার ভালো সুযোগ। বিশ্বকাপের আগে টিম হিসেবে নিজেদের দেখে নিতে পারব।'' টিমের জন্য ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ''টিমের প্রয়োজনে, যে কেউ যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে পারে। সবাইকে সেই মতো তৈরি রাখা হয়। রাতে একটা জিনিস বলে পরদিন সকালে সেটা

বদলে দেওয়া হয় না। কেউ যদি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যাট করে, তা হলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। সবাইকে বলে রাখা হয়, তোমাকে টিমের প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় খেলতে হতে পারে। তার মানে এই নয় যে, ওপেনারকে সাত নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, হার্দিককে দিয়ে ওপেন করানো হল। ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। রোহিত-শিখর আট বছর ওপেন করেছে। বিরাট তিনেই খেলে। এমন পাগলামী আমরা করি না। একটা টিমে ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার পড়ে। কেউ হয়তো চার নম্বরে খেলে, তাকে পাঁচে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় এগুলো ঠিক হয়।'' হার্দিককে নিয়ে রোহিত বললেন, ''ওর ভূমিকায় কোনও বদল হবে না। যা করে আসছে টিমের জন্য দীর্ঘদিন ধরে, তাই করবে। প্রয়োজনের সময় ব্যাট করবে। টিমের দরকারে বল করবে। ওর জন্য টিমের ভারসাম্য বাড়বে।'' স্পিনারদের নিয়ে রোহিতের ভাবনা ''অক্ষর ব্যাট হাতে চমকার পারফর্ম করেছে। সাদা বলের ক্রিকেট, বিশেষ করে আইপিএলে ও ভালো খেলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে হয়তো তেমন কিছু করতে পারেনি, কিন্তু বাঁ হাতি হিসেবে ওকে ভাবা হয়েছে। প্রয়োজনে উপরে ব্যাট করতে পাঠানো যেতে পারে। অশ্বিন, ওয়াশিংটনের নাম অফস্পিনার আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু রাখা যায়নি। সিমারদের উপর ফোকাস করা হয়েছে। আগামী দুটো মাস সিমারদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি থাকবে। পুরো ফিট টিম যদি ম্যাচের দিন হাতে পাই, আমার থেকে খুশি আর কেউ হবে না। চোট আঘাত তো থাকেই, থাকবেও।'' পাকিস্তান প্রসঙ্গে বলেন, ''ব্যাঙ্গলোরে ৬-৭ দিনের শিবির আছে। অনেক দিন পর আমরা এমন শিবির করব। টিমের যা যা খামতি আছে, সেটা মিটিয়ে নিতে হবে ওই সময়। কিন্তু এশিয়া কাপে শুধু পাকিস্তান নয়, আরও টিম খেলবে। গতবার শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাই সব টিমের জন্যই তৈরি থাকতে হবে।''

চার নম্বরে অনেক বিকল্প আছে, বিশ্বাস সৌরভ গাঙ্গুলির

মুম্বই, ২১ আসস্টঃ রোহিত শর্মা যে 'ফ্লেক্সিবিলিটি'র কথা বলছেন, তাই শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন ভারতীয় ক্যাপ্টেনের মুখেও। চার নম্বর জায়গাটা ভারতীয় টিমের কাছে এখন সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়। কে খেলবেন চার নম্বরে? রোহিতের সুর যাঁর গলায়, তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০০৩ সালে ভারতকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলা নেতা কিন্তু বলে দিচ্ছেন, এই মুহূর্তে ভারতের হাতে চার নম্বরে খেলানোর মতো যথেষ্ট বিকল্প রয়েছে। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার তো বটেই, বিরাট কোহলিকেও খেলানো যেতে পারে। এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর পরই সৌরভের মন্তব্য, ''কোনও নিয়ম নেই। চার নম্বর একটা জায়গা। যে কেউ সেখানে খেলতে পারে। কেউই ওপেনার হিসেবে কিংবা তিন বা চার নম্বরে খেলার জন্য জন্ম নেয়। আমি মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে ওয়ান ডে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। সচিন যখন ক্যাপ্টেন, তখন আমাকে ওপেন করতে বলা হয়। সচিন নিজেও ৬ নম্বরে ওয়ান ডে কেরিয়ার শুরু করেছিল। কিন্তু যখন ওপেন করতে শুরু করে, বিশ্বমানের ব্যাটার হয়ে যায়।'' মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে সৌরভের যুক্তি, ''চার নম্বরে যে কেউ ব্যাট করতে পারে। বিরাট কোহলি পারে, শ্রেয়স আইয়ার পারে। লোকেশ রাহুলও পারে। কী আছে, কী নেই, এ নিয়ে বলতে ভালো লাগে না। আমাদের টিমে যথেষ্ট মশলা আছে। রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড় এবং নির্বাচকরা যাকে চার নম্বরের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করবে, আমি তার উপরেই আস্থা রাখব। একটা ব্যাটিং স্লটের জন্য বিরাট ফারাক তৈরি হবে না। শুধু চার নম্বর জায়গাটা দিয়েই বিশ্বকাপ জেতা যাবে না।'' ২০১১ সালে ঘরের মাঠে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ১২ বছর পর আবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। আইসিসি ট্রফির খরা কি এ বার কাটবে? সৌরভ বলছেন, ''এর মাঝে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পনিয়শিপের ফাইনালে খেলেছে ভারত। এই টিমের উপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। এশিয়া কাপ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজ, বিশ্বকাপে চমৎকার খেলবে টিম, এই আশা নিয়েই এগোব। বুমরা ফিট হয়ে টিমে ফিরেছে, এটা একটা ভালো দিক। সামি, সিরাজ, জাডেজা, হার্দিকরাও সম্প্রতি ভালো পারফর্ম করেছে। টিম বাছাটা কঠিন কাজ হবে।''

বোল্টকে ছোঁয়ার স্বপ্ন, বিশ্বের নয়া দ্রুততম মানব নোয়া

বুদাপেস্ট, ২১ আগস্টঃ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার জামাইকান স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে। বিশ্বের দ্রুততম মানবকে ছোঁয়ার সাধ্যি কার? তাঁর রেকর্ড ছুঁতে না পারলেও বিশ্ব উসেইন বোল্টকে ছোঁয়ার উদ্দেশে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া মার্কিন স্প্রিন্টারের। ২০০ মিটারে বোল্টের হ্যাটট্রিকের রেকর্ড রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় পুরুষ স্প্রিন্টার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ২০০ মিটারে

অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব পেল এক নয়া 'উসেইন বোল্ট'কে। তিনি আমেরিকার স্প্রিন্টার নোয়া লাইলস। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক জিতেছেন নোয়া। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে ৯.৮৩ সেকেন্ড। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ বসোয়ানার লেটসাইল তেবোগো। ৯.৮৮ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে রুপো পেয়েছেন তিনি। ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন ব্রিটেনের দৌড়বিদ জার্নেল হিউজ। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে চলছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১৯তম আসর। অথচ নোয়া লাইলসের পছন্দের ইভেন্ট ২০০ মিটার। এই ইভেন্টে হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন নোয়ার চোখেমুখে। সেটি করতে গিয়ে ১০০ মিটারেও বিশ্বের দ্রুততম মানব হয়ে গেলেন তিনি। এই ইভেন্টে ফেভারিট ছিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রেড কার্লি। তবে কার্লি ফাইনালে উঠতে পারেননি। কিছুদিন আগে টুইটারে নোয়া লেখেন, ১০০ মিটার ৯.৬৫ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করতে পারবেন তিনি। তাঁর পোস্টে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব অ্যাথিলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১০০ মিটারে সোনা জিতে তাঁদের মুখ বন্ধ করেছেন নোয়া। টুইটারে তিনি লেখেন, 'ওরা তোমার সমালোচনা করবে, তোমাকে পাগল বলবে এমনকী মজা করতেও ছাড়বে না। তোমার নিজের উপর ভরসা কতটা সেটাই আসল।'

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নেই রাহুল

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ প্রত্যাশা মতো এশিয়া কাপের আগে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল লোকেশ রাহুলের। ভারতের এশিয়া কাপ স্কোয়াডে জ্বলজ্বলও করছে তাঁর নাম। কিন্তু ভারতীয় দলে কামব্যাকের ভালো দিনেই এল রাহুলকে নিয়ে এক খারাপ খবর। আসন্ন এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে সম্ভবত খেলবেন না লোকেশ রাহুল। নয়াদিল্লিতে এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুলকে নিয়ে এই আপডেট দিয়েছেন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর। শ্রেয়স আইয়ার পুরোপুরি ফিট হলেও, রাহুল নন। আসলে চোট সারিয়ে ফিরলেও, রাহুলকে নিয়ে চিন্তা কমছে না। ফলে এ বারের এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচে তো বটেই, শুরুর দিকের কয়েকটা ম্যাচ রাহুলের নাও খেলা হতে পারে। প্রেস কনফারেন্সে অজিত আগরকর বলেন, ''শ্রেয়স আইয়ারকে পুরোপুরি ফিট বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা একটা দারুণ খবর। লোকেশ রাহুল পুরোপুরি চোটমুক্ত নয়। তাই সঞ্জু স্যামসন রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে দলের সঙ্গে সফর করবে। তবে আমরা আশাবাদী রাহুল এশিয়া কাপে ভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ম্যাচের আগে ফিট হয়ে উঠবে। রাহুল-শ্রেয়স দু'জনই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার।'' অর্থাৎ নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকরের কথা থেকেই পরিষ্কার, এ বারের এশিয়া কাপে ভারতের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলবেন না লোকেশ রাহুল। অর্থাৎ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দেখা যাবে না রাহুলকে।

এমবাপের দলবদল-নাটকের তাহলে যবনিকাপাত হচ্ছে?

প্যারিস, ২১ আগস্টঃ কিলিয়ান এমবাপের দলবদল-নাটকের তাহলে যবনিকাপাত হতে যাচ্ছে! জার্মানির বিল্ড পত্রিকার খবর অন্তত সেটাই বলছে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপের জন্য পিএসজিকে ১২ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বিল্ডের খবর অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়া ইউরোপের সফল ক্লাবটি আরও আগেই শুরু করেছে। তবে প্রস্তাবটি তারা এখনই দেবে না। পিএসজিকে চাপে ফেলার জন্য প্রস্তাবটি রিয়াল দেবে এ মাসের শেষ দিকে। ইউরোপের দলবদলের জানালা বন্ধ হবে ১ সেপ্টেম্বর। এমবাপের দলবদলের নাটক শুরু হয় জুনে, লিওনেল মেসি পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিন পর। এমবাপে চিঠি দিয়ে পিএসজিকে জানিয়ে দেন, ২০২৩-২৪ মরসুমের পর আর চুক্তি নবীকরণ করবেন না। পিএসজির সঙ্গে এমবাপের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছরের জুনে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এমবাপে চাইলে এক বছরের জন্য এটা বাড়াতে পারবেন। তবে চুক্তি নবীকরণ করা বা না করার বিষয়টি জানাতে হতো এ বছরের জুনের মধ্যে। এমবাপে চিঠি দিয়ে চুক্তি নবীকরণ না করার কথা জানিয়ে দেওয়ার পর পিএসজি তাঁকে বিক্রি করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কারণ, এই মরসুমের শেষ দিকে ফরাসি স্ট্রাইকার পিএসজিতে মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে যাবেন। তখন তাঁর দলবদল থেকে কোনো অর্থ পাবে না প্যারিসের ক্লাবটি। অন্যদিকে এমবাপে জানিয়ে দেন, তিনি চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ না করে ক্লাব ছাড়বেন না। কারণ, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ না করে ক্লাব ছাড়লে তিনি আনুগত্য বোনাসের পুরোটা পাবেন না। পিএসজি ছেড়ে এমবাপে নাম লেখাতে চান রিয়াল মাদ্রিদে। সেই রিয়াল মাদ্রিদও হয়তো বিনা ট্রান্সফার ফিতে এমবাপেকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই কারণে এখনো পিএসজিকে এমবাপের জন্য কোনও প্রস্তাবই দেয়নি তারা। এর মধ্যেই এমবাপেকে ছাড়াই প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির এশিয়া সফর শেষ করে আসে পিএসজি। দলটি যখন প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির এশিয়া সফরে ছিল, এমবাপেকে কেনার জন্য ৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব নিয়ে আসে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। কিন্তু আল হিলালের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায়ই বসতে চাননি এমবাপে। এরপর এমবাপেকে বম্ব স্কোয়াডে পাঠিয়ে দেয় পিএসজি। ফুটবলে 'বম্ব স্কোয়াড' কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে। সাধারণত অতি বেতনের খেলোয়াড়, যাঁরা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেন না কিংবা ক্লাব আর যাঁদের দরকারি মনে করে না, তাঁদের মূল দল থেকে আলাদা করে ফেলা হলে 'বম্ব স্কোয়াড'-এর সদস্য বলা হয়। কিন্তু এমবাপেকে বম্ব স্কোয়াডে বেশি দিন রাখতে পারেনি পিএসজি। লিগের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে লোরিয়াঁর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর তাঁকে মূল দলে ফেরায় তারা। মাঠে ফিরেই গোল পান এমবাপে।

কলকাতা ফুটবল লিগের চতুর্থ ডিভিশনে ছয় ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রাসবিহারী। ছবি-সৌরভ দত্ত

ফাইনালে গোল করে স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতালেন ম্যাচের পর কারমনা জানলেন বাবা মারা গেছেন

বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের অনুভূতি তখনও তরতাজা। স্পেনের উৎসব চলছিল। সেই উদযাপনের মধ্যমণি ওলগা কারমনা। সেমি-ফাইনালে শেষ সময়ে দলকে জেতানো গোল করার পর ফাইনালেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে একমাত্র গোলে দলকে জয় এনে দেন তিনি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেই উচ্ছ্বাসের আবহের মাঝেই স্পেনের অধিনায়ক পান হৃদয় ভাঙার খবর। ম্যাচের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তার বাবা।

মাদ্রিদ, ২১ আগস্টঃ তাঁর গোলে ইংল্যান্ডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবার ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। চ্যাম্পিয়ন এই দলের অধিনায়কও তিনি। স্বাভাবিকভাবেই দলের উসবের মধ্যমণি ছিলেন ওলগা কারমোনা। কিন্তু ২৩ বছর বয়সি স্প্যানিশ ফুটবলারের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটিই হয়ে উঠল সবচেয়ে বেদনার দিনও। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে উল্লাস-উচ্ছ্বাস শেষে কারমোনা শুনতে পান, তাঁর বাবা মারা গেছেন। কারমোনার বাবার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) ও তাঁর ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। তবে মৃত্যুর কারণ বা সময় সম্পর্কে বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি। গতকাল সিডনির স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ায় ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয় স্পেন। ২৯তম মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন অধিনায়ক কারমোনা। এই গোলের উদযাপনে জার্সি উঁচিয়ে ভেতরের টি-

শার্টে 'মার্চি' নামের একজনের নাম দেখান কারমোনা। ফাইনালের পর তিনি জানান, সম্প্রতি তাঁর এক বন্ধুর মা মারা গেছেন। সেই বন্ধুকে বিশ্বকাপ ফাইনালের গোলটি 'উৎসর্গ' করেছেন। তবে ট্রফি নিয়ে উদযাপন শেষে সবচেয়ে বড় মৃত্যুসংবাদটি শুনতে পান কারমোনা। তাঁকে জানানো হয়, স্পেনে থাকা তাঁর বাবা মারা গেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া আরএফইএফের বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে বলা হয়, 'বিশ্বকাপ ফাইনালের পর কারমোনা দুঃখের সংবাদটি শোনেন। আমরা ওলগা ও তাঁর পরিবারের এই বেদনাদায়ক সময়ে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। ওলগা, আমরা তোমায় ভালোবাসি। তুমিই স্প্যানিশ ফুটবলের ইতিহাস।' বিশ্বকাপ জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ খেলোয়াড়দের জার্সিতে একটি করে তারা যুক্ত হয়। সদ্য প্রয়াত বাবাকে 'তারা' উল্লেখ করে রাতে একটি টুইট করেছেন কারমোনা। বিশ্বকাপ পদকে চুমু খাওয়ার ছবির সঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আর এটা না জেনেই, খেলা শুরু হওয়ার আগেই আমার একটা তারা ছিল। আমি জানি, তুমি আমাকে অনন্য কিছু অর্জন করার শক্তি দিয়েছ। আমি জানি, আজ রাতে তুমি আমাকে দেখে গর্বিত হচ্ছ। শান্তিতে ঘুমাও, বাবা।' আজ সকালে স্পেন দল সিডনি থেকে মাদ্রিদে পৌঁছায়। সেখানে ট্রফিসহ কারমোনার দলকে বরণ করে নেয় স্প্যানিশরা।

ঝাড়খন্ড অ্যামেচারের জুনিয়রস জাতীয় কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ শিলিগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের খুদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ আগস্টঃ ঝাড়খন্ড অ্যামেচার কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছে ওয়াকো ইন্ডিয়া চিলড্রেন, ক্যাডেট এবং জুনিয়রস জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। সুযোগ মিলেছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ সীমান্তবর্তী এলাকার খুদে দেবাশীষ রায়ের। এই বিষয় জানা যায় শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত জালাস নিজামতারা অঞ্চলের রাবভিটা গ্রামের বাসিন্দা দেবাশীষ রায়। ছোটো থেকে তার কিকবক্সিং খেলার উপর ঝোঁক ছিল। উল্লেখ্য একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করবার পাশাপাশি কিকবক্সিং কোচিং নিতো। এর পর এই ধীরে ধীরে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রীতিমত সাফল্য লাভ করে। প্রসঙ্গত দার্জিলিং কালিম্পং সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সে পুরস্কার জিতেছে। আগামী ২৩ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রতিযোগিতা যা রাচি ঝাড়খন্ডে হবে, তার জন্য অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নিয়েছে। তার সুযোগ পাওয়ার এই খবর সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দে মাতোয়ারা গোটা গ্রাম। ওই স্থানের সাধারণ মানুষ থেকে আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়িতে আসছেন। তার মা মানি রায় এই বিষয়ে জানান, ছেলের ইচ্ছে ছিল কিকবক্সিং খেলার, তাকে বাধা না দিয়ে কোচিং ভর্তি করে দিয়েছিলাম। এরপরে ধীরে ধীরে তার সাফল্য, আমাদের কাছে আনন্দিত হবার বিষয়। আগামীতে যতদূর পারবো তার সফলতার পিছনে সহযোগিতা করব। বাবা

মার সন্তান আরো এগিয়ে যাক এটাই চাইবো। অন্যদিকে তার বাবা রতন রায় জানান গর্বের বিষয়ে আমার ছেলে এত সুন্দর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে। আগামী দিনে তার পাশে থাকবো এবং তার মনোবলকে আরো শক্তিশালী করে তার এই খেলার সফলতা এগিয়ে যাক এটাই কামনা করি। প্রসেনজি রায় কোচ এই বিষয়ে জানান এভাবে একটি শিশুদের প্রশিক্ষণ দিতে পেরে আমি গর্বিত তারা সফলতা এনে দিচ্ছে আগামী দিনে এভাবে গ্রামীণ এলাকার যে শিশুদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে তা প্রমাণ করে দিল। দেবাশীষের রায়ের মত একজন ছোট্ট কিক বক্সিং খেলোয়াড় আগামী দিনে সে আরো সফলতা অর্জন করুক এটাই আশা করি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501